জাহাঙ্গীর

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী

বুধবাব, ১০ই পৌষ, বড়দিন, ১৩৩৬

ইং ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৯

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

মূল্য—এক টাকা চারি আনা।
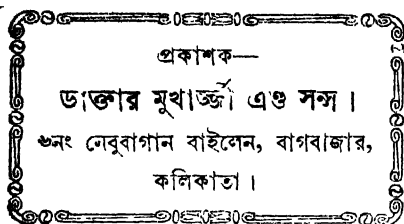
প্রকাশক—
ডাক্তার মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স।
৬নং লেবুবাগান বাইলেন, বাগবাজার,
কলিকাতা।

শ্রীপুলিনবিহারী দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
দি ফাইন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৬৪।১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
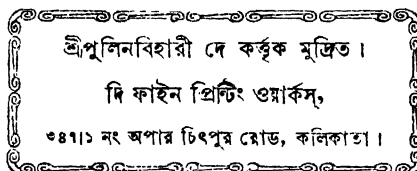
উৎসর্গ

পরমারাধ্য অগ্রজ—

৺চুণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

যিনি আমার রচনার

বিশেষ পক্ষপাতী ও একান্ত অনুরাগী ছিলেন

প্রায় এক যুগ পূর্ব্বে—

ষ্টার থিয়েটারে

আমার শেষ নাটকাভিনয়েরও

যিনি শ্রেষ্ঠ সাক্ষী ছিলেন

আজ তাঁহার অভাব

মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া

তাঁহারই অচ্ছেদ্য স্মৃতির উদ্দেশে

আমার এই নাটকখানি

উৎসর্গ করিয়া

কতকটা তৃপ্তি ও শান্তিলাভ করিতেছি।

ভূমিকা

বহুদিন পরে,—এক প্রকার নূতন নাট্যকাররূপেই নাট্যশালার সংশ্রবে আসিয়া, নবরচিত 'জাহাঙ্গীর' নাটকের ভূমিকা লিখিতে বসিয়া, বঙ্গীয় নাট্যশালার মধ্যযুগের সংস্কারক ও পরিচালক স্বনামখ্যাত স্বর্গগত অমরেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিতেছে। মনে পড়িতেছে—ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর, তিনি যখন নাট্য-সাধনা-কল্পে পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন আমারই প্রথম রচনা 'বাজীরাও' তাঁহার নূতন নাট্যশালার প্রথম ও প্রধান নাটকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল এবং তাঁহার সর্ব্বদিকপ্রসারিণী প্রতিভা তাঁহাকে পুনরায় সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্ররূপে নাট্যজগতের শ্রেষ্ঠস্থানে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল,—তিরোধানের দিন পর্য্যন্ত তাঁহার এই অপরাজেয় প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ ছিল,—আর তাঁহার সংশ্রবে, তাঁহার নাট্যশালার নিজস্ব নাট্যকাররূপে, আমার রচিত পরবর্ত্তী নাটকগুলিও প্রশংসিত ও জনপ্রিয় হইবাব সমুহ অবকাশ পাইয়াছিল। আবার,—তাঁহাব বিয়োগেব পর ঘটনাক্রমে আমাকেও ব্যথিত-হৃদয়ে নাট্যশালাব সংশ্রব পরিত্যাগপূর্ব্বক, বঙ্গের বাহিরে কার্য্যান্তরে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। এক যুগ পরে, বুঝিবা—আমার ভাগ্যাধিপতি বুদ্ধদেবের প্রেরণাতেই—পুনরায় নাটক রচনা ও রচিত নাটকখানিকে নাট্যশালার পাদপ্রদীপের পুরোভাগে প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছে,—এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রিয়দর্শন হৃদয়বান কর্ম্মবীর অমরেন্দ্রনাথের চির-মধুর-স্মৃতি আমার মানস-পটে জাগিয়া উঠিতেছে।

এক যুগ অজ্ঞাতবাসের পর সৌভাগ্যক্রমে যে নাট্যশালার সংশ্রবে আমি আমার এই নূতন নাটকখানি লইয়া উপস্থিত হইয়াছি,—বর্ত্তমানে যিনি তাহার পরিচালক,—দেখিতেছি তিনিও, বহুজনের ভাগ্যবিজড়িত একটি বিরাট নাট্যপ্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররূপে গুরুতর দায়িত্ব লইয়া

নাট্যসাধনায় নূতন ব্রতী,—এবং আমার এই নূতন নাটক 'জাহাঙ্গীর' তাঁহার নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত নাট্যশালার প্রথম নূতন নাটক স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। আমি যাঁহার নাম করিতেছি, তিনি আজ 'মনোমোহন' থিয়েটারের নূতন কর্ণধার হইলেও, নাট্যজগতে তিনি চিরপরিচিত,—এই অসাধারণ প্রতিভাশালী কর্ম্মবীরের সর্ব্বদিকপ্রসারিণী প্রতিভা ও নাট্যশালাসম্বন্ধীয় সর্ব্ববিষয়েই অভিজ্ঞতা অতুলনীয়! নট না হইয়াও—নাট্য-কলা-সম্বন্ধে ইঁহার একনটোপযোগী নৈপুণ্য, নাটক-প্রযোজনার অসামান্য কৃতিত্ব, দৃশ্যপট ও পোষাক পরিচ্ছদের পরিকল্পনাব ক্ষমতা, সর্ব্বোপরি অসাধারণ অধ্যবসায় ও শ্রমশক্তি-দর্শনে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমার এই নাটকখানি সকলদিক দিয়াই আজ যে জনসাধারণের প্রশংসা পাইয়াছে, তাহার মূলে এই দূরদর্শী শিক্ষিত-পটু অভিজ্ঞ কর্ম্মবীরের নিপুণ কর্ম্মশক্তি ও নিখুঁত সৌন্দর্য্যদৃষ্টির প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। জগতে যাঁহারা প্রতিভার বরপুত্র বলিয়া প্রতিষ্ঠান্বিত হন, তাঁহারা নামের বা যশের কাঙ্গাল নহেন, কিন্তু নাম ও যশঃ সাধারণ-ভাবেই তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং আমিও, এই নিরব কর্ম্মীর নাম উল্লেখ না করিলেও, নাট্যানুরাগী মাত্রেই উপরোক্ত কয়েক ছত্রেই তাঁহার পরিচয় পাইয়াছেন, তাহা বুঝিয়াও, আমার এই গ্রন্থের সহিত আমার আলোচ্য কর্ম্মবীর **শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ** মহাশয়ের নামটি উল্লেখ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

এই নাটকখানির আখ্যান-বস্তু প্রণয়নে ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যেই কল্পনা-সুন্দরীকে রক্ষা করিবার যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। বোম্বেটে পোর্ত্তুগীজ-কারাগারে মোগল-মহিলা, আগরার দরবারে বাঙ্গালীর আত্মপ্রকাশ, যোধপুরাধিপতি যশোবন্ত সিংহের জাহাঙ্গীরের শাসনকালে আবির্ভাব ইত্যাদি—কয়েকটি ঘটনা-সম্বন্ধে পাঠকগণের মনে সংশয়ের অবকাশ উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে,—

সাজাহানের সহধর্ম্মিনী মমতাজমহলের সহচরী যে অপহৃতা হইয়া বোম্বেটেদের হুগলীর কারাগারে নীতা হইয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। এ সম্বন্ধে The Indian Texts Series, Edited under the supervision of the Royal Asiatic Society গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"Some Portuguese saillied forth and seized two beloved female slaves of the Princess Taj-Mahal.* * *"

আগরার দরবারে বাঙ্গালীর উপস্থিতিও বিস্ময়জনক নহে,—বাঙ্গালীর অস্তিত্বও যখন মোগল-যুগে ছিল, তখন বাঙ্গালীও যে মোগল-দরবার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইতেন না, মোগলের সকল বিভাগেই বাঙ্গালীর অস্তিত্ব ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সুতরাং বাঙ্গালী নাট্যকারের পক্ষে, বাঙ্গালীকে সন্তর্পণে পরিহার না করিয়া—আখ্যান-বস্তুর অন্তর্গত করা বোধ হয় অস্বাভাবিক বা অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই। যোধপুরের তরুণ রাজা যশোবন্ত সিংহ ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী রাণী মহামায়ার প্রাথমিক চরিত্র এই নাটকে চিত্রিত হইয়াছে। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের অভিষেকোৎসবে যোধপুরাধিপতি গজসিংহ আগরার দরবারে উপস্থিত ছিলেন। গজসিংহ সম্রাটের কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিয়া জাহাঙ্গীরের শাসনকালে যুদ্ধক্ষেত্রেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ গজসিংহের পুত্র। ইনি বাদশাহ সাজাহানের রাজত্বকালে তাঁহার সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। সুতরাং বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও বাদশাহপুত্র সাজাহানের বিরোধকালে যশোবন্ত সিংহ যে শিশু ছিলেন না, ইতিহাসের অব্দ ধরিয়া হিসাব করিলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যে মাড়বার নর্ম্মদার যুদ্ধে সাজাদা সাজাহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই মাড়বারই উত্তরকালে বরাবর সাজাহানের সহায় ছিলেন। ইতিহাসের দিক দিয়া নাট্যকারের পক্ষে এই ইঙ্গিত যথেষ্ট।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর বিখ্যাত 'ওসমান খাঁ' যুবকরূপে উক্ত উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু ইতিহাসের বর্ণনানুসারে প্রতিপন্ন হয়—নবাব কতুলু খাঁর মৃত্যুকালে ওসমান খাঁ শিশু মাত্র !——বয়ঃক্রমগত এই অসামঞ্জস্যে উপন্যাসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই, একথা বলাই বাহুল্য।

এই নটকথানির অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত করিতে সর্ব্বান্তঃকরণে সহায়তা করিয়াছেন, মনোমোহনের অধ্যক্ষ-অভিনেতা স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) ও নাট্য-বিদ্ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। এজন্য আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কবিবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মজুমদার মহাশয় ও সঙ্গীত-বিশারদ কবি নজরুল ইসলাম সাহেব দুইখানি গান রচনাপূর্ব্বক সুর সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। এবং দৃশ্যপটের পরিকল্পনায় সহায়তা করিয়াছেন শিল্পীশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত চারু রায়।

নাটকথানির মুদ্রন সম্বন্ধে আমার পরম হিতৈষী সুহৃদ নাট্যানুরাগী ডাক্তার শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সকল দায়ীত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে অব্যাহতি দিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

উপসংহারে, মনোমোহন থিয়েটারের অভিনেতৃগণ যাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে এই নাটকখানির অভিনয়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা নেপথ্যে থাকিয়াও অভিনয়কে সুষ্ঠু করিতে নানাবিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ করিতেছি। ইতি
১০ই পৌষ, বড়দিন, ১৩৩৬

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকাশকের নিবেদন

তৃতীয় অভিনয় রজনীর পর 'জাহাঙ্গীর' নাটকের মুদ্রন আরম্ভ হয়। ৭।৮ দিনের মধ্যে এরূপ একখানি বৃহৎ নাটক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও নির্ভুলরূপে ছাপিয়া বাহির করা সম্ভবপর নহে। তত্রাচ সুবিখ্যাত 'ফাইন প্রিন্টিং ওয়ার্কসে'র সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দে মহাশয় এত অল্পসময়ের মধ্যে নাটকখানিকে ছাপিয়া বাহির করিয়া দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

পাঠকগণের নিকট নিবেদন এই যে, মুদ্রিত নাটকের কোনও কোনও দৃশ্যে দুই এক ছত্র বা সামান্য অংশবিশেষ নাট্যশালার অভিনয়ে যদি পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, তাহা সময়-সংক্ষেপ-জনিত বলিয়াই যেন তাঁহারা অনুমান করিয়া লন। মফস্বলে যাঁহারা এই নাটকের অভিনয় করিবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কোনও অংশ পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা নাই। এই সুদীর্ঘ নাটকের তৃতীয় রজনীর অভিনয়েও প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। নাট্যশালার বিধি অনুসারে পাঁচঘণ্টার মধ্যে অভিনয়-সমাপ্ত করিবার জন্য অর্দ্ধঘণ্টার অভিনয় সংক্ষেপ করিতে স্থান বিশেষে কিছু কিছু বর্জ্জনের হয় ত প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং এজন্য তাঁহারা নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষগণকে দায়ী না করিলে আমরা বাধিত হইব।

সৌখীন নাট্য-সমাজে মণিবাবুর নাটকের আদর প্রচুর। সৌখীন নাট্যসমাজের চিরপরিচিত স্বনামখ্যাত বি, দাস ইতিমধ্যেই এই নাটকের পোষাক পরিচ্ছদ ও দৃশ্যপটাদির ব্যবস্থাবিধানে অবহিত হইয়াছেন। নাট্যামোদী সমাজ এই সংবাদে প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই।

মণিবাবুর অন্যান্য নাটক—বাজীরাও, অহল্যাবাঈ, মাধবরাও, বারাণসী, ব্রতউদ্‌যাপন, মরুত্তযজ্ঞ, প্রভৃতি আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি। অন্যান্য নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকগণের গ্রন্থাবলীও যথানির্দ্দিষ্ট দরে আমরা বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

বিনীত—

ডাক্তার মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স

৬নং নেবুবাগান বাইলেন,

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

নাটকীয় চরিত্ররাজী।

পুরুষগণ

জাহাঙ্গীর ... ... ভারত সম্রাট।

সাজাহান }
পারভেজ } ... ... ঐ পুত্রগণ।
শারিয়ার }

মহাবৎ খাঁ ... ... ঐ সেনাপতি।

আসফ খাঁ ... ... ঐ মন্ত্রী।
(নুরজাঁহানের ভ্রাতা)

খাঁজাহান ... নুরজাঁহানের অনুগত মনসবদার, পরে মালবের নবাব।

যশোবন্ত সিংহ ... ... মাড়বারের তরুণ মহারাজা।

দারা }
সুজা } ... ... সাজাহানের পুত্রগণ।
আওরঙ্গজেব }

কাশীম আলী }
দরিয়া খাঁ } ... ... ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ।

সুন্দরলাল ... (বাঙ্গালী যুবক) ঐ বিশ্বস্ত অনুচর।

হুসিয়ার ... ... ঐ চর।

যোধপুরীদ্বয়, সরদারগণ, আমীর, ওমরাহ, সৈন্যগণ, খোজাআবদুল, বার্ত্তাবহ, রক্ষী, সৈন্যাধ্যক্ষগণ, রক্ষীগণ, নসীর বান্দা।

স্ত্রীগণ

নুরজাঁহান	... ...	ভারত সম্রাজ্ঞী।
মমতাজ	(আসফ খাঁর কন্যা) ...	সাজাহানের বেগম।
জাহানারা	... ...	ঐ কন্যা।
সতী-উন্নিসা	... ...	মমতাজের সহচরী।
লয়লী ...	নুরজাঁহানের পূর্ব্বস্বামী সের আফ্কনের* ঔরসজাত	কন্যা ও শারিয়ারের বেগম।
মহামায়া	... ...	যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী।
মণিজা	...	নুরজাঁহানের গুপ্ত বার্ত্তাবাহিকা। (লয়লীর শৈশব-সহচরী)

বাঁদীগণ, নর্ত্তকীগণ, রাঠোর কন্যাগণ, প্রহরিণী।

নেপথ্যের চরিত্র

এই নাটকের আখ্যানবস্তুর অন্তর্গত নেপথ্যে পরিকল্পিত কতিপয় চরিত্র পরিচয়—

রস্তম আলি—সাজাহানের অশ্বারোহী সেনাদলের অধিনায়ক। নর্ম্মদার যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক সসৈন্য মহাবৎ খাঁর সহিত যোগদান করে।

আলি মহম্মদ—সাজাহানের মন্সবদার, অর্থ-সংগ্রহ-ছলে সাজাহান-পরিবারের অলঙ্কাররাশি আয়ত্তপূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং সজাহানের দুর্দ্দিনে মউএর মুসাফিরখানায় বিপন্ন সাজাহানকে ধৃত করিবার প্রয়াস পায়।

---

* নুরজাঁহানের পূর্ব্ব-স্বামীর প্রকৃত নাম—সের আফ্কন্,—আফগান্ নহে।

দরাব খাঁ—বিখ্যাত বায়রাম খাঁর পুত্র। বিদ্রোহী সাজাহানের বিরুদ্ধে সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সাজাহানের পক্ষাবলম্বন করে এবং সাজাহান বাঙ্গালা বিজয় করিয়া ইহারই হস্তে বাঙ্গালার শাসনভার অর্পণপূর্ব্বক বঙ্গ বিহার হইতে সংগৃহীত নৌশক্তি ও গুরুভার সমর-সম্ভার সহ বারাণসীক্ষেত্রে তাঁহার সহিত যোগদান করিবার আদেশ দিয়া বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করেন। সাজাহানের প্রস্থানের পরই দরাব খাঁ সাজাদা পারভেজের প্ররোচনায় সম্রাট-পক্ষে পুনরায় যোগদান করে এবং পারভেজ তাঁহার হইয়া সম্রাটের নিকট দরাব খাঁর প্রাণভিক্ষা চাহিয়া পত্র প্রেরণ করেন।

মৌএর দুর্গাধীপ রাজা জগৎসিংহ—নর্ম্মদাযুদ্ধের পর ইনি সাজাহানকে সাহায্য করায়, সম্রাজ্ঞী নুরজাঁহান ইঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন; দুর্গাধীপ বন্দী হইয়া সম্রাজ্ঞীর নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া নিস্কৃতি পান। রোটাসগড়ে সর্ব্বস্বান্ত সাজাহান রুগ্ন ও বিপন্ন অবস্থায় মৌএর সীমান্তে আসিয়া এই সংবাদ প্রাপ্ত হন এবং পাছে তাঁহার পূর্ব্ব উপকারী দুর্গাধীপ তাঁহার উপস্থিতিতে অপ্রস্তুত হন, তজ্জন্য তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ না করিয়া, মুসাফিরখানায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানেই আলি মহম্মদ তাঁহাকে আক্রমণ করে।

ভীমসিংহ—মেবারের রাজপুত্র। ইনি সাজাহানের সহিত যোগদান করেন এবং নর্ম্মদার যুদ্ধে নিহত হন।

উদ্বোধন-রজনীতে 'জাহাঙ্গীর' নাটকখানিকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে যাঁহারা যথাশক্তি সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের পরিচয় নিম্নে বিবৃত হইল :—

অধ্যক্ষ	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)।
সহকারী অধ্যক্ষ	...	শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী।
সুর-সংযোজক	...	শ্রীরাধারমণ ভট্টাচার্য্য।
নৃত্য-শিক্ষক	...	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
হারমোনিয়াম বাদক	...	শ্রীচারুচন্দ্র শীল।
বংশী বাদক	...	শ্রীনেপালচন্দ্র রায়।
সঙ্গতী	...	শ্রীবনবিহারী পাল। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।
স্মারক	...	শ্রীগোবর্দ্ধন পাল। শ্রীপাঁচকড়ি সান্যাল।
জাহাঙ্গীর	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)।
সাজাহান	...	শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী।
যশোবন্ত সিংহ	...	শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
সুন্দরলাল	...	শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ।
আসফ খাঁ	...	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ।
খাঁজাহান	...	শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
পারভেজ	...	শ্রীব্রজেন্দ্র সরকার।
মহাবৎ খাঁ	...	শ্রীগণেশ গোস্বামী।
শারিয়ার	...	শ্রীবঙ্কিম দত্ত।
কাফি খাঁ	...	শ্রীঅনিলকুমার বিশ্বাস।

যোধপুরীদ্বয়	...	শ্রীহরিদাস ঘোষ। শ্রীসুশীলকুমার বসু।
দরিয়া খাঁ	...	শ্রীকালীচরণ গোস্বামী।
খোজা আবদুল	...	শ্রীকালীপদ গুপ্ত।
সৈন্যগণ সৈন্যাধ্যক্ষগণ সরদারগণ আমীর ওমরাহগণ খোজাগণ		শ্রীউপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমদনমোহন দত্ত। শ্রীকৃষ্ণধন কুণ্ডু। শ্রীপশুপতি চক্রবর্ত্তী। শ্রীবৈদ্যনাথ সেন। শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীহরিদাস ঘোষ। শ্রীসুশীলকুমার বসু। শ্রীগোষ্ঠবিহারী ঘোষাল। শ্রীহিরণকুমার গোস্বামী। শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নুরজাঁহান ... শ্রীমতী শশীমুখী।

হুসিয়ার ... শ্রীমতী ইন্দুবালা।

মমতাজ ... শ্রীমতী ঊষাবতী।

মণিজা ... শ্রীমতী সরযুবালা।

মহামায়া ... শ্রীমতী আশালতা।

জাহানারা ... শ্রীমতী শেফালিকা।

লয়লী ... শ্রীমতী নিরুপমা।

বাঁদী ... শ্রীমতী প্রমোদিনী।

প্রহরিণী ... শ্রীমতী কালীদাসী।

দারা ... শ্রীমতী মলিনাবালা

সুজা ... শ্রীমতী প্রমীলাবালা।

আওরঙ্গজেব ... শ্রীমতী আঙ্গুরবালা।

নর্ত্তকীগণ
রমণীগণ
রাঠোর কন্যাগণ

শ্রীমতী সন্তোষকুমারী।
শ্রীমতী ফুল্লনলিনী।
শ্রীমতী মণিবালা।
শ্রীমতী তারকবালা।
শ্রীমতী পটলমণি।
শ্রীমতী কমলাবালা।
শ্রীমতী রাধারাণী।
শ্রীমতী বীণাপাণি।
শ্রীমতী প্রমোদিনী।
শ্রীমতী কালীদাসী।
শ্রীমতী টিকুমণি।
শ্রীমতী সুশীলাবালা

জাহাঙ্গীর।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আগরা—আম দরবার।

[সিংহাসনে জাহাঙ্গীর—সিংহাসনের বেষ্টনীর নিম্নে একাংশে একখানি আসন রক্ষিত ;—অপরাংশে আসফ খাঁ, খুরম(সাজাহান), মহাবৎ, খাঁজাহান, আমির, ওমরাহ ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ দণ্ডায়মান]

জাহাঙ্গীর। সাহজাদা খুরম! তোমার বীরত্বে আজ মোগল সাম্রাজ্য গৌরবিত। তুমি মেবারের দাম্ভিক রাণাকে মোগলের মিত্রতায় আবদ্ধ করেছ; দুর্দ্ধর্ষ পাঠান-বীর মালেক আম্বরকে বিধ্বস্ত করে সমগ্র দাক্ষিণাত্য বিজয় করেছ। তোমারই সম্বর্দ্ধনার জন্য আমাদের এই বিশেষ দরবার। আমরা তোমাকে বিধিমতে পুরস্কৃত করব। এ পর্য্যন্ত এ দরবারে বাদসাহ-সিংহাসন সান্নিধ্যে কোনো সাজাদা আসন পায় নি! আজ থেকে তুমি আর খুরম নও; তোমার সম্রাটদত্ত নাম—সাজাহান। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি আমরা, তুমি তোমার নামের সম্মান ও গৌরব যেন রক্ষা করতে পারো। এ আসনে এস সাজাহান।

সাজাহান। মহিমাময় সম্রাটের এ অসীম অনুগ্রহে নফর ধন্য হল।

(সাজাহানের আসন গ্রহণ—নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

শারিয়ারের প্রবেশ।

শারিয়ার। জাঁহাপনা! (অভিবাদন)—(সাজাহানকে সম্রাট সান্নিধ্যে আসনোপবিষ্ট দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ)

জাহাঙ্গীর। শারিয়ার! এসো। (শারিয়ারের বিস্মিতভাব লক্ষ্য পূর্ব্বক) কিন্তু ওকি,—বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে কি দেখছ?

শারিয়ার। মোগল-দরবারে আজ হঠাৎ এ বৈচিত্র্য কেন জাঁহাপনা? যা কখনো হয় নি, সম্রাটের আসনের পার্শ্বেই সাজাদা খুরম আসীন!

জাহাঙ্গীর। ওঃ বুঝিছি। কিন্তু শারিয়ার, সাজাদা খুরম আজ থেকে সাজাহান! সাজাহান কথার অর্থ জান ত? হাঁ,—আর মোগল দরবারের এই বৈচিত্র্য কেন? তারও উত্তর শোনো,— মোগল সাম্রাজ্যের এই যুবরাজ, সত্যই এমন অঘটন সংঘটন করেছে, কোনো মোগল সম্রাট এ পর্য্যন্ত যা করতে পারে নি। এই সাজাহান গর্ব্বিত মেবারকে মোগলের বাধ্য করেছে, সমস্ত দাক্ষিণাত্যে মোগলের বিজয় পতাকা উড়িয়ে এসেছে; তাই তার প্রতি এই বিচিত্র ব্যবহার! বুঝলে? এখন তোমার কি সংবাদ বল। কি মনে করে হঠাৎ তুমি সীমান্ত থেকে রাজধানীতে ফিরে এলে বিনা এত্তেলায়?

শারিয়ার। আমি সম্রাট দববারে এক দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি।

জাহাঙ্গীর। কবির মুখে দুঃসংবাদ বড়ই ভয়ঙ্কর কথা! ভাল, ভূমিকা না করে সংক্ষেপেই দুঃসংবাদটা বলে ফেলো, আমরা আশ্বস্ত হই।

শারিয়ার। আমাদের সমস্ত সৈন্য কান্দাহারে বিধ্বস্ত হয়েছে।

জাহাঙ্গীর। আপদ চুকে গেছে।

মহাবৎ। সমস্ত সৈন্য বিধ্বস্ত?

শারিয়ার। ফিরে এসেছে হাজারের কম, তোপখানা ধরা পড়েছে; আর—

জাহাঙ্গীর। তোমার কবিতার দপ্তরখানা বেঁচে এসেছে তো? যাও, এবার যমুনাপুলিনে বসে কান্দাহার মহাযুদ্ধের এক মহা কাব্য লিখতে আরম্ভ কর, আমি তোমাকে তার দু একটী উপাদানও সংগ্রহ করে দেব। তোমার কাব্যে বেশ প্রাঞ্জল ভাবে আঁকবে। মোগল-সাম্রাজ্য-সুন্দরীর চরণ দুখানি দক্ষিণাপথে—ভারত মহাসমুদ্র স্পর্শ করতে ক্রমশই এগুচ্ছে,—বড় বড় পাহাড় দুর্গ প্রদেশ সে যুগল পায়ের তাড়নায় কেঁপে উঠছে—ভয়ে বিস্ময়ে সকলে কুর্নিশ করে তার পথ ছেড়ে দিচ্ছে,—আর সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সীমান্তে—যেখানে এই সুন্দরীর চুলগুলো মেঘের মত ছড়িয়ে পড়েছে, আমাদের কুটুম্ব পারস্যপতি, সেই চুল টেনে ধরে—কসে পয়জার মারছে! কেমন কাব্য হবে বলত কবি?

দরবাররক্ষীগণকে অতিক্রম পূর্ব্বক
সুন্দরলালের বেগে প্রবেশ।

সুন্দর। জাঁহাপনা—জাঁহাপনা—রক্ষা—ক্ষমা—অভয়—

(সভাস্থ সকলের বিস্ময়গুঞ্জনধ্বনি—প্রহরীগণের চঞ্চল্য)

জাহাঙ্গীর। একি! এযে আলোচ্য কাব্যের এক অপূর্ব্ব পর্ব্ব দেখছি হে!

সুন্দর। দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা! আমি সেই মহামহিমাময় দিল্লীশ্বরের সম্মুখে! হে সম্রাট! দূর বাঙ্গালা থেকে আমি এসেছি—গুরুতর অভিযোগ নিয়ে!

আসফ। জাঁহাপনা! একে বন্দী করতে আজ্ঞা হোক;—এ ব্যক্তি সম্রাট দরবারের আদব কায়দা না মেনে—

সুন্দর। আপদে বিপদে আদব কায়দা না মানা ভুল হতে পারে—দোষ নয়; ভুল ভগবানেরও হয়, আমি ত মানুষ।

জাহাঙ্গীর। সাবাস! বেশ বলেছ বাঙ্গালী। ভাল, কি তোমার আর্জ্জী শুনি?

সুন্দর। জাঁহাপনা! দরবারের আদব কায়দার ত্রুটী আমার মার্জ্জনা করতে আজ্ঞা হোক। নফরের নাম সুন্দরলাল; নিবাস হুগলী। সম্রাট! আমি সুবে বাঙ্গলার এলেকায় হুগলীতে পর্ত্তুগীজ বোম্বেটের কারাগারে বন্দী হয়েছিলেম।

জাহাঙ্গীর। কি অপরাধে?

সুন্দর। তা জানি না জাঁহাপনা! নিত্যই শত শত বাঙ্গালী নরনারী বোম্বেটের কারাগারে বন্দী হয়,—কেন তা তারা জানে না। বাংলা ছারখার করছে এই বোম্বেটের দল;—বাংলার শাসন-কর্ত্তা নিরব নিশ্চল; বাঙ্গালী জানে—এই বুঝি তাদের বিধিলিপি। বিধির বিধানে আমিও বন্দী হয়েছিলেম; আরো অনেকে হয়েছিল; কিন্তু তাদের মধ্যে এমন এক বন্দিনী গিয়েছিল—যাঁর নাম শুনলে এই দরবার স্তব্ধ হবে।

জাহাঙ্গীর। বটে—তবে তার নামটা প্রকাশ করে এখনি আমাদের স্তব্ধ করত বাঙ্গালী!

সুন্দর। বলব সম্রাট! তিনি সম্রাটেরই রঙ্গমহলের—এক মহিমময়ী নারী—

জাহাঙ্গীর। হুসিয়ার বেয়াদপ!

সুন্দর। জাঁহাপনার অভয়বানী পেয়ে—অপ্রিয় সত্য বলেছি। সেই রমণীকে উদ্ধার করবার জন্য বোম্বেটের কারাগার থেকে পালিয়ে এসেছি—সম্রাটকে এই সমাচার দিতে। এই আগরা থেকেই বোম্বোটেরা তাঁরে ধরে নিয়ে গেছে।

জাহাঙ্গীর। হুঁ? তার নামটাও তোমার মুখে শুনি তাহলে!

সুন্দর। সাজাদী সতীউন্নিসা—

সাজাহান। সে কি!

জাহাঙ্গীর। আসফ খাঁ—

আসফ। সম্রাট! মার্জ্জনা করতে আজ্ঞা হয়—কিছুকাল হতে সতী-উন্নিসা নিরুদ্দিষ্টা—

সাজাহান। আমি এই রকমই একটা কিছু আশঙ্কা করেছিলেম। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে—মোগল-সম্রাটের পবিত্র হারেম থেকে পুরমহিলা নিরুদ্দিষ্টা হয়, আর—

জাহাঙ্গীর। ব্যস্ত হয়ো না সাজাহান—আগে সব শুনতে দাও। আসফ খাঁ—এ সংবাদ এতদিন আমাকে জ্ঞাপন করা হয় নি কেন?

আসফ। স্বয়ং নুরজাঁহান—

জাহাঙ্গীর। সম্রাজ্ঞী বল আসফ খাঁ—

আসফ। মার্জ্জনা করবেন সম্রাট—সম্রাজ্ঞী স্বয়ং সে ব্যবস্থার ভার নিয়েছেন—

জাহাঙ্গীর। ব্যস্—তবে আর চাই কি! স্বয়ং সম্রাজ্ঞী যে ভার গ্রহণ করেছেন, সে সম্বন্ধে আর কার কি করবার থাকতে পারে—

সাজাহান। মাফ্ করবেন সম্রাট—সম্রাজ্ঞী সতীউন্নিসার অনুসন্ধানের ভার গ্রহণ করেছেন শুনে—আমার আশঙ্কা আরো দৃঢ়তর হল!

জাহাঙ্গীর। কারণ?

সাজাহান। কারণ প্রকাশ্য দরবারে বলবার নয়—

জাহাঙ্গীর। সে কি! তোমার উক্তিতে স্পষ্টই প্রকাশ পাচ্ছে, তুমি সম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাও। হয়, তুমি তোমার উক্তি প্রত্যাহার কর; নচেৎ, তোমার যা বক্তব্য—এই প্রকাশ্য দরবারেই ব্যক্ত কর।

সাজাহান। যে কারণেই হোক, পারস্যের এক মহাসম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা—মোগল-অন্তঃপুরচারিণী—আজ বোম্বেটের হস্তে বন্দিনী!—

সম্রাট !—বিজয়ীর যে পরিচ্ছদে আগরায় পদার্পণ করেই দরবারে প্রবেশ করেছি—সেই পরিচ্ছদেই আমার সর্ব্ববিজয়ী সৈন্যদল নিয়ে আমি বাঙ্গালায় বোম্বেটে দমন করতে চললেম। যুবক, আমার সঙ্গে এস—

জাহাঙ্গীর। সবুর! সাজাহান—তুমি ভুলে যাচ্ছ এটা তোমার সুবেদারীর সদর নয়,—এ বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবার—

সাজাহান। সম্রাট—মার্জ্জনা করবেন!—সত্যই এ যদি আগেকার সেই সর্ব্বশক্তিমান আত্মনির্ভরপরায়ণ—বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবার হত, তাহলে এত বড় একটা অনাচার—এমন একটা লজ্জাপ্রদ ব্যাপার—এ রাজধানীতে ঘটতে পারত না, কিম্বা—একজন বাঙ্গালী এভাবে মোগল-দরবারে এসে—তার সম্মানে আঘাত করবার অবকাশ পেত না।

জাহাঙ্গীর। তাহলে এ দরবারটা কার শুনি?

সাজাহান। আপনি কি তা জানেন না সম্রাট? আপনি না জানলেও, ভারতবাসী সকলেই জানে—কার তর্জ্জনী সঙ্কেতে মোগল সাম্রাজ্য এখন পরিচালিত হচ্ছে;—স্বয়ং সম্রাটও—গোস্তাফী মাফ করবেন—সেই তর্জ্জনীর দাস! নইলে, এই সতীউন্নিসার অন্তর্দ্ধান দরবারে—অপ্রকাশ থাকত না, বা—এতদিন তার উদ্ধার সাধনে বিলম্ব হত না—

জাহাঙ্গীর। স্বয়ং সম্রাজ্ঞী যে ভার গ্রহণ করেছেন, তার সম্বন্ধে তোমার উক্তি অত্যন্ত অন্যায়। তুমি অযথা সম্রাজ্ঞীর কার্য্যে দোষারোপ করছ। দরবার জ্ঞাত আছেন যে, স্বয়ং সম্রাজ্ঞীই বিজয়ীপুত্রের অভ্যর্থনার এই বিপুল আয়োজন করেছেন, অথচ সম্রাট পুত্রই তাঁর প্রতি দোষারোপ করতে কুণ্ঠিত নন। সাজাহান—আমি

তোমায় পুনরায় সাবধান করছি—হয়, তুমি তোমার উক্তি প্রত্যাহার কর, নচেৎ তোমার এ উক্তির জন্য সম্রাজ্ঞী অভিযোগ উপস্থিত করলে—আমাকে ন্যায্য বিচার করতে হবে।

[বাতায়নের পরদা অপসারিত হইল
নুরজাঁহান প্রকাশ পাইলেন]

নুরজাঁহান। কিন্তু তার পূর্ব্বে দরবারে আমি আমার কার্য্যের কৈফিয়ৎ দিতে চাই। সতীউন্নিসা আমারই আত্মীয়া, তার অপহরণ আমারই লজ্জার কারণ। এ লজ্জাব কথা অপ্রকাশ রাখতে আমিই আদেশ করেছিলেম। আজ ঘটনাচক্রে তা প্রকাশ পেলে। সম্রাটপুত্র হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে আমার সম্বন্ধে অন্য ধারণা পোষণ করেছেন। সতীউন্নিসা বোম্বেটের হস্তে বন্দিনী, এ সংবাদও আমার নিকট অবিদিত নয়। তার উদ্ধারের যথাযোগ্য ব্যবস্থা আমি নিজেই করেছি।

জাহাঙ্গীর। শুনলে সাজাহান—বুঝতে পেরেছ তুমি শাস্তির যোগ্য!

নুরজাঁহান। উদ্ধত বিজয়ী বীরপুত্রের উপর বীরের কাম্য আরো কঠোর দায়ীত্বের ভার তুলে দিন সম্রাট! ভাগ্যবান বীরের তাই উপযুক্ত শাস্তি।

জাহাঙ্গীর। অর্থাৎ—

নুরজাঁহান। সম্রাট! বীরপুত্র উদ্ধত হলেও, তার বীরত্বের জন্য সে চিরদিনই শ্লাঘার পাত্র।—আপনার প্রিয়তম পুত্র—আমার জামাতা—এই সাজাদা শারিয়ার কান্দাহার শত্রুহস্তে তুলে দিয়ে, সমস্ত সৈন্তবল হারিয়ে ম্লানমুখে এ দরবারে ফিরে এসেছে। শত্রু হাসছে; তাদের উল্লাস আজ সাজাদা সাজাহানের বিজয়-গৌরবকেও ম্লান করে দিয়েছে। যদিও সাজাদা চিরদিন

আমাকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখেন, কিন্তু আমি তাঁকে মোগল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ গৌরব ভেবে স্নেহের চক্ষেই দেখি। আজ এ দরবারে সাজাদার এ আচরণে আমি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ নই। সাজাদা সাজাহানের উপর আমার কোন অভিযোগ নাই।

জাহাঙ্গীর। স্নেহাস্পদের প্রতি ভারতসম্রাজ্ঞীর অসীম করুণার তুলনা নাই। সাজাদা সাজাহান! তুমি সত্যই ভাগ্যবান; তোমার প্রতি মহীয়সী সম্রাজ্ঞীর কি গভীর স্নেহ তা যেন অনুভব করতে অন্ধ ধারণার বশবর্ত্তী হয়ো না বৎস! হাঁ, তাহলে এখন আর তোমার আকাঙ্ক্ষায় সম্মতি দিতে আমার আপত্তি নাই। এই বোম্বেটেদের স্পর্দ্ধা চূর্ণ করা অবিলম্বেই কর্ত্তব্য বটে! ঐ সাহসী সংবাদদাতার নিকট সমস্ত তত্ত্ব অবগত হয়ে সাজাদা সাজাহান, তুমি বাঙ্গালায়—

নুরজাহান। সম্রাট! আমার বক্তব্য যে এখনো সমাপ্ত হয় নি!

জাহাঙ্গীর। তাই নাকি! তাহলে ত সম্রাজ্ঞীর উক্তির উপসংহারটা আগেই আমাদের শুনে নেওয়া উচিত।

নুরজাঁহান। সাজাদা সাজাহানের খ্যাতিময় গৌরব যাতে আরো অধিকতর উজ্জ্বল হয়—তার উপায় করতে জাঁহাপনার আজ্ঞা হোক। সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বীরের উপর তুচ্ছ দস্যুদলনের ভার অর্পণ করলে তাঁর শৌর্য্যের অবমাননা হয়! শুধু তাই নয়,— বিনা কারণে বাঙ্গালার বর্ত্তমান সুযোগ্য সুবেদার নবাব ইব্রাহিম খাঁকেও অকর্ম্মন্য সাব্যস্ত করা হয়। সাজাদার যখন আপত্তি, তখন সতীউন্নিসার উদ্ধারের দায়ীত্ব আমি আর নিজে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করি না। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালার নবাবের উপর পরোয়ানা পাঠান হোক—যে অবিলম্বে বোম্বেটের কবল থেকে সতীউন্নিসাকে উদ্ধার করে তাদের যথাযোগ্য শাস্তি

দেওয়া হয়। আর সাজাদা সাজাহান সম্বন্ধে আমার এই প্রার্থনা সম্রাট—এই বীরত্বাভিমানী পুত্র যে বিজয় পরিচ্ছদে তুচ্ছ বোম্বেটে দলনে বাঙ্গলায় যাচ্ছিলেন, সেই পরিচ্ছদে সেই উদ্যমে এখনি তিনি কান্দাহারে বিজয়-অভিযান করুন। তাঁর এই অভিযানে আমি রত্নখচিত তরবারি উপহার দিয়ে তাঁর সম্মান বর্দ্ধন করব।

[পরদা পড়িয়া গেল ও নুরজাঁহান অদৃশ্য হইলেন।

জাহাঙ্গীর। দেখছ আসফ খাঁ, তোমার জামাতার কি সৌভাগ্য! চরম শাস্তির স্থলে কি চমৎকার পুরস্কার!

সাজাহান। হাঁ সম্রাট, চমৎকার পুরস্কারই বটে!

(জনৈক সুসজ্জিতা বাঁদী স্বর্ণপাত্রে তরবারি অনিয়া ধরিল)

বাঁদী। সাজাদা! সম্রাজ্ঞীর উপহার।

সাজাহান। (তরবারি তুলিয়া লইয়া অবজ্ঞায় দূরে নিক্ষেপ করিলেন)

খাঁজাহান } (স্ব স্ব তরবারি নিষ্কাষণ পূর্ব্বক) বেয়াদপ!
শারিয়ার }

সাজাহান। আমি সাজাহান—(নিজ তরবারি প্রদর্শন পূর্ব্বক) এই আমার সম্রাটের দান; আমি এর সম্মান করি।

জাহাঙ্গীর। সাজাহান!

সাজাহান। সম্রাট! শুনেছি, সিংহাসনের এমন শক্তি আছে, যাতে বসলে বেহেস্তের আলো চোখের ওপর প'ড়ে—অন্তর্দৃষ্টি ফুটিয়ে তোলে! সেই সিংহাসনে হে সম্রাট, আপনি আজ অধিষ্ঠিত! যদি আপনার অন্তর্দৃষ্টি সমস্ত জটিল রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে অক্ষম হয়, তাহলে বুঝব—আপনি বেহেস্তের আলো দেখেন নি। সম্রাট! আমার ঐ—এক কথা—আমি স্বয়ং বাঙ্গালায় যাব; কান্দাহারের চক্রান্তে আত্মনিয়োগ করতে আপাততঃ আমি অক্ষম।

জাহাঙ্গীর। বিলক্ষণ! তাকি কখনো হতে পারে তীক্ষ্ণদৃষ্টি পুত্র! এখন আমাদের পিতা পুত্রের কথা, তোমাকে পুত্র বলে সম্ভাষণ করছি। তুমি সাজাহান সম্রাট পুত্র; সুতিকাগার থেকেই স্বর্ণ চামচ মুখে দিয়ে সম্রাটের অনুগ্রহপুষ্ট! শিক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠা, শক্তির প্রসার, এক একটা প্রদেশের শাসন ভার—সম্রাট-পিতার দয়ায় সহজেই করায়ত্ত্ব করেছ, এ সব পাবার জন্য কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করতে হয় নি; সহায়হীন দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করে অসি মাত্র সম্বল করে ঘোর জীবন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যদি আজ এইখানে এসে উঠতে,—তাহলে সম্রাটের সামনে দাঁড়িয়ে এ স্পর্দ্ধা তোমার পক্ষে শোভা পেত। মোগল সম্রাটের সর্ব্বজয়ী সৈন্য, অফুরন্ত অর্থ, বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠাব আশ্রয় নিয়ে এ স্পর্দ্ধা তোমার সাজে না সাজাহান! বাঙ্গালায় গিয়ে বীরত্ব প্রকাশের ইচ্ছাটা—সম্রাট-পিতার সাহায্য ত্যাগ করে আত্মশক্তির সাহায্যেই করে দেখ না!

সাজাহান। সম্রাটের যদি এই ইচ্ছা হয়, তাহলে তাইই করব। মেহেরবান পিতা! আপনার দেওয়া নাম, আর আপনার এই দান (তরবারি দেখাইয়া) এই দুয়ের সাহায্যে শুধু বোম্বেটে বিজয় কেন, আপনার এই সিংহাসন পর্য্যন্ত—

জাহাঙ্গীর। মুখ বন্ধ কর বেয়াদপ! তোমার জ্যেষ্ঠ খস্রুর শোচনীয় পরিণাম মনে করে স্তব্ধ হও। যে জাহাঙ্গীর গুণীর গুণ দেখে কোলে আদরে আশ্রয় দিতে জানে,—সেই আবার দোষ দেখলে, কোল থেকে তুলে—ঘাতকের তীক্ষ্ণ খড়্গের কোলে তাকে ছুঁড়ে ফেলতেও পারে—এটা যেন তোমার মনে থাকে! আর আমার শেষ আদেশ শোনো,—তোমাকে কান্দাহারেই যেতে হবে—বাঙ্গালায় নয়। মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব আগে;

মোগল-হারেমের এক নগণ্যা বাঁদীর জন্য মোগল রাজকুমারের মস্তিষ্ক চালনার এখন কোন আবশ্যক নাই। বিবেচনার জন্য তোমায় তিন দিন অবসর দেওয়া গেল। মনে রেখো সাজাহান— চতুর্থ দিনের উষায় সাজাহান চালিত মোগল-বাহিনী শারিয়ারের পরাজয়-অপমানের প্রতিশোধ নিতে কান্দাহার অভিযান করবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রঙ্গমহলের চত্বর।

বাঁদীগণ

গীত।

রঙ্গমহলে গো রঙ্গমশাল মোরা
আমরা রূপের দিপালী!
রূপের কাননে আমরা ফুলদল
কুন্দ মল্লিকা শেফালি (ওগো!)

১মা।— রূপের দেউলে আমি পূজারিনী
২য়া।— রূপের হাটে মোর নিতি বিকিকিনি
৩য়া।— নৌবতে আমি প্রাতে আশাবরী
৪র্থা।— আমি সাঁজে কাঁদি ভুপালী!
(কোরাস্) রংমহলে গো ইত্যাদি—
৫মা।— আমি সরম-রাঙ্গা চ'খের নেশা
৬ষ্ঠা।— লাল সরাব আমি আঙ্গুর-পেশা
৭মা।— আঁখিজলে গাঁথা আমি মতিমালা
সকলে।— দীপাধারে মোরা প্রাণজ্বালি।

তৃতীয় দৃশ্য।

আগরা—খাসমহল

আরাম আসনে জাহাঙ্গীর আসীন,
তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া
জাহানারা, দারা ও সুজা।

জাহানারা। দাদু, আর আমরা তোমার পাকা চুল তুলতে আসব না।

জাহাঙ্গীর। ও! বটে! মা বারণ করেছে—না?

দারা। মা কেন বারণ করতে যাবে!

সুজা। আমাদের মা তেমন নয়!

জাহাঙ্গীর। তবে বুঝি বাবা বারণ করেছে?

দারা। বোয়ে গেছে বাবার বারণ করতে! আমরা তো তোমার কাছে আসতে চাইছিলুম না—বাবাইত বরং বললেন—যাও, দাদুর সেবা করগে।

জাহাঙ্গীর। আজ দাদুর ওপর তোমাদের হঠাৎ এ গোস্মার কারণ?

জাহানারা। তুমি আমাদের বাবাকে বকেছ কেন?

জাহাঙ্গীর। বলিস কি রে শালি! কখন তোদের বাপকে বকলুম?

জাহানারা। হুঁ! কখন আবার বকলুম! যেন জানেন না কিছু!

জাহাঙ্গীর। আমি তো তোদের বাপকে খুব আদরই করেছি রে! মান দিয়েছি, খেলাৎ দিয়েছি, ইজ্জৎ তার বাড়িয়েছি—

জাহানারা। আবার সঙ্গে সঙ্গে বেইজ্জতও করেছি—মাথায় তাজ পরিয়ে দিয়ে, পরণের কাপড়খানা টেনে কেড়ে নিয়েছি—

জাহাঙ্গীর। ওরে শালি! তুই ত বড় কেওকেটা নস্ দেখছি! তোর পেটে এত কথা! তা, তোর সে যোগ্য জুড়িদারটী কোথায়? সেই শালা আওরঙ্গজেব? সে বুঝি গোঁষাঘরে আশ্রয় নিয়েছে? সে শালা এখানে থাকলে আমার টুঁটি চেপে ধরত!

সুজা। এখন আমরা তিনজনে যদি তোমার টুঁটি চেপে ধরি ?

জাহাঙ্গীর। ধরনা দেখি! সে সাহস তোদের কই ? সে শালার আছে! শালা একটা চীজ্—যেমন এই শালি।

জাহানারা। আমি তোমার কি করেছি যে কেবলি শালি শালি করছ! আমার কষ্ট যদি বুঝতে—

জাহাঙ্গীর। কি কষ্ট তোর শুনি ?

জাহানারা। দু বছর পরে বাবা ফিরে এসেছেন! এই দু বছরের ভিতর এমন দিন আসেনি যেদিন বাবার জন্য না কেঁদেছি ; মন পড়ে থাকতো বাবার কাছে। স্বপ্নে বাবার সঙ্গে কথা কইতুম ; তোমার পাকা চুল তুলতে তুলতে বাবার জন্যে কাঁদতুম, চোখের জলে তোমার মাথা ভিজে যেত, তুমি চমকে উঠতে ; আমাকে ভোলাতে কত! সেই বাবা আমার ফিরতে না ফিরতে, নিষ্ঠুর! তুমি তাকে কান্দাহারে তাড়িয়ে দিচ্ছ!

জাহাঙ্গীর। ওরে কে আছিস্—শীগগীর আয়।

হুঁসিয়ারের প্রবেশ

সরবৎ—সরবৎ—আমার সরবৎ! (ইঙ্গিত করণ)—বুঝেছিস।

[ইঙ্গিতে বুঝিবার ভঙ্গি করিয়া হুঁসিয়ারের প্রস্থান]

জাহানারা। দুঃখেতেও তোমার দুষ্টুমি দেখে হাঁসি পায় দাদু! ইসারাটা বুঝি আমরা বুঝতে পারিনি! সরবৎ, না মদ!

জাহাঙ্গীর। দূর শালি! মদ কিরে! সুধা বল্—

দারা। সুধা না সুরা! দাদু এটা তোমার ভারি দোষ—

[হুঁসিয়ারের মদ্যপাত্র হস্তে প্রবেশ ও প্রদান]

জাহাঙ্গীর। (এক চুমুক পান করিয়া)—এবার দিল খোস! হ্যাঁ কি বল্‌ছিলিরে শালা—(পান)

দারা। কোরাণে লেখা আছে—সুরা পান পাপ।

জাহাঙ্গীর। বেসক্!—সুরায় পাপ রে শালা—সুধায় নয়। এ হচ্ছে সুধা (পান)

জাহানারা। অর্থাৎ—বাদশা খেলেই সুধা, আর প্রজায় খেলেই—সুরা! কি বল দাদু।

জাহাঙ্গীর। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—এ শালির সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা ভার! আবুল ফজলের মত একটা জবরদস্ত লড়ায়ে কবির সঙ্গে তোর সাদি—(মদ্যপান)

জাহানারা। আমার সাদির জন্য তোমাকে ভাবতে হবেনা দাদু! আমি সাদি কখন করবই না!

জাহাঙ্গীর। বলিস্ কিরে? সত্যি নাকি?

জাহানারা। বাদশার ঘরে কেউ যেন কখন সাদি না করে।

জাহাঙ্গীর। কেন রে?

জাহানারা। সাদি হলেই ত ছেলে পুলে হবে। যেখানে ছেলে পুলের উপর বাপের মায়া মমতা নাই, সেখানে ছেলে পুলে কেন? সাদির দরকার?

জাহাঙ্গীর। ছেলে পুলের উপর বাপের মায়া মমতা নেই কিরে?

জাহানারা। তার সাক্ষী ত তুমি!

জাহাঙ্গীর। ওঃ! (পান)

আওরঙ্গজেবের দ্রুত প্রবেশ।

আওরঙ্গ। দাদু! দাদু! (মদ্যপান রত দেখিয়া ঘৃণায়) উঃ!

জাহাঙ্গীর। কি রে শালা,—তোর কি খবর! মুখখানা কুঁচকে দাঁড়ালি যে?

আওরঙ্গ। হুঁসিয়ার দাদু! মা—আমার মা—এখানে আসছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে। হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার!

জাহাঙ্গীর। বলিস্ কি রে! (হুঁসিয়ারের প্রতি) এই—সব সরা, সরা—জলদি—

সুজা। হুঁ—এইবার ? কেমন মজা !

আওরঙ্গ। লজ্জা দেখে আর বাঁচিনা ! যে মদ খায় তার আবার লজ্জা !

[মদ্য পাত্রাদি লইয়া হুঁসিয়ারের প্রস্থান।

জাহাঙ্গীর। তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলিরে ?

আওরঙ্গ। কোরাণ পড়ছিলুম।

মমতাজমহলের প্রবেশ।

মমতাজ। বাবা !

জাহাঙ্গীর। এস আমার মা এস। কি মনে করে মা ? কি আর্জ্জী ? ওরে তোরা বাইরে যাতো ! (আওরঙ্গজেবের দিকে চাহিয়া সহাস্তে) এ শালার চোখের ভিরকুটি দেখ ! শালা এক চীজ্ !

[জাহানারা প্রভৃতির প্রস্থান।

মমতাজ। বাবা ! রাজ্যে একটা বিপ্লবের লক্ষণ দেখে আপনার কাছে তার প্রতিকার ভিক্ষা করতে এসেছি।

জাহাঙ্গীর। বিপ্লব ! আমার রাজ্যে ! তুমি তার লক্ষণ দেখছ মা ? কই আমি তো তার কোন চিহ্নই দেখিনি।

মমতাজ। বাবা, বিপ্লব যখন প্রকট হয় ? তখন তা সকলেই দেখতে পায় ! কিন্তু সেই বিপ্লবের সূচনা যখন মেঘের মত পূঞ্জীভূত হতে থাকে, তখনই সূক্ষ্মদর্শী রাজার দিগন্তবিসারী দৃষ্টি তার উপর পড়ে।

জাহাঙ্গীর। তা হতে পারে। কিন্তু আমি আমার সূক্ষ্মদৃষ্টি অনেক দিন হারিয়ে বসে আছি যে মা, কাজেই কিছুই জানতে পারিনি। ভাল, এ আসন্ন বিপ্লবের মেঘখানা কোথায় পুঞ্জীভূত হচ্ছে বল ত মা শুনি !

মমতাজ। কালকের দরবারে বসেও তা আপনি দেখতে পাননি বাবা !

জাহাঙ্গীর। আচ্ছা—দাঁড়াও; হুঁ—এতক্ষণ কথাটা খোলসা হল বটে। তা হলে এখন আমাকে বোধ হয় এইটেই বুঝতে হবে, যে বিপ্লবের কথা তুমি তুলেছ তার কর্ত্তা হচ্ছেন তোমার দিগ্বিজয়ী স্বামী, আর তার সমাচার দিতে পাঠিয়েছেন তোমাকে,—কেমন?

মমতাজ। বাবা, আপনি অমন চরমে যাবেন না, আমার কথাটা ধীর ভাবে বুঝে দেখুন।

জাহাঙ্গীর। ধীর? এর চেয়ে আরো কি বেশী ধীর হতে বল আমাকে? এই রক্তে যার জন্ম, পয়জারের কাছে যার স্থান, সে কিনা তলোয়ার খুলে চোখ রাঙ্গিয়ে আমার সঙ্গে স্পর্দ্ধার কথা কয়! তাও সহেছি। কেন সহেছি জান? গাঢ় পুত্রস্নেহে এ বক্ষ আচ্ছন্ন বলে!

মমতাজ। ক্ষমা করুন বাবা, ক্রুদ্ধ হবেন না; আপনি তো তাঁর প্রকৃতি জানেন।

জাহাঙ্গীর। জানি না! আমার সেই উদ্ধত উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিমানী পুত্রের প্রকৃতি আমি জানি না! জানি বলেই তাকে উচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছিলেম। কিন্তু আমি, শুধু আমি তাকে জানলে কি হবে? সে ত আমাকে আর জানে না, জানতে চায় না, জানা আবশ্যক বলে মনে করে না।

মমতাজ। বাবা! অমন কথা বলবেন না।

জাহাঙ্গীর। প্রতিবাদ ক'রনা মা, তুমি এর তত্ত্ব জান না। ক্ষমতাবান ছেলে মানুষ হয়েই মনে করে তার জেদই বড়; বাপের কর্ত্তব্য তার প্রকৃতি বুঝে চলা! আর সেই ছেলের যে জন্মদাতা—সে মনে করে—পয়জার চিরদিনই পয়জার, সে তাজ নয়—পায়ের তলাতেই থাকে! এইখানে বৈষম্য!

মমতাজ। এ হচ্ছে পিতা পুত্রে জেদের লড়াই! এ কি ঠিক বাবা! ছেলে শুধু বাপের ঐশ্বর্য্যের অধিকারী নয়—তাঁর প্রকৃতিরও; একজন জেদ খাটো না করলে, সে সংসারে কখনো শান্তির প্রতিষ্ঠা হতে পারে না বাবা!

জাহাঙ্গীর। তা বলে ছেলে বাপের উপর ভ্রুকুটী করে জেদের ঝাঁজ দেখাবেন, আর বাপ তা মেনে নিয়ে হাসি মুখে কুর্নিশ করবেন—সে দিন এখনো দুনিয়ায় আসেনি মা! থাক এ সব কথা—তুমি কি বলছিলে মা? হাঁ, আমিই ভূমিকা ত্যাগ করে কথাটা বলছি;—তুমি নিশ্চয়ই এই অভিপ্রায় নিয়ে এসেছ মা—যে, কাল দরবারে তোমার স্বামীর প্রতি কান্দাহার অভিযানের যে আদেশ আমি করেছি তা প্রত্যাহার করা হোক, আর তোমার স্বামী বাঙ্গালায় যাবার যে বাসনা করেছেন, তাই বজায় থাক! কেমন? এই ত?

মমতাজ। (নীরবে নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন)

জাহাঙ্গীর। (মমতাজের মৌনভাব বক্রদৃষ্টিতে দর্শন পূর্ব্বক মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া) তা হলে প্রকারান্তরে তোমারও মা এই ইচ্ছা যে কালই মোগল-সাম্রাজ্য জুড়ে এ কথা রাষ্ট হোক—বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কথার আর কোন মূল্য নাই—আর সাজাদা সাজাহানের জেদের তুলনা নাই! তোমার শ্বশুর হোক ঘোর মিথ্যাবাদী, আর স্বামী হোক দুর্জ্জয় জেদী!

মমতাজ। ছেলের উপর অভিমান হয়েছে বলে, মনেও অমন বিসদৃশ অনুমান করবেন না বাবা! এতে আপনার গৌরবই বাড়বে আর আপনার উদ্ধত ছেলে অনুতপ্ত হয়ে আপনার চিরবাধ্য হয়ে থাকবে। বাবা আপনার সূক্ষ্মদৃষ্টি যেন তাঁর সম্বন্ধে শেষে

এই ধারণাই স্থির না করে যে তিনি পরাজয়-লাঞ্ছনার আশঙ্কাতেই কান্দাহার অভিযানের ভার নিতে কুণ্ঠিত !

জাহাঙ্গীর। না, তা আমি মনে করি না ; তবে তিনি যে বাঙ্গালায় গিয়ে একটা বাঁদীকে উপলক্ষ করে বীরত্ব প্রকাশ করেন, এটাও আমার অভিপ্রেত নয়।

মমতাজ। শুধু জেদের বশবর্ত্তী হয়ে কান্দাহারের মত একটা দুর্গম রাজ্য বিজয়ের প্রচেষ্টা, আর সাম্রাজ্যের মধ্যে একটা প্রদেশে দুর্দ্ধর্ষ বোম্বেটের স্পর্দ্ধা—যারা আপনারই রঙ্গমহলের নারীকে অপহরণ কর্ত্তে সাহস পেয়েছে—তাদের দমন—এ দুটোর মধ্যে কোনটার সার্থকতা বেশী তা আপনিই ভেবে দেখুন, বাবা।

জাহাঙ্গীর। বাদশাহ জাহাঙ্গীর এখনো এত স্থবির হয়নি মা ! তার এ সব ভাববার ও ব্যবস্থা করবার যথেষ্ট অবসর ও ক্ষমতা আছে। মোগল-হারেমের নারীদের এখন বাদশাহকে পরামর্শ দেবার আবশ্যকতা দেখছি না।

মমতাজ। কিন্তু বাবা, আমার মহীয়সী পিতৃস্বসাই যে এখন মোগল-সাম্রাজ্য পরিচালনা করছেন—এ কথা ত কারো অস্বীকার করবার উপায় নেই ! আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত করলুম, মার্জ্জনা করবেন। অনুমতি হোক, এখন তবে আসি।

[মমতাজের প্রস্থান।

জাহাঙ্গীর। (স্মিত বিস্ময়ে মমতাজের গমন-গতির দিকে তাকাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন) কস্মিন কালেও মোগল কান্দাহার জয় করতে পারবে না। পারস্যের দুটো মেয়ে দীপ্ত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত মোগল হারেমে এসে সমস্ত সাম্রাজ্য বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে—এমন স্ফুলিঙ্গের জন্মস্থান যে পারস্য—কার

সাধ্য তার কাছ থেকে কান্দাহার কাড়ে! ওরে কে আছিস বাইরে!

হুসিয়ারের মদ্য পাত্রাদি লইয়া প্রবেশ।

সাবাস! তুই যেমন নামে হুসিয়ার—কাজেও তাই! আমার ক্ষমতা থাকলে তোকে বাক্‌শক্তি বখসিস্ করতুম। যা,—বেগম সাহেবকে সেলাম দে। (মদ্যপানে রত)

[হুসিয়ারের প্রস্থান।

আজ মনে পড়ছে—তরুণ যৌবনে তপ্ত রক্তের তীব্র তেজে তখনকার সেলিম বাহাদুর ঈশ্বর তুল্য শক্তিমান মহাপ্রাণ সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধেও তলোয়ার খুলেছিলেন। তখনকার সেই সেলিমও ভেবেছিল, ঠিক পথে চলেছি! সেই হিসাবে সাজাহানও চলেছে; ব্যাস ঠিক মিলে গেছে—একটুও ভুলচুক নেই। হুঁ—এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—এই জাহাঙ্গীর বাদশাহ যখন সেলিমরূপে বাপের বিরুদ্ধে বেঁকে-; ছিলেন, তখন সেই বুড়ো বাপ আকবরের বুকেও এমনি তরঙ্গ উঠেছিল—যে তরঙ্গ আজ—আজ এইখানে (বক্ষে সবলে আঘাত করিয়া) এইখানে—ছুটে এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে—এই জীর্ণ বাঁধ ভেঙ্গে ফেলে সব গ্লানি ধুয়ে মুছে মিলে যেতে চাচ্ছে! কিন্তু তা হবে না—মিলবে না, ভাঙ্গবে না;—বাদশাহী পাঞ্জা এখানে কসে গাঁথা আছে—দুনিয়া ওলট পালট হলেও, এ পাঞ্জা খসবে না—যতক্ষণ না গোরস্থান কাম্য হয়।

নুরজাহানের প্রবেশ।

এই যে সম্রাজ্ঞী! কাজ হাসিল ত কালই করেছ, আজও এত ব্যস্ততা কেন শুনি?

নুরজাহান। সম্রাট যে আজ বেশ তৈরী হয়েছেন দেখছি! কখন থেকে এ কার্য্য চলছে ?

জাহাঙ্গীর। সে ত দেখতেই পাচ্ছ গো! আমার প্রশ্নটা চাপা দিও না—উত্তর দাও, বেগম সাহেব!

নুরজাহান। উত্তর শোনবার মতন অবস্থা কি এখন সম্রাটের আছে ?

জাহাঙ্গীর। সম্রাটের এ অবস্থায় কোন দুষ্কর কাজ করিয়ে নিয়ে পরীক্ষা নিতে চাও বেগম সাহেব! বল, আমি প্রস্তুত! এটা স্থির জেনো বেগম সাহেব, পারস্যের প্রস্থন মোগল বাদশাকে যতখানি কাবু করেছেন (মদ্যপাত্র দেখাইয়া) ইনি এখনও ততটা পারেন নি! (মদ্যপান)

নুরজাহান। হুসিয়ার!

হুসিয়ারের প্রবেশ।

এখনি এ সব এখান থেকে তুলে নিয়ে যা—

জাহাঙ্গীর। ইয়া—সত্য এ জুলুম করা হচ্ছে বেগম সাহেব! সব কর তুমি, সব নাও, সাম্রাজ্য চালাও, রাখো বা জাহান্নামে দাও কিছু জানতে চাই না—বাদশার বুকের ওপর দিয়ে তোমার প্রভুত্বের রথ চালিয়ে যাও, কিছু আসে যায় না আমার—বুক পেতে দিতে প্রস্তুত আমি ;—বিনিময়ে কি আমার কাম্য জান! শুনতে চাও ? সর্ব্বক্ষণ আমার সামনে তুমি হাজির থাক—আমি তোমাকে দেখি, আর এই রূপসীর রূপ সুধা পান করি—আর সঙ্গে খান দুই রুটী—এক সান্‌কি কাবাব—বাস্—এতেই বাদশার তৃপ্তি! বুঝলে আমার কথা বেগম সাহেব ?

নুরজাহান। আচ্ছা, জাঁহাপনার ইচ্ছামত সে সব ব্যবস্থা হবে—এখন দয়া

করে আমাদের উভয়েরই সম্মান রক্ষা করুন! হীন বান্দা বাঁদীদের আর হাসাবেন না! (দৃঢ়স্বরে) এই নিয়ে যা—

জাহাঙ্গীর। যা— (মদ্যপাত্র নিক্ষেপ)

[সমস্ত লইয়া হুসিয়ারের প্রস্থান।

বেগম সাহেব আজ যে দেখ্‌ছি আগে থেকেই যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়েই এসেছেন।

নুরজাঁহান। সম্রাটই কিন্তু আগেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

জাহাঙ্গীর। বিলক্ষণ! আমি ত আত্মসমর্পণ করেই বসে আছি বেগম সাহেব!

নুরজাঁহান। আমিও ত তাই দেখে কুর্নিশ করতে হাত বাড়িয়েছি শাহান সা!

জাহাঙ্গীর। সন্ধিই যখন হ'ল তখন গোটা কতক সত্য কথা যদি বলি, অপ্রিয় হ'লেও, আশা করি বেগম সাহেব তা শুনতে দ্বিধা করবেন না।

নুরজাঁহান। সম্রাট ত জানেনই, সত্যঅপ্রিয় হ'লেও তা শুনতে আমি চিরদিনই ভালবাসি।

জাহাঙ্গীর। হুঁ, তা জানি বই কি! আচ্ছা, এতক্ষণ আমার এই খাস কামরায় যে সব কথাবার্ত্তা হ'য়ে গেল, ভারত-সম্রাজ্ঞীর কর্ণে সে সমস্তই এরই মধ্যে পহুঁচেছে নিশ্চয়!

নুরজাঁহান। এই কথা! এমন তুচ্ছ প্রশ্ন শুনে আমার যে লজ্জা পাচ্ছে জাঁহাপনা! যদি ভারত-সম্রাট তাঁর ক্ষুদ্র খাস কামরাব সমাচার সম্বন্ধে প্রশ্ন না করে ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে কোথায় কি ঘটেছে জিজ্ঞাসা করতেন, তাহলে বরং ভারত-সম্রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসা করবার মত প্রশ্ন হত।

জাহাঙ্গীর। সাবাস! দেখ দেখী সঙ্গে সঙ্গে কেমন স্পষ্ট জবাব।

নুরজাঁহান। মমতাজমহলের জবাবের চেয়েও কি মুখরোচক জাঁহাপনা।

জাহাঙ্গীর। ইয়া! কিন্তু আমার আসল প্রশ্ন এখনো তোলা হয়নি বেগম সাহেব।

নুরজাঁহান। আমিই না হয় নিজেই সম্রাটের মনোগত প্রশ্ন আর তার জবাব দুটোই শুনিয়ে দিচ্ছি।

জাহাঙ্গীর। বল কি?

নুরজাঁহান। সম্রাটের এখন অনুমান নিশ্চয় যে মোগল দরবারে যা কিছু আন্দোলনজনক কাজ হচ্ছে—যে বিপ্লবের সূচনা দেখা দিচ্ছে আমিই কৌশলে সে সকল সম্পন্ন করে ধরা ছোঁয়ার সংস্রব এড়িয়ে থাকলেও মমতাজের কাছে ধরা পড়ে গেছি! এইত কথা?

জাহাঙ্গীর। তুমি যে আমাকে চমৎকৃত করলে গো!

নুরজাঁহান। সে কি আজ নূতন নাকি গো?

জাহাঙ্গীর। বুদ্ধির এ লড়াই আজ নূতন বই কি প্রিয়তমে! তোমার কথা, তোমার মুখ চোখ আর ভঙ্গী, আত্মগোপনের খোলস ত্যাগ করে—আত্মপ্রকাশের যে আলো আমার চোখের উপর তুলে ধরেছে—তাতেই আমি চমৎকৃত হয়েছি। সত্যিই এ জেদ আর বুদ্ধির যুদ্ধ! একদিকে জাহাঙ্গীর আর নুরজাঁহান—অন্যদিকে সাজাহান আর তাজমহল! একদিকে উত্থান, অন্যদিকে পতন; একদিকে ভারত সিংহাসন, অন্যদিকে আত্ম-বিসর্জ্জন। কে কোনদিক নেবে—কার ভাগ্যে কোনদিক পড়বে—কে জানে! ঝড় উঠেছে রে ঝড় উঠেছে! ওই—ওই হুঙ্কার করে আসছে—ভাঙ্গছে—চুরমার করছে! ওরে—ওরে—সামাল—সামাল— (বলিতে বলিতে আরাম আসনে ঢলিয়া পড়িলেন)

নুরজাঁহান। সম্রাট—সম্রাট! বাঁদী—বাঁদী—

চতুর্থ দৃশ্য।

হারেমের একাংশ।

মণিজা।

গীত।

যখনই হয়েছে সাধ গাহিবারে হরষের গান,
তখনই হেনেছ তুমি বক্ষে মম নিদারুণ বান।
উল্লাসের আশঙ্কায় হই যবে আত্মহারা
ব্যথার প্রহারে ব্যর্থ কর জীবনের ধারা
নির্ম্মম অন্তরে ফেলে দাও পথের উপরে—
ছিন্ন পক্ষপুট অসহায় পাখীর সমান।
তবু লাজ নাই, আলেয়ার আলো ধরে ধাই—
হয়ে আহত, ক্ষত বিক্ষত, মেনে লই তব নিঠুর বিধান।

(লয়লীর প্রবেশ)

লয়লী। মণিজা—

মণিজা। সেলাম, হুজুরাইন।

লয়লী। তুই কি আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলবি মণিজা ?

মণিজা। কি করি বল! এ যে মোগলাই কায়দা। দেখলে না, আম-দরবারে সেই বাঙ্গালী অত বড় নালিস নিয়ে এসেও, আদপ-কায়দার দোষে কয়েদ হতে বসেছিল। ভাগ্য তার ভাল, তাই বাদশাহ রেহাই দিলেন।

লয়লী। আমি আর পারি না মণিজা,—আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে! অন্যের সামনে এ অভিনয় করিস, কিন্তু যখন আমরা ছুটিতে থাকব, তখন মনে রাখিস—আমি তোর হুজুরাইন নই, সের আফ্‌কানের মেয়ে—তোর শৈশব সহচরী লয়লী। আমার বাবা তোকে আমারই মত ভালবাসতেন—

মণিজা। আমি কি ভুলে গেছি লয়লী! আর তুমিও কি জাননা, আমার ঈশ্বর কে? কার স্মৃতি আমি—

লয়লী। জানি না? তুইও যে আমারই মত তাঁরই স্মৃতি বুকে ধরে মোগলের হারেমে এসে নিমকের ঋণ শুধছিস্। মা আমার সম্রাজ্ঞী হয়ে, সম্রাট-পুত্রের পদতলে আমাকে বিলিয়ে দিয়ে ভেবেছেন, তিনি খুব লাভ করেছেন! কিন্তু, বাঙ্গলায় আমরা যে লোকসান করে এসেছি, আর কি তার পূরণ হবে?

মণিজা। সে লাভ লোকসান খতিয়ে এখন ত কোন ফল নেই ভাই! মনে নেই – সেই মহাপুরুষের কথা! তিনি বলতেন, যার নুন খাবে, তার ঋণ যেমন করেই হোক শোধ দেবে।

লয়লী। তার ত কসুর কিছু করিনি ভাই! পিতৃঘাতীর পুত্রকে স্বামীত্বে বরণ করে নিমকের ধার পরিশোধ করছি, আর তুই বহুরূপীর মত নিত্য নূতন রূপ ধরে, গোয়েন্দাগিরি করে সম্রাজ্ঞীর মনের খোরাক যোগান দিয়ে চলেছিস্—

মণিজা। আমি নিজেই এ কায বেছে নিয়েছি ভাই, এতে সম্রাজ্ঞীর ত কোনো দোষ নেই। আর সত্য কথা বলতে কি, আমার এই অবলম্বনহীন জীবনে, এতেই আমি আমোদ পাই, মনে উৎসাহ জেগে উঠে। শুধু এই নয়,—আরো অনেক কারণ আছে! জান, বোবা হুসিয়ার কে? কার চর, কে তাকে বোবা সাজিয়ে সম্রাটের খাস বান্দার কাযে বাহাল করে রেখেছে—

লয়লী। কি বলছিস্—হুসিয়ার বোবা নয়?

মণিজা। হুসিয়ার মমতাজের চর।

লয়লী। বলিস্ কি?

মণিজা। সাজাদা সাজাহান কাল দরবারেই যে সতী উন্নিসার কথা প্রথম শুনেছে, তা মনে কর না;—আগেই মমতাজের পত্রে সমস্ত জেনে রীতিমত তৈরী হয়েই সে সম্রাটের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসেছিল। সম্রাজ্ঞীও তা বুঝতে পেরে—তাকে শিষ্টাচারে অভিভূত করবার জন্যই সম্বর্দ্ধনার অভিনয় করেন, কিন্তু ঐ বাঙ্গালী এসেই সব ওলট পালট করে দেয়—

লয়লী। এখন সতীউন্নিসার কি উপায় হবে?

মণিজা। বাঙ্গলার নবাবের উপর পরোয়ানা যাবে। আবার এই নবাবটি হচ্ছেন, সম্রাজ্ঞীর হাতের পুতুল! সাজাহান সে পাত্রই নয় যে চুপ করে থাকবে। এখন ঐ বাঙ্গালীটিকে হাত করবার জন্য সম্রাজ্ঞী অধীর হয়ে উঠেছেন।

লয়লী। কি বলছিস্! সামান্য নগণ্য এক বাঙ্গালী—সম্রাট দরবারে এসেই হঠাৎ এত বড় হয়ে উঠেছে যে তাকে হাত করবার জন্য ভারত-সম্রাজ্ঞীকে অধীর হতে হয়েছে?

মণিজা। এ অধীরতা কেন তা বুঝতে পারছ না? সতীউন্নিসার বার্ত্তা নিয়ে এ বাঙ্গালী এসেছে, সমস্ত গুপ্ত কথাই এ বাঙ্গালী শুনেছে, সম্রাজ্ঞীর ভয় পাছে তাঁর কীর্ত্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে! কাযেই এই অস্ত্রটিকে আয়ত্ত করা এখন সম্রাজ্ঞীর বিশেষ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এর জন্য চরমে উঠাও তাঁর পক্ষে আশ্চর্য্য নয়।

লয়লী। তুই এ সব হাঙ্গামায় জড়িয়ে মরিসনি ত?

মণিজা। এর চেয়ে ঢের বড় হাঙ্গামায় আমাকে জান নিয়ে নামতে হচ্ছে।

লয়লী। সে কি!

মণিজা। সে বড়ই অদ্ভুত! হুসিয়ারের চাতুরী জেনেও চতুরা সম্রাজ্ঞী তাকে দণ্ড না দিয়ে তার উপর লক্ষ্য রাখবার আদেশ দিয়েছেন আমাকে—

লয়লী। তার কারণ?

মণিজা। সম্রাজ্ঞী জেনেছেন, সাজাহান মাড়বারের কাছে সাহায্যের প্রস্তাব, এই হুসিয়ারের দ্বারায় পাঠাচ্ছেন,—আমাকে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে মাড়বারে ছুটতে হবে—

লয়লী। থাক্ আর বলতে হবে না, সব বুঝিছি; আর সঙ্গে সঙ্গে তোর নসীবের পরিণাম দেখে শিউরে উঠছি? এত দূরে তোকে নেমে যেতে হল? উঃ—কি অধঃপতন!—

মণিজা। তোমার জন্যই বোন,—বেঁচে থেকে দেখতে চাই, তুমিই ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হও, আর সম্রাজ্ঞীরও এই সাধ—

লয়লী। সাম্রাজ্যের প্রলোভনে লয়লীর মন কখনো তাতবে না, আর ভারত সম্রাজ্ঞীর এই তাসের প্রসাদও চিরদিন খাড়া থাকবে না।

[প্রস্থান।

মণিজা। সেলাম—সেলাম লয়লী!—সম্রাজ্ঞী তোমাকে গর্ব্বে ধরেও চিনতে পারেন নি, কিন্তু তোমার সংস্পর্শে এসে আমি তোমাকে চিনেছি; জেনেছি—তুমি কত বড় মহীয়সী!

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

পাতাল মহল।

সুন্দরলাল। কি অপরাধে আমাকে এখানে ধরে এনেছ ?

খোজা আবদুল। অত ব্যস্ত কেন—এখনি তা জাতে পারবে। স্বয়ং সম্রাজ্ঞী আসছেন তোমার বিচার করতে।

সুন্দরলাল। বিচারের উপযুক্ত স্থানই বটে! তা দরবারে বিচার না করে এই অন্ধকার পুরীতে, আমার মত অভাগার বিচার হবে কেন, সেইটে বুঝতে পারছি না—

খোজা আবদুল। এটা কোন্ জায়গা জান ?

সুন্দরলাল। তিন দিন আগরায় এসে—বাদশার অন্দরের সব জায়গা চিনতে পারব—এমন স্পর্দ্ধা কোন দিনই মনে স্থান দিই নি।

খোজা আবদুল। এটা পাতাল মহল—

সুন্দরলাল। রূপকথার মত চিরদিন রঙ্গমহলের "পাতাল মহলের" কথা শুনে এসেছি—আজ চ'খে দেখে জন্ম সার্থক হল। আহাহা— কি সুন্দর—

খোজা আবদুল। বাহোবা বাঙ্গালী—তারিফ কর। কিন্তু ঐ চাকা দুটো দেখছো! কত বছর থেকে কত শত তোমার মত সুন্দর সুন্দর ছোঁড়া—আর সুন্দরী ছুঁড়ীদের বুকের রক্ত এতে জমাট বেঁধে আছে! দেখতে পাচ্ছ ? আর ওপাশে দেখছ ? ফাঁসীর দড়ী—কেমন লক্ লক্ করছে—একটু জোর করে চেয়ে দেখনা! ওরে, মশালটা আর একটু তুলে ধর্‌তো—দেখতে পাচ্চ ? বিচারে হয় তোমাকে লটকান হবে—না হয়, তোমারও রক্ত— বুঝেছ ?

সুন্দরলাল। খুব বুঝছি—আর এও বুঝছি যে—হয়ত এ মহলে বাঙ্গালীর এই প্রথম রক্তপাত হবে—এতে রঙ্গমহলের পাতাল মহলের ইতিহাসটা আরও জবর হয়ে ফুটে উঠবে।

নুরজাঁহানের প্রবেশ।
পশ্চাৎ পশ্চাৎ মশাল হস্তে বাঁদীগণ
খোজাগণের সসম্ভ্রমে কুর্ণিশকরণ।

নুরজাঁহান। তাতে কি বাঙ্গালার মুখ উজ্জল হবে মনে কর বাঙ্গালী?

সুন্দরলাল। আমি বন্দী, সম্রাজ্ঞীর উদ্দেশে সম্মান জ্ঞাপন করতে পারলুম না—

নুরজাঁহান। কোন প্রয়োজন নেই বাঙ্গালী। সম্রাজ্ঞীর প্রদত্ত সম্মান যে ফিরিয়ে দেয়—সে বিদ্রোহী,—সম্রাজ্ঞী তার কাছে কোন সম্মান প্রত্যাশা করে না।

সুন্দরলাল। বিশেষ কারণেই সম্রাজ্ঞীর সম্মান ফিরিয়ে দিতে নফর বাধ্য হয়েছিল। সম্রাজ্ঞী যদি আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে দণ্ডযোগ্য মনে করেন—দণ্ড দিন—আমি প্রস্তুত—

নুরজাঁহান। তোমার সাহস দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। দণ্ড নেবার জন্য যে এই পাতাল-মহলে একবার আসে—সে আর জীবনে বাইরের আলো দেখতে পায় না।—এই ভয়ঙ্কর স্থানে এসেও তুমি সাহস হারাও নি। আমি যদি তোমার প্রাণভিক্ষা দিই—

সুন্দরলাল। সে সম্রাজ্ঞীর ইচ্ছা ও করুণা—

নুরজাঁহান। তুমি সাহসী—বিপদে ধৈর্য্যচ্যুত হও না। তোমার মত লোকের আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। আমি তোমার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি তোমাকে বাঙ্গালার সুবেদার করে পাঠাব।

সুন্দরলাল। আমি দীন দরিদ্র অসহায়—সম্রাজ্ঞীর করুণাই আমার পক্ষে যথেষ্ট—পদগৌরবের প্রত্যাশা আমি করি না।

নুরজাঁহান। শোন বাঙ্গালী—আমি তোমাকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করেছি। তোমাকে সতীউন্নিসা সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করতে বলেছিলেম—তুমি তাতে সম্মত হও নি,—মিথ্যা রটনার পরিবর্ত্তে সম্রাজ্ঞীর কোপানলে পড়তেও তুমি দ্বিধা বোধ কর নি। উচ্চপদের প্রলোভনেও তুমি প্রলুব্ধ নও। তোমার চরিত্রবলেরও যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছি। বাঙ্গালায় তোমার মত একজন বাঙ্গালী শাসনকর্ত্তার প্রয়োজন—যে তাদের আচার ব্যবহার রীতিনীতি সব জ্ঞাত আছে—যার কাছে তারাঅনায়াসে তাদের অভাব অভিযোগ সুখ দুঃখ নির্ব্বিরোধে জানিতে পারবে। তুমি নির্ব্বোধ হয়োনা—বাঙ্গালার মঙ্গলের জন্য—আমরা তোমাকে বাঙ্গালার সুবেদার নির্ব্বাচিত করতে চাই।

সুন্দরলাল। কিন্তু আমার নির্ব্বাচন যে আগেই হয়ে গেছে সম্রাজ্ঞী—

নুরজাঁহান। সে কি ?

সুন্দরলাল। মার্জ্জনা করবেন সম্রাজ্ঞী—আমি ঈশ্বর সাক্ষ্য করে সাজাদা সাজাহানকে আত্মসমর্পণ করেছি—

নুরজাঁহান। তার অর্থ ?

সুন্দরলাল। আমি তাঁর দাসত্ব স্বীকার করেছি—

নুরজাঁহান। সম্রাটকে উপেক্ষা করে ?

সুন্দরলাল। এ দাসানুদাসকে সম্রাট স্মরণ করেন নি! সাজাদাই অনুগ্রহ করে আমাকে গ্রহণ করেছেন—আমিও ঈশ্বর সাক্ষী করে তাঁর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেছি। প্রতিজ্ঞা করেছি—

নুরজাঁহান। যে প্রয়োজন হলে সাজাদার জন্য সম্রাটের বিরুদ্ধেও হাত তুলতে পশ্চাৎপদ হবে না—না ?

সুন্দরলাল। এ কথার কি উত্তর দেব সম্রাজ্ঞী ?

নুরজাঁহান। তাহলে তুমি সম্রাটের আহ্বান শুনতে প্রস্তুত নও ?

সুন্দরলাল। ঈশ্বর সাক্ষ্য করে আমি সাজাদার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেছি, তাঁর আদেশ ভিন্ন আমি কোন কায করতে পারবনা—আমি মনে প্রাণে সাজাদা সাজাহানের দাস—

নুরজাঁহান। তবে সাজাদা সাজাহানের দাসত্ব কর প্রেতলোকে গিয়ে !—লটকাও এ বেয়াদপকে—

|| যমুনার তীরবর্ত্তী দরজা ভাঙ্গিয়া সসৈন্য সাজাহানের প্রবেশ। ||

দেখা গেল—যমুনাবক্ষে দুইখানি ছিপ—একখানির উপর মমতাজ, দারা, সুজা, ঔরংজেব ও জাহানারা প্রভৃতি অপরখানিতে সশস্ত্র সৈন্যগণ ছিল।

সাজাহান। মুক্ত কর—

সুন্দরলালকে মুক্তকরণ—খোজাগণ বাঁধা দিতে চেষ্টা করিলে সাজাহানের সৈন্যগণ বন্দুক উঠাইয়া ধরিল এবং তাহাদের বন্দী করিল।

মুক্ত সুন্দরলালকে লইয়া সকলে ছিপে উঠিলেন।

সাজাহান। সেলাম বেগম সাহেব ! আপাততঃ আগ্রা ত্যাগ করলেম আপনারই সৌজন্যে ! যেমন বিজয় গর্ব্বে চলেছি—তেমনি বিজয় গর্ব্বে আবার ফিরে আসব এই আগ্রায় সাম্রাজ্যের বিজয় মুকুট মাথায় পরে—সেই দিন আবার দেখা হবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আগরা—খাসদরবার

জাহাঙ্গীর, আসফ খাঁ, মহাবৎ, পরভেজ
শরিয়ায় আসীন।

জাহাঙ্গীর। জানো মহাবৎ, আমার মনে কেবল সেই পুরোনো কথাগুলো খোঁচা দিচ্ছে! মেয়েটা বললে কি জানো—'দাদু, আর তোমার পাকা চুল তুলতে আসব না! দাদু, তুমি কি নিষ্ঠুর, দু বছর পরে বাবা বাড়ীতে আসতে না আসতে তুমি আবার তাকে কান্দাহারে তাড়িয়ে দিচ্ছ!' তাড়িয়ে দিয়েছিই বটে! নিষ্ঠুর! মিথ্যা নয়। কসাই—কসাই! তারাও ছেলে জবাই করবার সময়—বাচ্ছার দিকে তাকায় না! সেজো নাতিটার কি ঝাঁজ! আমার ঘরখানা—হা হা কচ্ছে আসফ খাঁ! তারা সব নেচে কুঁদে বেড়াত—হুটোপাটি করত, কত বকতুম! মেয়েটার মুখে পাকা পাকা কথা শুনে কি যে তৃপ্তি পেতুম—কি বলব আর! এখন সব অন্ধকার! তাদের ছিনিয়ে নিয়ে গেছে—বুক ছিঁড়ে নিয়ে গেছে! সয়তান! সয়তান! একটা স্বার্থপর সয়তান, আর একটা তার—সম্রাজ্ঞী কোথায় আসফখাঁ! তিনি যে এ দরবারে গরহাজীর?

আসফ। তিনি সম্ভবতঃ এখনই আসবেন—

জাহাঙ্গীর। আমি ক্ষমা করব না—কখনই না; জানিয়ে দেব আমি—এখনও জাহাঙ্গীর—সেই জাহাঙ্গীর! বিদ্রোহীর মার্জ্জনা এখানে

নেই—পুত্রেরও নয়! এত বড় আস্পর্দ্ধা তার্!—পত্রখানা আর একবার পড়ত আসফ খাঁ—পড়ত শুনি—(নুরজাহানের প্রবেশ) এই যে সম্রাজ্ঞী, সাজাহানের পত্র শোন —

আসফ। (পত্র পাঠ)—

"আমি দেখিলাম, রাজধানী আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। আমাকে কান্দাহারে পাঠাইবার প্রয়াস, বর্ত্তমান নারী-পরিচালিত কুট-শাসননীতির একটি ষড়যন্ত্রমূলক চাল মাত্র। আপনার অন্তর্দ্দৃষ্টি থাকিলে, আপনিও তাহা বুঝিতে পারিতেন। আপনারই আদেশ অনুসারে মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বজয়ী সৈন্য, অফুরন্ত অর্থ ও বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া আত্মশক্তি ও স্বাবলম্বনের প্রেরণায় আমি আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন, আমি আত্মশক্তির প্রভাবে ভারত-সাম্রাজ্যের গৌরবময়-মুকুট অর্জ্জন করিয়া, ভারতের সম্রাট রূপে আগরায় প্রবেশপূর্ব্বক আপনাকে কুর্নিশ করিতে সমর্থ হই।"

জাহাঙ্গীর। তোফা! এ বয়সে অনেক যুদ্ধ আর বিদ্রোহের পত্র পড়েছি,—কিন্তু এমন কেতা দুরন্ত পত্র বোধ হয় এই প্রথম দেখা গেল। কি বল সম্রাজ্ঞী?

নুরজাঁহান। সব বিষয়েই তার একটা অসাধারণত্ব আছে বলেই না আমি তাকে এত নির্ভর করেছি—প্রাধান্য দিয়ে এসেছি! সে আমাকে যাই ভাবুক! এই জন্যই প্রকারান্তরে আমি এই জেদী পুত্রকে কান্দাহারে পাঠিয়ে পারস্যের অহঙ্কার চূর্ণ করতে চেয়েছিলুম! কিন্তু সে বিপরীত বুঝে আগুনে ঝাঁপ দিতে গেল!—দুর্ভাগ্য সাজাহান!

মহাবৎ। দুর্ভাগ্য, তাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু আমাদের মনে হয় তাঁর প্রতিও বিচার ঠিক হয় নি—

নুরজাঁহান। তোমার এ কথা আমি স্বীকার করছি মহাবৎ জঙ্গ! পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে, আমরা সেদিন দরবারে সুবিচার করতে পারি নি! মেবার বিজয়ের খ্যাতির পুরস্কার আমরা পরিপূর্ণ রূপে সাজাদা সাজাহানকেই দিয়েছি,—কিন্তু যে বর্ষীয়ান সেনাপতির অসি ও বুদ্ধিবলে মেবারের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়েছে,—যিনি স্বোপার্জ্জিত যশঃ পুষ্পমাল্যের মত সাজাহানের গলায় পরিয়ে দিয়ে নিজে তফাতে দাঁড়িয়েছিলেন,—আমরা সেদিন তাঁর সম্মান রক্ষা করতে ভুলে গেছি। আজ এই দরবারে আমরা সে ভুল সংশোধন করব।

মহাবৎ। আমাকে মার্জ্জনা করবেন সম্রাজ্ঞী! সম্রাটের আশ্রিত এ দাস কোন সম্মানের প্রত্যাশী নয়। সাজাদা সাজাহানকে সে দিন দরবারে যে সম্মান দেওয়া হয় তা উপযুক্ত হলেও তাঁর প্রতি শেষে খুবই রূঢ় ব্যবহার করা হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

জাহাঙ্গীর। বটে! তুমি যদি সে দিন সে সময় সম্রাটের আসনে বসে থাকতে, আর তোমার পুত্র যদি তোমার সামনে উদ্ধত হয়ে চোখ রাঙ্গিয়ে কথা কইত, তুমি মহাবৎ জঙ্গ কি করতে তখন? কুর্নিস করতে? না বাদশাহী তক্ত থেকে সুড় সুড় করে নেমে গিয়ে, তার পিঠ চাপড়ে বলতে—সাবাস, বাচ্চা! বহুত খুব!

মহাবৎ। আমার কথা আমি প্রত্যাহার করছি সম্রাট!

শারিয়ার। পত্রে কোনো খানে সম্রাট বলে সম্বোধন নেই—এটা আপনারা লক্ষ্য করবেন!

জাহাঙ্গীর। কবির চোখে লেখার গলদ ঠিক ধরা পড়ে গেছে! সম্রাট বলে সম্বোধন নেই। এতো আর কলম ধরে পদ্যের যতি মেলান নয় কবি,—এ যে তলোয়ার নিয়ে সম্বন্ধের ছেদ! সে যে নিজেই এখন সম্রাট বলে জাহীর হয়েছে,—আর কি সে আমাকে সম্রাট বলে স্বীকার করতে পারে? না, করবে?

পারভেজ। বিদ্রোহী—সয়তান।

জাহাঙ্গীর। তার উপর ভাই এবং স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী; তাই সাজাদা পারভেজ বাহাদুরের ঝাঁজটা আরো বেশী।—হাঁ, পত্রের শেষ অংশটা পড়ে ফেলত আসফ খাঁ,—পুনশ্চ বলে যে কটা সর্ত্তের কথা আছে।—পড়:তো—পড়তো—

আসফ। (পত্র পাঠ)

পুনশ্চ :—

যদি আপনি বা আপনার শাসন চক্র এই ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন যে, নিশ্চিত পরাজয়ের অপযশ অর্জ্জনের আশঙ্কায় আমি কান্দাহারে অভিযান করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছি, তাহা হইলে আপনারা আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন। আপনাদের এই ভ্রমপূর্ণ সংশয়ের অপনোদন এবং বর্ত্তমান সর্ব্বনাশকর যুদ্ধের নিরাকরণ কল্পে সাম্রাজ্যের শান্তি রক্ষার্থ নিম্নলিখিত চারিটী সর্ত্তে আমি আমার অবলম্বিত বর্ত্তমান চরম মত পরিত্যাগ করিয়া আমার স্বপদে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক কান্দাহার অধিকারে আত্মনিয়োগ করিতে সম্মত আছি; সর্ত্তগুলি এই :—

(১) মোগল সাম্রাজ্যের সমস্ত সেনার সম্পূর্ণ অধিনায়কত্ব আমাকে অর্পণ করিতে হইবে।

(২) সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ আমার নিকট হইতেই শাসন সংক্রান্ত আদেশ পাইবে।

(৩) যাবতীয় অস্ত্রাগার, অস্ত্রের কারখানা ও বারুদখানা আমার অধীনে থাকিবে।

(৪) কান্দাহার অভিযান কালে আমার পরিবারবর্গ আমার সঙ্গে যাইবে।

জাহাঙ্গীর। চমৎকার! সর্ত্তরচনায় এ মুন্সিয়ানা কবিতার চেয়েও সুন্দর! কি বল শারিয়ার?

শারিয়ার। সম্রাট কথায় কথায় কবিতার উপর কটাক্ষ করেন! কবিতাব কদর করতে কজন জানে!

জাহাঙ্গীর। জানে এই সাজাহান! চার ছত্রের চারিটি সর্ত্ত, একখানি চমৎকার কাব্য!

নুরজাঁহান। তবে এ কাব্যখানি সম্পূর্ণ হত যদি সাজাহান আর একটি সর্ত্ত বাড়িয়ে দিতো! সে সর্ত্তটি এই—সম্রাটের আহার এবং পানের পরিমাণ, সাজাহানের হাতেই থাকবে।

জাহাঙ্গীর। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—ঠিক বলেছ সম্রাজ্ঞী! সাজাহান নিজেকে যত বড় ওস্তাদই মনে করুক না কেন, এ সব বিষয়ে তোমার কাছে সাকরেদী ক'রে শেখবার এখনো তার পক্ষে অনেক কিছু আছে। যাক্—যে চারটি সর্ত্ত এখন সে চেয়েছে—তার সম্বন্ধে এ সভার কি মত? মহাবত, তোমার মতটাই আগে শুনি।

মহাবৎ। সম্রাটের চিরন্তনী মতের কি আজ পরিবর্ত্তন হয়েছে?—তাই কি আমাদের মত জানবার জন্য সম্রাটের এত আকিঞ্চন?

জাহাঙ্গীর। এ কথার অর্থ কি মহাবত?

মহাবৎ। সাজাদা খসরু যখন বিদ্রোহী হয়েছিলেন, সম্রাট লৌহ হস্তে তা দমন করেছিলেন! তখন মন্ত্রীদের 'মত নেবার জন্য কোন সভার আহ্বান করেন নি।

জাহাঙ্গীর। সত্য মহাবত, তা আমার মনে আছে,—সে কথা আমি ভুলি নি—সঙ্গে সঙ্গে তাকে দমন করতে বিপুল শক্তি পাঠিয়ে ছিলেম। সে যখন বন্দী হয়ে এল,—কোনো প্রার্থনা তার শুনি নি,—প্রহরী বেষ্টিত কক্ষে তাকে আবদ্ধ করে রেখে ছিলেম। দু চার দিন নয়—এক আধটা বছর নয়,—পনেরো বছর—দেড় যুগ প্রায়—তার জীবনের সার ভাগ—সেই বদ্ধ ঘরে সে কাটিয়েছে! তার স্ত্রী—তার ছেলে মেয়ে—দরজায় সামনে আছাড় খেয়ে পড়ত,—হপ্তায় শুধু একদিন দেখা করতে দিতেম—সেও এক ঘণ্টার বেশী নয়!—ছেলে মেয়ে তার মরেছে—একবার বাবাকে দেখবো'—বলে কত কেঁদেছে—দেখা করতে দিই নি! সে সব মনে আছে মহাবত! খসরুর মৃত্যু—হত্যা বা প্রাণদণ্ড—যাই বল—এখনো চোখের সামনে ভাসছে,—তার সেই তাজা রক্তের উৎস এমন রাত নেই—না দেখি! ঘুম ভেঙ্গে যায়—চেঁচিয়ে উঠি—খসরু খসরু বলে! সে হেসে সরে যায়!—এতেও বুককে বেঁধে রেখেছিলেম এই বলে,—নিজের রক্ত এক চুমুক খেয়েছি আর খেতে হবে না! রক্ত পিয়াসী পিতার বীভৎস মূর্ত্তি দেখে এরা সব আর সয়তানী করবে না—কিন্তু ভুল! ভুল! অভিশপ্ত মোগলের সিংহাসন, এখানে শান্তি নেই! পুত্রই এদের শত্রু!

নুরজাঁহান। খসরুর উপর অবিচার করে সম্রাট যে ভুল করেছেন বিদ্রোহী সাজাহানের সম্বন্ধে সুবিচার কোরে না হয় সেটা শুধরে নিন!

জাহাঙ্গীর। অবিচার? কিসের অবিচার? বিদ্রোহী পুত্রকে দণ্ড

দিয়ে আমি যোগ্য বিচার করেছি। আর আজ বুঝতে পারছি—এদের পদ গৌরব আর ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েই আমি বিষম ভুল করেছি।—এক একটা রাজ্য চালাবার ক্ষমতা এদের হাতে না দিয়ে যদি চোখের উপর রাখতেম,—উঠতে বসতে—সামান্য একটু ত্রুটি দেখলেই যদি শাস্তির ব্যবস্থা করতেম—তা হলে আজ কি এই সাজাহান আমার উপর এমনি করে চোখ রাঙ্গাবার অবকাশ পেত! সে যে আমার দুর্ব্বলতা কোথায়, তা বেশ বুঝে নিয়েছে! খসরু যে এই লৌহ-হৃদয় গলিয়ে দিয়ে গেছে! তার শোক, তার ছেলে মেয়েদের শোক,—আস্তে আস্তে এই খানটা ফাঁফরা করে ফেলেছে! সাজাহানের সন্তানদের পেয়ে সামলে উঠছিলেম,—এক দণ্ড তাদের না দেখে থাকতে পারতেম না! এ দুর্ব্বলতাটুকু আমার জেনে নিয়ে, আজ সে সয়তান কসে ঘা মেরেছে! কিন্তু আর নয়,—এদের মায়ায় আর ভুলছি না,—সাজাহান—সয়তান! সয়তান! সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি নিয়ে একে দমন করো, এই আমার হুকুম! এই দণ্ডে এই মর্ম্মে পরোয়ানা প্রচার করো—সাজাহান বিদ্রোহী হয়েছে; তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হ'ল; যে সাজাহানকে সাহায্য করবে সেও বিদ্রোহী বলে গণ্য হবে। সাজাহানকে দমন করবার জন্য সমস্ত সাম্রাজ্য যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হবে—মোগল সাম্রাজ্যের সমস্ত সমর্থ প্রজা বাদশাহের পতাকামূলে সমবেত হোক।—আর ক্ষমা নয়, উপেক্ষা নয়—সয়তান! সয়তান! দমন করো—দমন করো!

[প্রস্থান।

আসফ। সাজাহানের দুরদৃষ্ট! সহসা সম্রাট উত্তেজিত হয়ে চরম ব্যবস্থা করলেন,—কিন্তু এ ভাবটা আগে ছিল না।

নুরজাঁহান। আজ কাল এরকম হয়েছেন! হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়েন! বিশেষতঃ স্নেহের পাত্রকে উদ্ধত হতে দেখলে, ক্রোধ আর বরদাস্ত করতে পারেন না।—যাক্! সম্রাটের ইচ্ছামত কাজ করাই এখন আমাদের কর্ত্তব্য। আমার ইচ্ছা, সাজাহানকে সায়েস্তা ক'রে, তার ভুল ভেঙ্গে দিয়ে, তার পদেই তাকে আবার—বাহাল করা।

মহাবৎ। এখন আমার প্রতি কি আদেশ সম্রাজ্ঞী?

নুরজাঁহান। মহাবত জঙ্গ, তুমি এ যুদ্ধের সেনাপতি।

মহাবৎ। সম্রাজ্ঞী!—

নুরজাঁহান। জানি, সাজাহান তোমার শিষ্য, প্রাণাধিক প্রিয়; কিন্তু এও জানি আমরা, মোগল সম্রাটের মহিমাময় গৌরব রক্ষার জন্য মহাপ্রাণ মহাবৎ খাঁ পুত্রের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণে কুণ্ঠিত নন!

মহাবৎ। সম্রাট-সদনে যতক্ষণ এ বৃদ্ধের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে সম্রাজ্ঞী—ততক্ষণ মোগল সম্রাটের গৌরব রক্ষার জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না।—হায় দুর্ভাগ্য সাজাদা! অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেবার পূর্ব্বে একবার এ বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসাও করলে না!

নুরজাঁহান। তা হ'লে হয়ত এ বিভ্রাট এতদূর বিস্তৃত হবার অবকাশ পেত না! কিন্তু কৃতজ্ঞ সাজাহান বৃদ্ধ মহাবতকে উপেক্ষা করলেও, আমরা এ সঙ্কট সময় তাঁর প্রয়োজনীয়তা বেশ বুঝতে পারছি। উদ্ধত সাজাহানকে বাধ্য করে আগরায় ফিরিয়ে আনবার সামর্থ রাখে এক মাত্র মহবত জঙ্গ!—তুমি প্রস্তুত হও সেনাপতি; সবিশেষ শীঘ্রই জানতে পারবে।

মহাবৎ। হতভাগ্য সাজাহান!　　　　[প্রস্থান।

নুরজাঁহান। পারভেজ, সম্রাটের ইচ্ছা, তুমিও এ যুদ্ধে মহাবতখাঁর সহায়তা কর। তোমার খ্যাতি লাভের এই উত্তম সুযোগ সাজাদা!

পারভেজ। আমি ত প্রস্তুত আছি সম্রাজ্ঞী!

নুরজাঁহান। আবশ্যক হলে তোমাকে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত অভিযান করতে হবে। যাও সাজাদা,—মহাবৎখাঁর স্নেহ আকর্ষণ কর; বৃদ্ধের হৃদয় (আসফখাঁর দিকে বক্রদৃষ্টে চাহিয়া) সাজাহানময়,—সে স্থান অধিকার কর।

পারভেজ। আর শারিয়ার?—

নুরজাঁহান। যে কান্দাহার উপলক্ষ্য করে এই বিভ্রাট, সেই কান্দাহারেই শারিয়ারকে অভিযান করতে হবে। প্রস্তুত হও শরিয়ার।—

শারিয়ার। আবার—কান্দাহার!

নুরজাঁহান। হাঁ সাজাদা! তুমি মোগলের মুখে কালি ঢেলে দিয়েছ! মোগলকে কলঙ্ক মুক্ত কর; কান্দাহার উদ্ধার ক'রে মোগলের মুখ উজ্জ্বল কর।—যাও—

[পারভেজ ও শারিয়ারের প্রস্থান।

উজীর সাহেব! সম্রাটের আদেশ মত পরোয়ানা প্রস্তুত কর;— সাম্রাজ্যের সকল স্থানে পাঠাতে হবে।

আসফ। তাই হবে।—সম্রাজ্ঞীর আদেশ! দাসত্বের নাগপাশ এ! সৌভাগ্য আমাদের ভগিনী—পিতা গায়সউদ্দিন আজ বেহেস্তে! সেইখান থেকে তিনি দেখুন—কন্যা জামাতার মৃত্যুবান কেমন নিপুণভাবে রচনা করতে এ হাত এখনও পারে! [প্রস্থান।

নুরজাঁহান। জামাতার পরিণাম ভেবে ব্যাকুল তুমি তা বুঝেছি, সম্রাট ভয় পেয়ে সন্ধি করবে, এই তোমার ভরসা ছিল! তুমিই এখন আমার প্রধান শত্রু,—মমতাজ তোমার মেয়ে! কিন্তু তোমাকে আমি কীটের চেয়েও দুর্ব্বল মনে করি।

জাহাঙ্গীরের প্রবেশ।

জাহাঙ্গীর। সব বিদেয় হয়েছে? বাঁচা গেছে!

নুরজাঁহান। বেশ মজার লোক ত! ঝড়টি যেমন উঠল,—অমনি দে চম্পট!

জাহাঙ্গীর। সে কি কথা গো! ঝড় ত আমিই তুললেম! তবে সামলাবার ভারটা অবশ্য বুঝেছিলেম সম্রাজ্ঞীই নেবেন; আর সম্রাজ্ঞী যা বলবেন, তা সকলেই মানবেন! নয় কি?

নুরজাঁহান। সেটা সম্রাটের সৌজন্যে!

জাহাঙ্গীর। অনুগ্রহে—নয়?

নুরজাঁহান। তা হলে যেন এক ধাপ নেবে যেতে হয়, তাই সাহিত্যের ও একটা মার্জ্জিত অলঙ্কার!

জাহাঙ্গীর। ওহো তাই বটে! ভুলে গিয়েছিলেম—ভারত-সম্রাজ্ঞী আজকাল গোপনে সাহিত্য চর্চ্চাও করে থাকেন।

নুরজাঁহান। আর ভারত-সম্রাটও যে তাই দেখে—লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের জীবন চরিত লিখতে আরম্ভ করেছেন—সে সংবাদও কেউ কেউ রাখে!

জাহাঙ্গীর। সত্যি নাকি গো? তুমি তাও জেনেছ নাকি?

নুরজাঁহান। জানলেই বা ক্ষতি কি গো? জবাবদিহির ভয়ে সম্রাট তো তাতে অনেক কথাই চেপে যাচ্ছেন!

জাহাঙ্গীর। এ কিন্তু ঘোরতর অন্যায়—রাহাজানী!

নুরজাঁহান। এও সম্রাটেরই আমদানী।

জাহাঙ্গীর। ওরে কে আছিস—নিয়ে আয় বাদশাহী সরবৎ—

নুরজাঁহান। ও কি হুকুম হল সম্রাট! এখনি যে?—

জাহাঙ্গীর। ঠিক সময় হয়ে এসেছে, সূর্য্যাস্ত হতে এখনো দণ্ড দুই বাকী! তোমারই নিয়ম আমি মেনে চলেছি, বেগম সাহেব!

নুরজাঁহান। এবার আমি নিয়ম করে দেব, সমস্ত দিনে সম্রাট মদ স্পর্শ করতেও পারবেন না,—সন্ধ্যার নামাজের পর—

জাহাঙ্গীর। ক্রমশঃই যে সময় সরিয়ে দিয়ে চলেছ গো!—আইন কি অমন ঘন ঘন বদলালে চলে?

মদ্য পাত্রাদি লইয়া রঙ্গিলা বাঁদীর প্রবেশ
ও প্রদান।

(মদ্যপান পূর্ব্বক) আঃ—দুঃখ এই—আমার, ভারত-সম্রাজ্ঞী এর কদর বুঝলেন না!

[নুরজাঁহানের ইঙ্গিতে বাঁদীর প্রস্থান।

নুরজাঁহান। স্বয়ং ভারত-সম্রাট ষোল বছর বয়স থেকে যে রকম প্রচণ্ড প্রতাপে এর কদর করে এসেছেন,—তাতে সমস্ত ভারতবাসী সম্রাটের শাসনকালে যদি এর কদর না করে—তবু কোন ক্ষতি হবে না।

জাহাঙ্গীর। তাই নাকি?

নুরজাঁহান। সেই জন্যই ত সম্রাট আইন করেছেন,—মোগল সাম্রাজ্যে কেউ যেন মদ বিক্রী না করে!

জাহাঙ্গীর। ওঃ তোমার কথায় কথায় এই খোঁটা—সত্যই অসহ্য হয়ে উঠেছে! আমি শীঘ্রই এটা ত্যাগ করব। (পান)

নুরজাঁহান। এমন ত্যাগ অনেকবারই সম্রাট করেছেন।

জাহাঙ্গীর। যাক,—মীমাংসাটা কি রকম হল?

নুরজাঁহান। খুব পরিষ্কার! মহাবৎ হল সেনাপতি, সাজাদা পারভেজ তার সহযোগী; খাঁজাহানকে নবাব উপাধি দিয়ে দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী দেওয়া হ'বে—শারিয়ারই আবার কান্দাহারে যাবে। মীমাংসা মন্দ হয়েছে?

জাহাঙ্গীর। খাসা!

নুরজাঁহান। কালই দরবারে এগুলো মঞ্জুর করতে হবে। আমার মুখের দিকে অমন করে একদৃষ্টে চেয়ে যে!

জাহাঙ্গীর। তোমাকে দেখছি! যোধাবাঈ বলতেন, হিন্দুদের এক দেবী আছেন, তাঁর মূর্ত্তি নাকি প্রহরে প্রহরে বদলে যায়! প্রভাতে একরূপ, মধ্যাহ্নে অন্যরূপ, আবার সন্ধ্যায় আর এক রূপ। বোধ হয় এ উক্তিটা সত্যি; কেন না আমার কাছে এখন যে দেবীটি বসে আছেন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এঁরো রূপের এমনি পরিবর্ত্তন দেখতে পাই।

নুরজাঁহান। সম্রাট চক্ষুষ্মান! রূপ চিনতে সম্রাটের চক্ষু চিরদিনই অদ্বিতীয়।

জাহাঙ্গীর। শুধু চিনতে? এ চক্ষে যে রূপ ধাঁধাঁ লাগায়—তাকে চোখের সামনে এনে বসাতেও সম্রাট জানে! কি বল সম্রাজ্ঞী? (অর্থপূর্ণ বক্রদৃষ্টি)

নুরজাঁহান। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) সম্রাটের এ কীর্ত্তি চিরস্মরণীয়।

[প্রস্থান।

জাহাঙ্গীর। বুঝেছি, ঘাটা ঠিক জায়গায় লেগেছে—তাই পূর্ব্ব স্মৃতির তাড়নায়—মুখ লুকুতে পালাচ্ছ! সত্যই এ কথাটা তুলে অন্যায় করেছি। যৌবনের তীব্র লালসায়—সে হিংসার কথা মনে হলে এখনো শিউরে উঠি! এই রূপসীকে পাবার জন্য কি কার্য্য না করেছি। তরুণ যৌবনে এই চক্ষে যে রূপ-জ্যোতিঃ ফুটে উঠেছিল, সেই রূপ আহরণ করতে—ওঃ—কি—কি কার্য্য না করেছি! তার প্রায়শ্চিত্য এখন একটার পর একটা ছুটে আসছে।

নুরজাঁহানের প্রবেশ।

এসছ ? এস, এস,—কাছে এস,—আরো কাছে ; তোমারই কথা ভাবছিলেম প্রিয়তমে !

নুরজাঁহান। আর নয়,—এবার ক্ষ্যান্ত হোন সম্রাট ! আপনার মত্ততা এসেছে—

জাহাঙ্গীর। না,—না,—না—আমি ঠিক আছি,—যে ভাবে বাদশাহী তক্তে বসে থাকে বাদশাহ জাহাঙ্গীর ! আমি—আমি—আর আর—তুমি—প্রিয়তমে—নুরজাঁহান—ভারতের বেগম-বাদশা—কাছে এসো—(হাত ধরিয়া পার্শ্বে বসাইলেন)

নুরজাঁহান। এখনো পান কচ্ছেন সম্রাট ! দেখতে পাচ্ছেন না আপনার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে !

জাহাঙ্গীর। কই ? না—এ কিছু নয় ; দাও—আরো দাও ; কিসের ভাবনা সম্রাজ্ঞী ? জাহান্নমে যাক সাজাহান,—ওলট পালট হয়ে যাক দুনিয়া,—আমি আছি—তুমি আছ,—ভাবনা কি ? তোমাকে আমি—আমারও ওপরে তুলিছি—ভাবনা কি ?—বেগম-বাদশা তুমি ভারতের—এবার নূতন মোহরের এক পীঠে তোমার তসবীর, আর পীঠে ফারসী বয়েদ—

বাহুকমে শাহ জাহাঙ্গীর আফ্‌ত জেবর
বনামে নূরজহাঁ বাদশাহ বেগমজর।

অর্থাৎ—অর্থাৎ—জাহাঙ্গীর বাদশার হুকুম—বেগম বাদশা নুরজাঁহানের মূর্ত্তি আঁকা মোহরের গৌরব শতগুণ—শতগুণ বেশী ! কেমন ? ইয়া—(শয়ন)

নুরজাঁহান। সুরার এই পরিণাম ! আর জাহাঙ্গীর, তোমার কি পরিণাম ? যখনই পূর্ব্বস্মৃতি মনে জেগে ওঠে, তখনই ইচ্ছা করে—পরিণাম আমিই দেখিয়ে দিই ! বুকের ওপর তীক্ষ্ণ ছুরি তুলে আবার

হাত নামিয়ে নিয়েছি,—ওই মুখখানি দেখে! কি স্বচ্ছন্দ নির্ভরতা—কি অখণ্ড বিশ্বাস ওই মুখ ভরিয়ে রেখেছে! যেন সর্ব্বদাই ব্যক্ত করছে—'তুমি আমার সব, আমি বড় অসহায়, আমার সুখ, দুঃখ, সম্পদ সমস্ত তোমার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত!'—সব ভুলে যাই, পূর্ব্বস্মৃতি লজ্জায় সরে যায়, ওই বুকে আছাড় খেয়ে পড়ি! না—না—নিশ্চিন্ত হও তুমি প্রিয়তম,—মেহেরুন্নিসা মরেছে; তুমি তুমি—নুরজাঁহানের সর্ব্বস্ব;—সে তোমার জাগরণে সহচরী—নিদ্রায় বিনিদ্র প্রহরিণী!

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

মাড়বার সীমান্ত প্রদেশ, দুর্গ সন্নিহিত পর্ব্বত্য-পথ।

হুসিয়ার (দরবেশবেশী) ও মনিজা (দেওয়ানবেশিনী)

হুসিয়ারের গীত ।

শরীর মহলমেঁ বাজে বাজা
জগমগ জোত উজেরী
সহজ রংগ্ ভরৈ সকল তনু
ছুটন নাহিঁ করেরী ॥

মণিজার গীত ।

কায়া-নগর মঁঝার
সাঙ্গ খেলৈ হোরী ।
গাবত রাগ সরস সুর সোহৈ
অতি আনন্দ্ ভয়োরী ॥

হুসিয়ারের গীত ।

শরীর মহলমেঁ বাজা বাজে
হোত ছতীসোঁ রাগ ।
সুরত সখী জঁহ দেখ তমাশা
বালম খেলৈঁ ফাগ ॥

মণিজার গীত ।

আপনে পিয়া সংগ্ হোলী খেলৈঁ
লজ্জা ভয় নিবাগ ।
সারা জগ্‌মে হোত কুতূহল
ঝরৈঁ রাগ অনুরাগ ॥

হুসিয়ারের গীত।

হামরেকো খেলৈ ঐসী হোরী
পংখ নিহারত জনম গিরানা
পরঘট মিলে ন চোরী ॥

মণিজার গীত।

শ্রবণ না শুনেব, নৈন নহিঁ দেখেব
প্রাণন প্রাণ লগাব্‌বরী ॥

হুসিয়ার। সাবাস বেটি! এ গানও তোমার জানা আছে।

মণিজা। সাধু কবীর সাহেবের এ গান কে না জানে হজরত! আপনি এ গান কোথায় পেয়েছিলেন?

হুসিয়ার। দিল্লীতে।

মণিজা। আমার স্বামী যে ওস্তাদ রেখেছিলেন, আমি তাঁর কাছে এ গান শিখেছিলুম! শুনিছি, হোলীর সময় বাদশার রঙমহলে এই গান গাওয়া হয়।

হুসিয়ার। গান যেমন মিষ্টি, তোমার গলাখানি তার চেয়ে মিষ্টি বেটি!

মণিজা। কবির সাহেবের আর একখানি গান ধরব হজরত?

হুসিয়ার। তুমি গাও বেটি, আমি শুনি—

মণিজা। সে কি, আপনিও ধরবেন না হজরত?

হুসিয়ার। আমার শরীরটা কেমন বেএক্তিয়ার হয়ে পড়েছে, যেন নিজেকে নিজেই সামলাতে পারছি না; মাথার ভেতর চক্কর দিচ্ছে, আমি এখানে বসি বেটি (উপবেশন)

মণিজা। তাহলে আমি বান্দাকে ডাকি, উটের পীঠ থেকে ফরাস নামিয়ে এনে এখানে বিছিয়ে দিক্।

হুসিয়ার। না—না—কিছু দরকার নেই; এখন কি ফরাসে বসে আরাম

নেবার সময়রে বেটি! ওঃ—আঃ (হাইতোলা) কিন্তু আমার চোখ যেন জড়িয়ে আসছে—

মণিজা। তাহলে আর এক পিয়ালা সরবত হুকুম হোক হজরত!

হুসিয়ার। উহুঁ—ও সরবৎ ভাল নয় বেটি! ওই খেয়ে অবধি আমার শরীরের জুত কমে আসছে।

মণিজা। সে কি হজরত! আমার ও সরবত খেলে মুস্ড়ে পড়া মানুষও চাঙ্গা হয়ে উঠে! মরুভূমির ওপর দিয়ে আসতে লূ লেগেই আপনার শরীরটা বেজুত হয়ে পড়েছে।

হুসিয়ার। ঠিক্ কথা! লূ লেগেই এমনটা হয়েছে।

মণিজা। আমার এ সরবত লূ বরদাস্ত্ করবার ভারী দাওয়াই!

হুসিয়ার। বটে!

মণিজা। এই নসীর! লেয়াও সরবত; জল্দী!

নসীর বান্দার সরবত লইয়া প্রবেশ।

(স্বয়ং ঢালিয়া) এই নিন হজরত।

হুসিয়ার। তবে দে বেটি! তোর কথাতো ঠেলতে পারি না—(পান) আর আমরাও তো এসে পড়েছি! ঐ না কেল্লা দেখা যাচ্ছে—(মণিজার পুনরায় প্রদান, হুসিয়ারের পান) আঃ—

মণিজা। হাঁ হজরত—ঐ যোধপুরের কেল্লা! পথে শুনলেন না—রাজা আজ কেল্লার ময়দানে ফৌজদের কাওয়াজ দেখতে এসেছেন।

হুসিয়ার। হাঁ হাঁ—রাজার সঙ্গে এইখানে দেখা করবার—(উঠিবার প্রয়াস)

মণিজা। (পুনরায় এক পাত্র দিয়া)—বসুন না হজরত,—আর একটু বিশ্রাম করুন;—ঠিক সময়েই আমরা রাজার কাছে যাবো—খান্ আর এক পিয়ালা—(প্রদান ও পান)

হুসিয়ার। আঃ—তোফা! তোফা! এতক্ষণে শরীরের জুত—খাসা—খাসা—বাহোবা কি বাগোবা—আবার—আবার? আচ্ছা দে বেটি দে—(প্রদান ও পান)

মণিজা। আপনি একটু বিশ্রাম করুন হজরত, আমি রাজার খবরটা নিয়ে আসি—

হুসিয়ার। বহুত খুব—খবর—খবর—আচ্ছা—যা বেটি যা,—নিয়ে আয় রাজার খবর! বাজীমাত—আর কি—বাস্।

মণিজা। হজরতের মেহেরবানীতে দেওয়ানাই বাজীমাত করবে।

[প্রস্থান।

হুসিয়ার। ভারী ফূর্ত্তি মনে হচ্ছে আজ! কেয়া তোফা! কেয়া তোফা! বাজীমাৎ—মাত্—একদম মাত্! বেগম-বাদশা! এবার? বাস্—কাজ ফতে! বাজীমাত! দরবেশ মিঞা আর একটু পরে এমন চাল—চা-ল-বে—রাজা পর্য্যন্ত মাত হয়ে যাবে বাবা! বেগম-বাদশা! তোমাকে ঘাল করবে—মমতাজ বেগমের এই অস্ত্র! (আলখাল্লার নিম্নে রক্ষিত কুর্ত্তার ভিতরের অংশ নির্দ্দেশ) হাঁ—ঠিক আছে! আঃ—কেয়া তোফা—দরবেশ মিঞা যেন হাওয়ার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে—হুহু তেজে—এ-এ-এ—বা—স্—ই—য়া—(শয়ন ও আচ্ছন্নভাব)

মণিজার প্রবেশ।

মণিজা। হজরত এতক্ষণে সত্যই কাত হলেন দেখছি! খোজার প্রাণ! তিন ঘণ্টা ধরে পান করেও এতক্ষণ যুঝেছে! সত্যই এবার বাজীমাতের পালা! হজরত! হজরত! ওঃ, একেবারে বেহুঁস! এবার দরবেশ মিঞার মমতাজ বেগমের অস্ত্র দুখানা হরণ করা যাক্! (যথাস্থান হইতে পত্র দুইখানি বাহির করণ) এখন

এই অস্ত্র আমার হাতে আসুক, আর নুরজাঁহান বেগমের অস্ত্র হজরতের কুর্ত্তায় ঢুকুক। (নিজের অঙ্গবস্ত্র হইতে পত্র বাহির করিয়া যথাস্থানে পত্র রক্ষা) ওঠ হজরত! রাজার নামের পত্র নিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা কর! আর দেওয়ানাও রাণীর নামের পত্র নিয়ে রাণীর সঙ্গে দেখা করতে চোলল! নসীব! আমি তৈরী, উঠ নিয়ে আয়। হাঁ, যাবার সময় হজরতের একটা কিছু নিসানাও এই সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক্— (হুসিয়ারের দাড়ী খুলিয়া লওন) চাঁচা ছোলা পোড়ার মুখ এবার প্রকাশ হোল! ওঠ হজরত! উঠে দেখ—বাজীমাত করলে কে?

[প্রস্থান।

(দুইজন যোধপুরীর প্রবেশ)

১ম। মোগলের ঘরে মেয়ে দিয়ে আর মোগলের পক্ষ হয়ে মেবারের সঙ্গে লড়াই করে মাড়বার যে কলঙ্ক কিনেছে—হাজার বছরেও তা মুছবে না।

২য়। তাহলেও এবার মাড়বারের পড়্তা ফিরেছে এটা ঠিক। মাড়বারের কলঙ্ক মোছবার জন্য রাজা রাণী দুজনেরই ধনুর্ভঙ্গ-পণ! আজ কেল্লায় কাওয়াজ, দেখলেই বুঝবে, মাড়বার কি ভাবে তৈয়ী হচ্ছে।—এ আবার কে এখানে শুয়ে হে?

১ম। তাইত! বিদেশী বলে মনে হচ্ছে না?

২য়। হয়তো কারোর গুপ্তচর! আমাদের দেখে ঘুমোবার ভান করে পড়ে আছে! (হুঁসিয়ারকে ঠেলা দিয়া) এই ওঠ ওঠ—

উভয়ে। (হুঁসিয়ারকে সবলে ধরিয়া) আরে—ওঠ্—ওঠ্—

হুসিয়ার। একি বাবা! এখনো যে শির ঝিম ঝিম করছে! কে বাবা তোমরা? কোথায় রে আমার দেওয়ানা বেটি? একি বাবা! আমার দাড়ী? আমার দাড়ী কোথায় গেল?

১ম। ও সব পাগলামো বা মাতলামোর ভান করে ছাড়ান পাচ্ছনা যাদু!

২য়। বল্ তুই কে?

হুসিয়ার। পোষাক দেখে চিনছ না চাঁদ? সারাপথ দরবেশ মিঞা সবার কাছে পেয়ে এল সেলাম,—আর এইখানে এসে তোমাদের কাছে পাচ্ছে কিনা গাল আর গলাধাক্কা মোলা'ম! এখন সত্যি করে বল, আমার দাড়ী—ওরে অ দেওয়ানা বেটি—অ নসীর বান্দা—

১ম ও ২য়। চোপরাও!

হুসিয়ার। (১ম ব্যক্তির লম্বা দাড়ীর দিকে তাকাইয়া) হুঁ—মতলবিয়া ইয়ার! পীরের সঙ্গে মামদো বাজী? দরবেশ মিঞার দাড়ীখানা বড় পছন্দ হয়েছে না? তাই বেওয়ারিস মালের মত বেমালুম তুলে নিয়ে নিজের মুখে চড়িয়েছ চাঁদ! (১ম ব্যক্তির দাড়ী সহসা আকর্ষণপূর্ব্বক) ছাড় বলছি আমার দাড়ী—

১ম। উহুহুহুহু ওরে বেটা পাজি সয়তান—ছাড়্ ছাড়্—

হুসিয়ার। তুমিই ছাড় না ধন! এর মালিক যে এই দরবেশ মিঞা—(আকর্ষণ)

১ম। ওহ্ হো—

২য়। এই যে দেখাচ্ছি মজা! বেটা মাতাল—(গলা টিপিয়া ধরণ)

হুসিয়ার। হু-হু-হু-হু—ছাড়ান দাও বাবা—ছাড়ান দাও—আমি ছেড়ে দিয়েছি—

২য়। (গলা ছাড়িয়া দিয়া) কেমন? আর মাতলামী করবে? পরের দাড়ীতে হাত!

১ম। শুধু হাত ! টেনে জখম করে দিয়েছে ! উঃ—

হুসিয়ার। আমারও আক্কেল এবার ফিরে এসেছে ! দেওয়ানা বেটি নেই, নসীর নেই, উট নেই,—সঙ্গে সঙ্গে দাড়ীও উধাও ! মাথা এবার বন্ বন্ করে ঘুরছে ; তবে বুঝি—অস্ত্রও আমার (কুর্ত্তামধ্যে যথাস্থানে হাত দিয়া) আঃ—খোদা—মেহেরবান ! বাঁচালে বান্দাকে,—ঠিক আছে ! ঠিক আছে ! যাক্ দাড়ী ! দূর হোক দেওয়ানা ! আমি ঠিক আছি—

২য়। আমরাও তোমাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি চল না,—নিশ্চয় ফন্দীবাজ ! চল রাজার কাছে কেল্লায় !

হুঁসিয়ার। কেল্লায় ? রাজার কাছে ?

২য়। আজ্ঞে হাঁ জনাব !

হুসিয়ার। তবে ত মার দিয়া কেল্লা—ইয়া আল্লা !

২য়। পালাবার চেষ্টা করেছ কি মরেছ !

হুসিযার। দরবেশ মিঞা—দেওয়ানা নয় বাবা—পালাবে না—

১ম। উঁহুহু—এখনো চড়চড় করছে—মাথা পর্য্যন্ত টনটন করছে—দাড়ী রেখে কি বিড়ম্বনা। পাজী—বজ্জাত—খুনে ! পরের দাড়ী ধরে টান !

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য ।

যোধপুর দুর্গ-প্রাসাদ ।

মহামায়া ও রাঠোর কন্যাগণ ।

রাঠোর কন্যাগণের

গীত ।

আঁধার ঘেরা এ ভারত গগনে
চকিত চপল চপলা বরণে
আমরা ভারত ললনা ।
দীপ্ত করিতে তিমির রাত্রি
মোরা জ্বালামুখী আলোক-যাত্রী
নির্ভয়া নিরাভরণা ॥
কঠোর জাগাব আজিকে আমরা
ঘুচায়ে কোমল আবরণ,
প্রলয়ের সাজে সাজিব আজিগো
খুলিয়া প্রণয় আভরণ ;
মঞ্জীরে নহে শিঞ্জিনী ;—আজি
ঝঞ্ঝা বাজাবে ঝঞ্ঝনা ॥
সবমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া আজিকে
চলিব চরম লক্ষি গো,
রক্ষিণী মোরা ধরমের নীতি
ধরম মোদের রক্ষী গো ;
সহিব না আর সরল হাস্তে
দাম্ভের শত ছলনা ॥

পিছনের স্মৃতি থাক সে পিছনে
সম্মুখে মোদের অভিযান,
পশিতে যে হবে আহবে আজি গো
আসে মরণের আহ্বান ;
মৃত্যুর মাঝে লভিতে অমৃত
সমরে মোদের সাধনা ॥

মহামায়া। এই রাঠোরের শুদ্ধি মন্ত্র,—বীরভূমি মাড়বারের মুক্তি কেতন! দুর্ভাগ্য রাঠোর রাজা উদয়সিংহ—মোগলের পেয়ারের মোটা রাজা—অজস্র অপযশ অর্জ্জন করে, মাড়বারকে রাজস্থানে সবার নীচে নামিয়ে দিয়ে গেছেন! পতিত মাড়বার এবার অগ্নিশুদ্ধ হয়ে আবার উঠছে! অর্দ্ধ শতাব্দী পরে নিদ্রাচ্ছন্ন মাড়বারের চোখের পল্লব নড়েছে—তোমরা জেগেছ বলে। যেখানে নারীর প্রাণে ধর্ম্ম, মনে শক্তি, দেহে স্বাস্থ্য, সেখানেই মহাশক্তির অধিষ্ঠান। তোমাদের শক্তিচর্চ্চায় রাঠোর আজ শক্তিমান, তোমরাই মাড়বারের গৌরব, ঐশ্বর্য্য, প্রাণ—

যশোবন্তের প্রবেশ।

যশোবন্ত। মহামায়া—

মহামায়া। এরই মধ্যে ফিরে এলে যে—এত শীঘ্র দুর্গের কায সমাপ্ত হয়ে গেল ?

যশোবন্ত। দুর্গে সেনাপরিদর্শনের কায আপাততঃ অসমাপ্ত রেখে, এরও চেয়ে আরও গুরুতর কাযে লিপ্ত হতে হল,—তোমাকে তারই বার্ত্তা দিতে দুর্গ থেকে একাই প্রাসাদে চলে এসেছি।

মহামায়া। হয়েছে কি মহারাজ ? তোমার মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে—এমন কিছু অসাধারণ ঘটনা ঘটেছে—যা উপেক্ষা করবার নয়।

যশোবন্ত। মহারাণীর অনুমান যে অতি সত্য, তার পরিচয় দেবে—এই পত্র—[পত্র প্রদান।

মহামায়া। [পত্র লইয়া] মহারাজের নামেই পত্র, পাঠাচ্ছেন—কে? (পত্রের নিম্ন অংশ দৃষ্টে) সম্রাট—সাজাহান?—তোমার সেই সুহৃদ—সাজাদা খুরম না?—এই সেদিন বাদশাহ জাহাঙ্গীর যাঁকে সাজাহান উপাধি দিয়েছেন—তিনি এরই মধ্যে সম্রাট হয়ে বসেছেন নাকি?

যশোবন্ত। সম্রাটের নাম ত পড়লে,—এখন তাঁর স্বপ্ন—কল্পনা—আকাঙ্ক্ষা—একটি একটি করে পড়—

(মহামায়া পড়িতে লাগিলেন, পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখমণ্ডলে বিস্ময়, ক্রোধ ও সংশয়ের ভাব প্রকাশ পাইল)

কুক্ষণে রাঠোর-কলঙ্ক উদয়সিংহ জাহাঙ্গীরের হস্তে কন্যা সম্প্রদান কোরে—মাড়বারেব বুকের উপর রাবণের চিতা জ্বেলেছিল! চোখ বুজ্‌লেও নিস্তাব নাই, তার তীব্র জ্বালাময় স্মৃতি মনশ্চক্ষে ফুটে ওঠে!—সেই অভাগিনী রাঠোর-কন্যার গর্ভজাত সন্তান—এই সাজাহান।—রক্তের টানে—সে আজ রাঠোরের কান দুটো টানবার জন্য হাত বাড়িয়েছে—

মহামায়া। (যশোবন্তের উপরোক্ত উক্তি কালে মহামায়ার পত্রখানি দুইবার পাঠ ও সঙ্গে সঙ্গে ভাবেব অভিব্যক্তি প্রকাশ) হুঁ!—পত্র পড়ে বুঝতে পারছি, যে কোন কারণেই হোক—সাজাদা সাজাহান বিদ্রোহী হয়ে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছে,—আর, সঙ্গে সঙ্গে মাড়বারের মহারাজকে মোগলের চির অনুগত ভৃত্যস্থানীয় মনে করে—অবিলম্বে তার চরণে সেলাম বাজাতে আদেশ করেছে। হুঁ—

যশোবন্ত। মনে করেছে এই দাম্ভিক সাজাদা—মাড়বারের যশোবন্তসিংহ, মোগল-রাজের অধীন ভৃত্য বা অনুগত প্রজা! দুরাকাঙ্ক্ষার আবর্ত্তে পড়ে সে আজ ভাবতেও ভুলে গেছে যে, পুরুষানুক্রমে মাড়বার মোগলের সহায়তা করে এসেছে—দাসত্ব নয়। সম্রাট হবার স্বপ্ন দেখেই যে এরকম পত্র লিখতে পারে—যদি সত্যই সে সিদ্ধকাম হয়—কোন্ দুরাশা না সে তখন চরিতার্থ করবে। এই সাজাদাকে আমি কিন্তু প্রীতির চক্ষে দেখতেম—

মহামায়া। আজমীরে ওঁর সঙ্গে তোমার খুবই বন্ধুত্ব হয়েছিল, আর সেই সূত্রে সাজাদার মমতাময়ী স্ত্রীর সঙ্গে আমারও অল্প ঘনিষ্ঠতা হয় নি।

যশোবন্ত। দুরাকাঙ্ক্ষার তাড়নায় আজ সে সব কথা এই সাজাদা মন থেকে মুছে ফেলেছে। পিতার বিরুদ্ধে যে অস্ত্র ধরতে পারে, তার পক্ষে সবই সম্ভব। উঃ—কি স্পর্দ্ধা এই সাজাদার;—আমিও যোগ্য জবাব দিয়েছি,—মাড়বারের সিংহ—সিংহ-বিক্রমেই মোগল-সেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

মহামায়া। সাজাদার এই পত্র রাঠোরের বীররক্ত উত্তপ্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট—তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু আমার মনে হয়—সহসা উতলা না হয়ে—ভাল করে বিবেচনা করা আবশ্যক—

যশোবন্ত। বিবেচনা!—এখনও বিবেচনা করতে চাও—তুমি?—মাড়বারের মহারাণী!

মহামায়া। এই জটিল পত্র সম্বন্ধে বিবেচনা করবার কি কিছুমাত্র অবকাশ নাই মহারাজ!—সাজাদা খুরম—এখন সাজাহান হলেও, তিনি ত কখনো এমন উদ্ধত ছিলেন না।—আর যাঁরা বর্ত্তমানে মোগল-রাজনীতির ধারার সঙ্গে পরিচিত আছেন, তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে—সাজাহানের বিদ্রোহ ঘোষণার

হেতুরও অভাব নাই। সে যাই হোক, বিবেচনার বিষয় এইটুকু মহারাজ—সাজাহানের মত বুদ্ধিমান উচ্চাভিলাষী, যে জানে—মাড়বারের সমূহ শক্তি মিত্রভাবে আয়ত্ত করা খুবই সহজসাধ্য—তার পক্ষে এমন সঙ্কট সময়—এই রকম ঘৃণ্য উদ্ধত পত্র পাঠিয়ে—মাড়বারের মত শক্তিকে শত্রু করা কি সম্ভব? আর সেটা কি এই সূত্রে স্বাভাবিক?

যশোবন্ত। এ সব তথ্য নিয়ে বিচারের কোনও আবশ্যকতা দেখছি না! তার অপরাধের প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই পত্র। (পত্রখানি স্বহস্তে লইয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) সম্রাট সাজাহান ব'লে শীল মোহর করা। আর কি চাই? জানত, চিরদিনই আমি অধৈর্য্য, অন্যায় ও অমর্য্যাদা আমি সহ্য করতে অক্ষম।

মহামায়া। মহারাজের এই ধৈর্য্যের অভাব ও হঠকারিতাই মাড়বারের বর্ত্তমান রাজনীতির একান্ত প্রতিকুল। এর পরিণাম—বিড়ম্বনাময়!

যশোবন্ত। যেখানে সম্মানে আঘাত আর মর্য্যাদার লাঞ্ছনা,—সেখানে একমাত্র পথ, একটি উপায়—এই তরবারি। পত্র পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এই বিবেচক শক্তির সাহায্য গ্রহণ করেছি। আমার সমস্ত সেনানী ও জয়দৃপ্ত আসোয়ার বাহিনী অস্ত্র কোষমুক্ত করে উত্তর দিতে ছুটেছে, আমি শুধু সংবাদ দিতে এসেছি—

মহামায়া। মহারাজ—

যশোবন্ত। অস্ত্রমুখে লাঞ্ছনার উত্তর দিতে চলেছি, বাধা দিয়োনা মহারাণী! হাঁ,—আরও এক বার্ত্তা আছে, তুবাকাঙ্ক্ষী সাজাহানকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে সেনাপতি মহাবৎ ও সাজাদা পারভেজ অভিযান করেছে,—সম্রাজ্ঞী নুরজাঁহানও স্বয়ং আমার কাছে বিশিষ্ট দূত পাঠিয়েছেন—বাদশাহের নামে,—বিনীতভাবে আমার

সহায়তা প্রার্থনা করেছেন—আমি তাতে সানন্দে সম্মতি দিয়েছি।

মহামায়া। তাহলে কি এখন আমাকে এই কথা বুঝতে হবে মহারাজ—সম্রাজ্ঞী নুরজাঁহানের নিমন্ত্রণে মাড়বারের অক্ষত শক্তি আজ মোগলের গৃহযুদ্ধে আত্মনিয়োগ করে রাজস্থানকে চমৎকৃত করবে! না মহারাজ, নিরস্ত হও; নুরজাঁহানের নাম শুনে আমার চোখে এ রহস্য ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে—

যশোবন্ত। আর আমার চোখে—এই পত্রের প্রত্যেক কথাটি, সেই উদ্ধত সাজাদার ভ্রূকুটিপূর্ণ মুখের বিকট চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে।—তার চোখ দুটো যেন রক্তমুখী হয়ে আমাকে শাশাচ্ছে—আহ্বান করছে আমাকে। রাঠোরের রক্ত তাতে শিরায় শিরায় নেচে উঠছে। উত্তর—উত্তর,—পত্রের উত্তর—এরই মুখে। (অসিমুষ্টি স্পর্শ করিলেন)—হাঁ—অস্ত্রমুখে ঐ পত্রের উপযুক্ত উত্তর দিয়ে তবে জলগ্রহণ করব—এইপণ করে চললেম, মহারাণী— [বেগে প্রস্থান।

মহামায়া। বুঝেছি—এখন তোমাকে নিবারণ করবার প্রয়াস বৃথা।—কিন্তু একি সমস্যায় জড়িয়ে পড়লুম আমরা! কিছুই বুঝতে পারছি না,—আর যাও বুঝেছি—উত্তেজিত রাজাকে তা বোঝাতেও পারলুম না।—(গবাক্ষ সান্নিধ্যে গিয়া)—ঐ ত বেরিয়ে চললেন,—আর ফেরাবারও উপায় নাই,—হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটেছে—তাই ত! (দেখিতে লাগিলেন) আর দেখা যাচ্ছে না!—(গবাক্ষের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন)—রাজপুত সব সইতে পারে কিন্তু আত্মসম্মানের লাঞ্ছনা—কল্পনাও করতে পারে না। এ জেনেও—হায়—হতভাগ্য সাজাদা!—কিন্তু এখনও মনে পড়ছে—এই সাজাদার সেই মধুরভাষিণী স্ত্রীর সুন্দর মুখখানি—সেই মিষ্ট কথা—

প্রহরিণীর প্রবেশ।

মহামায়া। কি সংবাদ?

প্রহরিণী। মা! আগরার রঙ্গমহল থেকে এক দেওয়ানা এসেছেন; আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

মহামায়া। দেওয়ানা! আগরার রঙ্গমহাল থেকে আসছে? কি প্রয়োজন, কিছু বললে?

প্রহরিণী। বেগম মমতাজমহলের কাছ থেকে আসছেন।

মহামায়া। মমতাজের কাছ থেকে!—যাও, তাকে এখনই নিয়ে এস, এইখানেই।

[প্রহরিণীর প্রস্থান।

তখন সে আবজবন্দ্ বানু—যখন আজমীরে আলাপ হয়; আজ সে মমতাজ—তারই কথা এইমাত্র ভাবছিলুম—

মণিজাকে লইয়া প্রহরিণীর প্রবেশ।

মণিজা। সেলাম—রাণী সাহেব!

মহামায়া। এস, এস; তুমি আমার প্রিয় সখী মমতাজের কাছ থেকে আসছ; তাই তোমাকে আপনার প্রিয়জনের মত সম্ভাষণ করছি। তা এতদিন পরে হঠাৎ আরজ আমাকে কি মনে করে খোঁজ করছে ভাই?

মণিজা। আমি ত তা জানি না রাণী—বেগম আপনাকে এই চিঠি দিয়েছেন। (পত্র প্রদান)

মহামায়া। (পত্র পাঠ পূর্ব্বক মহাবিস্ময়ে) আশ্চর্য্য! একই তীব্র ভাষা উভয় পত্রে! তার স্বামী ভারতের সম্রাট বলে নিজেকে ঘোষণা করেছে;—সেই হিসাবে আরজ সম্রাজ্ঞী হয়ে রাঠোর-রাণীকে ডেকে পাঠিয়েছে—আজমীরে তার—সেবা করতে! রাঠোর-

রাজ হবেন নূতন সম্রাটের তাঁবেদার, আর তাঁর রাণী হবেন সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের বাঁদী! এত অনুগ্রহ!! আরজ—আরজ—আমাকে এমন পত্র লিখতে পারলে! যা স্পর্শ করেও আমি নিজেকে অশূচী মনে করছি। (পত্র নিক্ষেপ) তবে কি তার সম্বন্ধে আমি এত বড় একটা ভুল ধারণা করে এসেছি? (মণিজার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ নেত্রে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) নিশ্চয় এ জাল পত্র। (কঠোর তীক্ষ্ণ স্বরে)—সত্য বল, আরজের নাম করে কে এ পত্র পাঠিয়েছে?

মণিজা। সত্য ধর্ম্মের আশ্রিতা দেওয়ানাকে আজ কি মরুভূমির রাণীর কাছে সত্য শিখতে হবে?

মহামায়া। মরুভূমির সিংহীর সঙ্গে তুমি ছলনা করতে এসেছ! তোমার মুখ চোখ ভঙ্গী প্রত্যেকটী আমাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে—তুমি কখনই সত্যের আশ্রিতা নও! মরুভূমির মধ্যে থেকেও আমি স্বর্ণভূমি আগরার সকল সংবাদ রাখি। আগরায় ঝড় উঠেছে, তাও জানি। মরুভূমির প্রতপ্ত বালির এখন খুব প্রয়োজন, তাও বুঝি! আর কার রহস্যময় হস্তের স্বার্থের তুলি এই রামধনু রচনা করেছে তাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সত্যশীলা দেওয়ানা! তোমার সত্যধর্ম্মের নামে শপথ করে বলতে পার, তুমি নুরজাঁহানের বার্ত্তাবাহিকা নও?

মণিজা। আমি এখানে শপথ করতে আসিনি; পত্র এনেছি,—পত্রের উত্তর চাই।

মহামায়া। পত্রের উত্তর অবশ্যই পাবে,—তবে কিছু বিলম্বে। তুমি যখন সত্য বলতেও প্রস্তুত নও, শপথ করতেও অসম্মত; তখন আমাকেই সত্য প্রমাণ করতে হবে। মমতাজ বেগমের কাছ থেকে সংবাদ না আসা পর্য্যন্ত তোমাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে।

মণিজা। (স্বগতঃ) সত্যই মরুভূমির সিংহী ! (প্রকাশ্যে) রাণী, উত্তর না দেন ক্ষতি নেই ; কিন্তু আমি অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নই ! সেলাম !

মহামায়া। দাঁড়াও ! এ আগরার রঙমহল নয়, মরুভূমির মরিচিকা ; যাওয়াটা আপাততঃ স্বেচ্ছাধীন নয়।

মণিজা। দুনিয়া যাঁর অধীন, তাঁর ইচ্ছায়ও নয় ? (পাঞ্জা প্রদর্শন)

মহামায়া। (হাসিয়া) বাদশাহী পাঞ্জা ! দুর্ভাগ্য তোমার বাদশার— মরুভূমি ওর কদর করতে আপাততঃ ভুলে গেছে !

মণিজা। (কটিতট হইতে ক্ষিপ্রহস্তে ছুরীকা বাহির করিয়া) এ দেখেও যে কুর্ণিশ না করে—তার এই শাস্তি !—(মহামায়াকে আক্রমণ ও ক্ষিপ্রহস্তে মহামায়া কর্ত্তৃক ছুরিকাসহ হস্ত ধারণ) (প্রহরিণী এই সময় ছুটিয়া আসিয়া বর্শা তুলিল)

মহামায়া। (বাম হস্তে প্রহারিণীকে নিষেধ পূর্ব্বক) চরমে উঠবে তা জানতুম ! কিন্তু এ রাজপুতনীর হাত,—হাতীর শুঁড় ভেঙ্গে দেয় ! (মণিজার হাত হইতে ছুরিকা দূরে বিক্ষিপ্ত হইল, প্রহরিণী তাহা তুলিয়া লইল, এই সময় মণিজার কটিদেশ হইতে একখানি পত্র পড়িয়া গেল, মণিজার তাহা হস্তগত করিবার প্রয়াস, ক্ষিপ্রহস্তে মহামায়া তাহা কুড়াইয়া লইলেন) (পত্রখানি আয়ত্ত করিবার জন্য মণিজার প্রয়াস দৃষ্টে) ও চাঞ্চল্য বৃথা ! বুঝিছি—এই তোমার মৃত্যুবাণ ! (মহামায়ার পত্র পাঠ, মণিজার ব্যগ্র প্রয়াস, প্রহরিণীর বর্শা লক্ষ্য ও ভ্রুকুটি) এইত মমতাজের পত্র !—হাঁ এই আমার আরজের উপযুক্ত ভাষা। দুঃসাহসী উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বামীর জন্য আমার কাছে সাহায্য চেয়েছে। (প্রহরিণীর প্রতি) আমি না আসা পর্য্যন্ত ঐ ঘরে একে আটক ক'রে রাখ্—

প্রহরিণী। (বর্শা নির্দ্দেশে)—চল্ ঐ ঘরে—

মণিজা। (যাইতে যাইতে)—আমিও আফগানের মেয়ে—দেখি কি কর্‌তে পারি—

[প্রহরিণী-নির্দ্দেশে প্রস্থান।

মহামায়া। চক্রীর চক্রান্তে উদ্‌ভ্রান্ত রাজা বিশ্বাসী উদার সাজাহানকে—আমার আরজের স্বামীকে চূর্ণ কর্‌তে ছুটেছেন! ফেরাতে হবে, ফেরাতে হবে;—আরজ—আরজ! তোমার জন্য মাড়বারের সর্ব্বস্ব পণ—

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য ।

আজমীরের পথ

হুসিয়ার ।

হুসিয়ার । নিজের বুদ্ধির দোষে সব হারালুম ! মাড়বারের রাজাকে হাত করা দূরের কথা, ভুষমণ করে চললুম ! বরাবব মমতাজ মা বলেছিল, পথে যেন কাউকে বিশ্বাস না করি ! স্বপ্নেও ভাবিনি, নুরজাঁহান বেগমের গোয়েন্দা দেওয়ানা সেজে আমার পেছু নিয়েছে ! কি করে মুখ দেখাব আমি মমতাজ মার কাছে !

(নেপথ্যে মণিজার গীত)

মেরে সাহব আয়ে আজ
খেলন ফাগরী ।
বাণী বিমল সগুণ সব বোলে
অতি সুখ মংগল রাগরী ॥
চাচর সরস সখা সংগ বোলে
অনহদ বাণী রাগরী ॥

হুসিয়ার । তাজ্জব ! তাজ্জব ! সেই—সেই—আওয়াজ ! কবীর সাহেবের সেই সাধা গান ! নিশ্চয় সেই গোয়েন্দা দেওয়ানার গলা ! তবে কি সে—ওই যে—ওই যে— গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে— না না—ওযে রাজপুতের মেয়ে ! কিন্তু গলা সেই,—কে ও ? বড় ত তাজ্জব দেখছি !—ভাল, আমিও অন্তরাটা ধরি না কেন,—তা হলেই এগিয়ে আসবে—

(হুসিয়ারের গীত)

শব্দ শুনত অনুরাগ হোত হৈ
ক্যা সোবে উঠ জাগরী।
পাণি আদর পবন্ বিছৌনা
বহুত করেঁ সনমানরী॥

মণিজার গীত করিতে করিতে প্রবেশ।

প্যারে হম ঘর কন্ত সুজান
খেলৌ রঙ্গ হোরী।
জনম-জনমকী মিটী হৈ কল্পনা
পায়ো জীবন প্রাণরী॥
বাজত তালে মৃদঙ্গ ঝাঁফ ডফ
অনহদ শব্দ গুলজাররী॥

মণিজা। চিনতে পারছ না দরবেশ মিঞা! সেলাম!

হুসিয়ার। হুঁ, বুঝতে পেরেছি! ভোল ফিরিয়েছ!

মণিজা। সে উভয়ত! অবস্থা দুজনেরই সমান। তবে তুমি একদম মাত্ হয়ে গেছ, আর আমি তারি মধ্যে অর্দ্ধেক কায হাসিল্ করে চলেছি। যাক্—এখন তোমাকে কি বলে ডাকব? হজরত, না—হুসিয়ার?

হুসিয়ার। দাঁড়াও সয়তানী—তোমার গোয়েন্দাগিরী ঘোচাচ্ছি—

ছোরা বাহির করিয়া আক্রমণ প্রয়াস,
সঙ্গে সঙ্গে চারিজন
বর্শাধারী খোজার প্রবেশ।

মণিজা। হাঃ হাঃ হাঃ, খোজা হুসিয়ার! এই বুদ্ধি নিয়ে ছদ্মবেশে কায হাসীল করতে এসেছিলে! দাড়ীও খোয়ালে, পত্রও হারালে,

এখন মুখে চুণ কালি মেখে মমতাজের শিবিরে যাও। তোমার মত তুচ্ছ একটা পোকাকে মেরে কোন লাভ নেই। সারা পথ এরা আমার অনুসরণ করে এসেছে,—তুমি মুর্খ, অন্ধ, অর্ব্বাচীন, কিছু দেখ নি! আর কখনো এমন কাযে হাত দিয়ো না—

[মণিজা ও খোজাগণের প্রস্থান।

হুসিয়ার। খোদা! খোদা!—না তোমাব দোষ কি! সত্যই আমি মুর্খ, সত্যই আমি অন্ধ! যা নসীবে আছে তাই হবে,—আমি মা মমতাজের কাছে সত্যই সব বলব। আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরদারী করতে এলে এমনিই হয়! রহস্তের ভাণ্ডার খুজতে এসে পথ হারিয়েছিলুম, যখন সন্ধান পেলুম, দেখলুম, চাবি তার হারিয়ে বসেছি! বুঝিছি খোদা! এ তোমারই ইচ্ছা!

গীত।

সাঙ্গ হল রঙ্গলীলা ধেয়ে এল অন্ধকার
হল গাঢ়তর আরো চিররুদ্ধ নিয়তির দ্বার।
অন্ধকারের মিনার থেকে দেখাও তুমি আলো
অন্ধদাসে কর দয়া, সাথী হয়ে, আগে চলো;
করুণার কণা করুণায় ঢালো, ওগো! করুণা-সুধার
পারাবার॥

পঞ্চম দৃশ্য।

নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী রণস্থলের একাংশ।

সাজাহানের শিবির সম্মুখ।

সাজাহান।

সাজাহান। মাড়বার—মাড়বার! অখণ্ড বিশ্বাসে তোমার উপর নির্ভর করে সাহায্য চেয়েছিলেম,—তার উত্তরে তুমি চোখ রাঙ্গিয়ে তলোয়ার খুলেছ! সম্রাজ্ঞী নুরজাঁহানের ভ্রুকুটি যে তোমার মত দাম্ভিক রাঠোরের কর্ত্তব্য ঘুরিয়ে দেবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। সেই নারীর কুটচক্র থেকে মুহ্যমান পিতার উদ্ধার, বিপর্য্যস্ত শাসন-তন্ত্রের সংস্কার, মহান মোগল-সাম্রাজ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা—মাড়বার—মাড়বার! এ স্বপ্ন সফল হত—সত্য হত—সার্থক হত,—যদি তুমি—তুমি—উঃ! সমস্ত পণ্ড করে দিলে বিশ্বাস-ঘাতক! হুঁ!—কিন্তু,—হাঁ—আমিও—আমিও সাজাহান! হৃদয় পেতে রেখেছিলেম নিজে—তোমাকে সাদরে গ্রহণ করব ব'লে;—আর এখন—হাঁ, এখন—রস্তম আলি—রস্তম আলি,—আমার সব চেয়ে দুর্দ্ধর্ষ নিষ্ঠুর সেনানী—দশ হাজার তাজা অশ্বারোহী নিয়ে তোমার অভ্যর্থনা করবে—

দারার প্রবেশ।

দারা। বাবা, বাবা—রস্তম আলী সমস্ত সৈন্য নিয়ে মহাবৎখাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

সাজাহান। কে—কে? রস্তম আলি?—রস্তম আলি বিশ্বাসঘাতক?

দারা। আওরঙ্গজেব নিজে সেই বিশ্বাসঘাতককে বধ করবার জন্য ঘোড়া

ছুটিয়ে শত্রুদলে ঢুকেছে ; বাধা মানলে না। সেই বাঙ্গালী বীর সুন্দরলাল ঢালের মত তাকে আগলে ফেরাবার চেষ্টা করছে।

সাজাহান। আওরঙ্গজেব—আওরঙ্গজেব!—সে বুঝি তাহলে বুঝতে পেরেছিল—তার হতভাগ্য পিতার সর্ব্বস্ব নির্ভর করছিল—ঐ বেইমান বিশ্বাসঘাতক সয়তানের কার্য্যের উপর! গেল গেল, একে একে সব গেল—মাড়বার গেল—রুস্তম আলি গেল—এইবার ভীমসিংহ—ভীমসিংহ—

সুজার প্রবেশ।

সুজা। বাবা, বাবা! ভীমসিংহ যুদ্ধে মারা গেছেন—

সাজাহান। ভীমসিংহ হত! মেবারের অসমসাহসী সুহৃদ আমার—সেও গেল, বাস্—এইবার ভারতের সিংহাসন কজ্জীর আয়ত্তে এসে পড়েছে—সারা হিন্দুস্থান কুর্ণিশ করতে পায়ের তলায় শুয়ে পড়েছে! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—খাসা—খাসা! যাকেই অবলম্বন মনে করে হাতখানার ভর দিতে যাচ্ছি—সেই শিউরে সরে যাচ্ছে!

ছদ্মবেশী মহাবতের প্রবেশ।

মহাবত। সাজাহান—

সাজাহান। কে আপনি হজরত?

মহাবত। এই পরিচ্ছদ সাজাদাকে ভ্রান্ত করতে পারে, কিন্তু এই কণ্ঠস্বর ত সাজাদার অপরিচিত নয়!

সাজাহান। একি—সেনাপতি? খাঁ সাহেব! আপনি? আমার শিবিরে—এই যুদ্ধের সময়?

মহাবত। ক্ষতি কি ? আর এতে বিস্মিত হবারও কিছু নেই। তোমার আমার সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করছে, আর তাদের চালনা করছে—আমাদের মস্তিষ্ক—শিবির থেকেই। তুমিও তলোয়ার খুলে লড়ছ না, আমিও না। কাযেই মনে হল, এই অবসরে একবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্ব্বটা সেরে ফেলি। আর সহজে সাক্ষাৎ পাবার আশায় সাধু সেজেই এসেছি, তা বোধ হয় বুঝেছ।

সাজাহান। আমার সমস্ত সহায় সম্পদ এক একটি করে সাধুভাবে ছিনিয়ে নেবার পর, এ সাধুর সাজ আপনার পক্ষে খুবই শোভন হয়েছে খাঁ সাহেব !

মহাবত। এ অনুযোগ শোনবার জন্য আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি সাজাদা। কিন্তু এতে কুণ্ঠার কিছু নাই,—কূট যুদ্ধের এও একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ।

সাজাহান। বৃদ্ধ বয়সে সেনাপতি মহাবৎ খাঁ এই শিক্ষাটি বোধ হয় মহিমময়ী ভারত-সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকেই আয়ত্ত করেছেন! যাক্—এ অধীনের শিবিরে সেনাপতির আগমনের কারণ ?

মহাবত। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের স্নেহের দুর্গে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অভিপ্রায়ে—

সাজাহান। রহস্য উপভোগ করবার মত মানসিক অবস্থা আমার এখন নয় সেনাপতি—বান্দার প্রতি আর কোন আদেশ আছে ?

মহাবত। আমার কথাটা কি সত্যই রহস্য মনে করলে সাজাদা ?

সাজাহান। যদি আপনার কথার কোন সার্থকতা থাকত, আমি শুনে কুর্নিশ করতেম, সেনাপতি।

মহাবত। সাজাদা, তোমার মহিমাময় পিতার স্নেহময় মূর্ত্তি মনে করে এখনো নিরস্ত হও—

সাজাহান। খাঁ সাহেব—খাঁ সাহেব—

মহাবত। তোমার প্রতি বাদশাহের কি গভীর স্নেহ—কি মর্ম্মান্তিক আকর্ষণ—একবার কল্পনা কর সাজাদা!—কার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছ, যুদ্ধ ঘোষণা করেছ,—আর এই গৌরবহীন গৃহযুদ্ধের শোচনীয় পরিণাম—

সাজাহান। পরিণাম—পরিণাম!—আপনি তার কি জানবেন সেনাপতি,—কেন, কি জন্য, কি প্রয়োজনে, হৃদয়ের সঙ্গে অহর্নিশি যুদ্ধ করে. ক্ষত বিক্ষত হয়ে—কি উচ্চ পরিণাম ভেবেই এই জীবনযুদ্ধে মেতেছিলেম!—অন্যে কি জানবে—কি পরিণাম আকাঙ্ক্ষা করে, আমার পরম আরাধ্য স্নেহময় পিতার বিরুদ্ধে খড়্গ উত্তোলন করেছি,—জানে শুধু এই বিক্ষুব্ধ অন্তর, আর জানেন—অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর!—পরিণাম ভেবেই না এক বিরাট শোভাময় মহান প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেম—পরিণাম ভেবেই না স্বার্থশূন্য নির্ম্মল পিতৃভক্তির সুষমায় আমার সেই কল্পিত প্রতিষ্ঠান—মহিমাময় অবদান—আমি উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছি সেনাপতি, আমাকে মার্জ্জনা করুন—

মহাবত। যেমন পিতা, তেমনই পুত্র; একই ধারা দুই বক্ষে বহে চলেছে!—শোনো সাজাদা,—এখনো বিবেচনা করে দেখ!—প্রথম হতেই তুমি ভ্রমের ভিতর দিয়ে তোমার যাত্রা আরম্ভ করেছ;—এখনো ফেরো,—পরিত্রাণের উপায় আছে।

সাজাহান। পরিত্রাণের পথগুলি ত যথাসম্ভব আপনিই পরিষ্কার করে রেখেছেন সেনাপতি!—বিশ্বাসঘাতকতায় মাড়বারকে আয়ত্ত করেছেন। স্বর্ণ বৃষ্টি করে আমার সৈন্যদের বশীভূত করেছেন—

মহাবত। যুদ্ধ শুধু অস্ত্রে নয় সাজাহান,—সৈন্যবলই শুধু বল নয়। তুমি জাননা, দুনিয়া স্বার্থের কাঙ্গাল, অর্থের দাস।—প্রচুর সৈন্য তুমি পেয়েছিলে, কিন্তু করলে কি? অর্থের অফুরন্ত ভাণ্ডার

তোমার ছিল,—অব্যবস্থায় তাও হারিয়েছ!—অর্থাভাবে মন্সবদার আলিমহম্মদ বিরূপ হলে—তোমার স্ত্রী কন্যা—গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলে দিয়েছিলেন—মনে আছে?

সাজাহান। মনে নেই!—কিন্তু আশ্চর্য্য এই—এ তথ্যও খাঁ সাহেবের অবিদিত নয়! এখন বুঝতে পারছি—বিশ্বাসঘাতক আলি মহম্মদ—আমার প্রাণাধিকা মমতাজের—আমার আদরিণী জাহানারার—অঙ্গের সমস্ত জেবর—হাত পেতে নিয়েও—

মহাবত। সিন্নিও খেয়েছিল, আবার ভরাও ডুবিয়েছিল, কেমন?

সাজাহান। এখন বুঝতে পারছি—কার চক্রান্তে—কার পরামর্শে সে শয়তান—হুঁ—

মহাবত। তবু যুদ্ধ করা চাই, সাজাদা?

সাজাহান। চমৎকার, খাঁ সাহেব, চমৎকার!—এবারের অভিপ্রায় বুঝি মিষ্ট বাক্যে মুগ্ধ করে আগরায় নিয়ে গিয়ে কায হাসিল করা? সেলাম খাঁ সাহেব, সেলাম—

মহাবত। সে ইচ্ছা থাকলে খাঁ সাহেব আজ হিতার্থীরূপে পরামর্শ দিতে সাজাদার শিবিরে আসত না! যে অনায়াসে তোমার সমস্ত অবলম্বন একটি একটি করে ভেঙ্গে দিতে পেরেছে,—তার পক্ষে শিষ্টাচারের পরিবর্ত্তে—শক্তিসাহায্যেই সাজাদাকে আগরায়—মহিমাময় সম্রাটের সম্মুখে নিয়ে যাওয়া—

সাজাহান। তাহলে সেই চেষ্টাই করুন,—আমিও প্রস্তুত! পরম শত্রু হলেও আপনি আমার শিবিরে অভ্যাগত, এর বেশী উদ্ধত কথা আপনার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করতে আমাকে আর বাধ্য করবেন না খাঁ সাহেব! সেলাম।

মহাবত। তবে তাই হোক,—চরম পরিণামের জন্য প্রস্তুত হও সাজাদা! আমি চললেম। (কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সহসা ফিরিয়া) হাঁ—একটা কথা বলে যাচ্ছি তোমাকে—সাজাদা পারভেজ—শেষ পর্য্যন্ত তোমার অনুসরণ করবে জেনো! চললেম্। (পুনরায় ঐভাবে ফিরিয়া)—হাঁ—যুদ্ধে তুমি বাজী হারবে এটা নিশ্চিত—যদি হার—ঐ নর্ম্মদা ছাড়া তোমার পরিত্রাণের পথ নেই ;—এখনো বুঝে যুদ্ধ কর। চললেম্!—(ফিরিয়া)—হাঁ—হাঁ—কি বলছিলেম—হাঁ,—যুদ্ধে উত্থান পতন নির্ভর করে যে সময়—যুদ্ধের মালিক তখন শিবিরে বসে হুকুম চালায় না—নিজে ঘোড়ায় চড়ে রণস্থলে ছুটে যায়—সৈন্যদের দেখা দিয়ে মাতায়—যুদ্ধ জয় করে। এখনো বুঝে—পরিণাম ভেবে—হাঁ চললেম সাজাদা—

[প্রস্থান।

সাজাহান। তবে কি—তবে কি—

(আওরঙ্গজেব ও সুন্দরলালের প্রবেশ)

আওরঙ্গজেব। বাবা—বাবা! এই বাঙ্গালীকে শাস্তি দিন, এ সাজাদাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জোর করে ফিরিয়ে এনেছে ;—আর একে বখসিস্ দিন—এই বাঙ্গালী বীর রুস্তম আলীকে স্বহস্তে বধ করেছে।

সাজাহান। সাবাস্—সাবাস্ সুন্দরলাল!—বিশ্বাসঘাতক বেইমান রুস্তম আলি!—ঠিক—ঠিক হয়েছে!—আশা—আবার আশা মনে জাগছে!—সুন্দরলাল! যদি ঈশ্বর দিন দেন, এর পুরস্কার পাবে,—তোমার এ কীর্ত্তি আমার স্মরণ থাকবে।—ঘোড়া—ঘোড়া—

নেপথ্যে। ঘোড়া প্রস্তুত জাঁহাপনা—

(মমতাজ ও জাহানারার প্রবেশ)

মমতাজ। আমরাও প্রস্তুত হয়ে এসেছি—

সাজাহান। ওঃ—তাজ—তাজ—জাহানারা—আমি যে—হাঁ—তোমাদের কথা বিস্মৃত হয়েই—

জাহানারা। বাবা—বাবা—

সাজাহান। মা আমার,—আর ত—আর ত—অপেক্ষা করবার অবসর নেই!—হাঁ—সুন্দরলাল! সাজাদা আওরঙ্গজেব তোমাকে শাস্তি দিতে বললে না,—আমি তোমাকে শাস্তি দিয়েই যাচ্ছি; কঠিন শাস্তি সুন্দরলাল—শোন,—জান—এ বুক এদের স্নেহে ভরে আছে—আমার বিজয়ের চেয়ে—সাম্রাজ্যের চেয়ে এরা আমার প্রিয়তম,—এদের পরিত্রাণের স্থান—নর্ম্মদার পরপার,—এ ভার তোমার উপর দিয়ে যাচ্ছি—এই তোমার শাস্তি!

সুন্দরলাল। জাঁহাপনা! ঈশ্বরের নামে শপথ—জীবন পণ করে আমি এই খ্যাতিময় শাস্তি বরণ করে নিচ্ছি।

জাহানারা। বাবা—বাবা—

মমতাজ। এভাবে কখনো যে তোমাকে বিদায় দিই নি! তোমার কি হবে প্রভু! বিশ্বাসঘাতক তোমার চতুর্দ্দিকে,—না—না—আমরা নিরাপদ হতে চাই না—

সাজাহান। তাজ—

জাহানারা। আমাদের ছেড়ে—কোথায় যাবে তুমি বাবা—না—আমি যেতে দেব না—

সাজাহান। মা!—ছেড়ে দাও! তুমি সাজাহানের মেয়ে! তাজ!

(নেপথ্যে তোপ ও তূর্য্যধ্বনি)

ঐ—ঐ—তাজ—তাজ—সম্মুখে ঐ শত্রুসেনার বিজয় উল্লাস,—
পশ্চাতে খরস্রোতা নর্ম্মদার উন্মত্ত উচ্ছ্বাস !—এর মধ্যস্থানে
রেখে চললেম তোমাদের—রক্ষক বাঙ্গালী সুন্দরলাল !—

[সাজাহান অশ্রুপূর্ণলোচনে মমতাজের দিকে চাহিয়া ছুটিয়া চলিয়া
গেলেন,—মমতাজ তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, জাহানারা
পিতার দিকে উদ্বেলিত ভাবে অগ্রসর হইলেন,—সুন্দরলাল
তরবারি-হস্তে নতজানু হইয়া নর্ম্মদার দিকে যাইবার
অনুমতি ভিক্ষা করিলে—সাজাহানের গতির
দিকে চাহিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে
মমতাজ ও জাহানারা চলিয়া গেলেন,
সুন্দরলাল পশ্চাৎ পশ্চাৎ
চলিলেন]

———

ষষ্ঠ দৃশ্য।

আগরা দুর্গ-প্রাসাদ,—সম্রাট কক্ষ।

জাহাঙ্গীর, নুরজাঁহান, আসফ খাঁ, মহাবৎ খাঁ।

নুরজাঁহান। সাম্রাজ্যের সৌভাগ্যক্রমে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ আমাদের সহায় হয়েছেন,—তাই নর্ম্মদার যুদ্ধে সম্রাট-সৈন্য জয়ী হয়েছে। কিন্তু মহাবৎ,—এ জয়োল্লাস আজ সার্থক হত, যদি সাজাহানকে ধরে এনে পিতৃস্নেহে তার ঔদ্ধত্যের গ্লানি ধুয়ে দিয়ে তাকে আবার আমাদের করে দিতে পারতে!

জাহাঙ্গীর। আহা!—সাম্রাজ্ঞীর কি করুণা দেখেছ আসফ খাঁ—শুনছ হে মহাবৎ?—দুর্ভাগ্য সাজাহান! এ স্নেহের পরশ—হেলায় প্রত্যাখান করলে!—হাঁহে মহাবত, আমার অতগুলো নাতী নাত্‌নী তাদের একটাকেও নিয়ে আসতে পারলে না আমার কাছে?

মহাবত। চেষ্টার ত্রুটি করি নি সম্রাট,—কিন্তু সমর্থ হই নি! বালক সাজাদারা নিজেরা যুদ্ধ করেছে।

জাহাঙ্গীর। বল কি!

মহাবত। রুস্তম আলি যখন বিশ্বাসঘাতকতা করলে,—সাজাদা আওরঙ্গজেব তাকে কাটবার জন্য তলোয়ার খুলে পিছু পিছু ছুটে এসেছিল—

জাহাঙ্গীর। বটে!—ওরে,—ওকে কেউ চেনে নি,—ও শালা মোগল কুলের মুশল! ও এক চীজ!—তারপর? তারপর?

মহাবত। ঐটুকু ছেলের কি তেজ—কি তন্বী! কিন্তু তাকে ধরা গেল না;—সেই বাঙ্গালী বীর তাকে রক্ষা করছিল;—সেই

সাজাদার সাধ মেটালে—রুস্তম আলিকে কেটে ফেলে—আহত সাজাদাকে চক্ষুর নিমিষে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল!—কেউ তাদের ধরতে পারলে না!

নুরজাঁহান। এই বাঙ্গালী বীরকে আমি বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তার পদ দিতে চেহেছিলেম!

জাহাঙ্গীর। ঈশ্বরের সূক্ষ্ম বিচার,—তার মেজাজের মত মেজাজীর সঙ্গেই তাকে মিলিয়ে দিয়েছেন!—সেই অসম সাহসী বাঙ্গালী আগরার আম দরবারের সমস্ত পাহারা ভেদ করে সটান সম্রাটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল!—সাজাহান ছাড়া এমন সাহস আমি আর কারো দেখি নি!—হাঁ,—আর একজনের দেখেছিলেম—(নুরজাহানের দিকে চাহিলেন,—নুরজাঁহানও কথার অর্থ বুঝিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ সপ্রতিভভাবে দৃষ্টি ফিরাইয়া ভাব পরিবর্ত্তন করিলেন)—আচ্ছা মহাবৎ,—আমাব নাতনীটিকে দেখেছিলে? তার কোন খবর পেয়েছিলে?

মহাবত। তাকে দেখিনি, তবে খবর পেয়েছিলুম সম্রাট!—আলি মহম্মদ অর্থের জন্য বিদ্রোহী হলে—সাহাজাদী গায়ের সমস্ত গয়না খুলে দিয়েছিলেন—

জাহাঙ্গীর। কি বললে মহাবত? আমার—আমার নাতনী—অর্থের জন্য গায়ের জেবর তার—ওবে কে আছিস্—আলি মহম্মদ—আলি মহম্মদ—

মহাবত। সম্রাট! আলি মহম্মদ সাজাদা পারভেজের সঙ্গে আছেন, সাজাদীর জেবর কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

জাহাঙ্গীর। নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! ওঃ—হাঁ, আসফ খাঁ,—কোষাগার থেকে এখনি সে সব আমার কাছে নিয়ে এস, আমি দেখব—আমি দেখব—

নুরজাঁহান। আদরিণী নাতনীর গায়ের গয়না নিয়ে একটা রহস্য-খেলার এই ঠিক সময় জাঁহাপানা!

জাহাঙ্গীর। রহস্যের খেলা? তুমি—তুমি একে রহস্য বলতে চাও সম্রাজ্ঞী!—(তখনও আসফ খাঁ যান নাই দেখিয়া সোচ্ছ্বাসে) যাও নি আসফ খাঁ,—যাও—যাও—যাও—নিয়ে এস সে সব—জলদি—

[আসফ খাঁর প্রস্থান।

তুমি বুঝবে না, তুমি বুঝবে না;—আর—এ বোঝাবারও নয়! ঘরে বাইরে যেখানে যাই, সেখানেই দেখতে পাই—তাদের হাতের চিহ্নগুলো যেন জ্বল্ জ্বল্ করছে!—এখানেও—এই ঘরেও—এর চার ধারেই!—আমার এই সোফার উপর কালি কলমের নক্সা দেখতে পাচ্ছ?—মহাবত—দেখছ!—এ সেই বড় নাতিটার কীর্ত্তি! ছবি আঁকছিল—ছবি আঁকছিল—আমার সোফার গায়ে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—মুছতে দিই নি, নিশানা তার এঁটে আছে! ওই দেখছ মহাবত—জয়পুর থেকে তুমি হাতীর দাঁতের মন্দির এনেছিলে—ঐ দেখো—সেজ শালা তার চুড়োটা ভেঙ্গে দিয়ে কেমন তার চিহ্ন রেখে গেছে!

নুরজাঁহান। আর প্রাণাধিক পুত্র সাজাহানের কোনও স্মৃতিচিহ্ন সম্রাটের মানসচক্ষে এখন ফুটে উঠছে না! অন্ততঃ আম-দরবারের তার সেই দৃপ্ত চেহারাখানা—তলোয়ার খুলে আস্ফালন—সম্রাটের চখের উপর ভ্রূকুটি—

জাহাঙ্গীর। হটে গেছি সম্রাজ্ঞী—আরও অনেক পেছনে!—যেখানে জাগছে দুটি উল্লাসময় উজ্জ্বল চোখ, চাঁদের মত শুভ্র সুন্দর একখানি মুখ! হাফেজের ঐ কবিতার ছবিখানা দেখছ,—চার ছত্র—কবিতার নীচে—আর দুটো ছত্র—বেঁকা বেঁকা অক্ষরে

লেখা,—দেখতে পাচ্ছ মহাবৎ—দেখ দেখ—(উল্লাসে)—আমার সেই নাতনী—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ নিজে রচে লিখেছে —আমি রোজ রোজ ওই দেখি আর পড়ি,—পড়তে—পড়তে এঃ! সত্যই আমি পাগল হয়েছি!—হাঁ,—তারপর মহাবৎ, কি বলছিলে? হাঁ—বলত মহাবৎ, এখন তারা কোথায়, কি করছে?

মহাবত। সাজাদা সাজাহান এখন দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় নিয়েছেন।

জাহাঙ্গীর। দাক্ষিণাত্যে?—বাঙ্গলায় নয়?

নুরজাঁহান। আপাততঃ সাজাহানের দাক্ষিণাত্যে যাবার অভিপ্রায়—তাব সেখানকাব জায়গীর থেকে শক্তি সঞ্চয়। তারপর সে যাবে বাঙ্গালায়।

জাহাঙ্গীর। সে পথও ত দূরদর্শিনী সম্রাজ্ঞী আগে হতেই রুদ্ধ করে রেখেছেন! বায়রাম খাঁর পুত্র খানখানান দরাব খাঁ প্রচুর সৈন্য নিয়ে না বাঙ্গলায় গেছেন সাজাহানের সঙ্কল্প পণ্ড করতে! হাঁ—মহাবৎ, দাক্ষিণাত্যে সাজাহানের অনুসরণ করবার কি ব্যবস্থাটা করে এলে, শুনি।

মহাবত। সাম্রাজ্ঞীব আদেশে আমি মহারাজ যশোবন্তসিংহের সম্বর্দ্ধনার দরবাবে যোগদানের জন্য রাজধানীতে ফিরে এসেছি,—দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ চালাবার ভাব—

নুরজাঁহান। সাজাদা পাবভেজ গ্রহণ কবেছেন।

জাহাঙ্গীর। তাত করবেনই। তিনি যে তাঁর ভাই গো! ভাই জীবন যুদ্ধে হেরে জীবন নিয়ে, স্ত্রীপুত্র পবিবার নিয়ে পালাচ্ছে,—তাই না, তাদের জবাই করতে কসাইএর মত ভাই আজ ছুটেছে! এই দুনিয়া; ঈশ্বরের কি খাসা কারখানা!—হাঁ,—এখন কাযের কথা হোক, আজ এখানে আমাদের কি প্রধান আলোচ্য সম্রাজ্ঞী?

নুরজাঁহান। উত্তেজনার ঘাত-প্রতিঘাতে সম্রাটের মস্তিষ্ক শ্রান্ত হয়েছে তা দেখতে পাচ্ছি! সম্রাট কি জ্ঞাত নন, মহারাজ যশোবন্ত সিংহের সম্বর্দ্ধনা সম্বন্ধে আলোচনার জন্যই আমরা—

জাহাঙ্গীর। হাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে বটে! মহারাজ যশোবন্ত সিংহের সম্বর্দ্ধনা! এ একটা খুবই প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য নিশ্চয়। ইনি বিদ্রোহী সম্রাট-পুত্রকে—তার হারেমের বেগম আর ছেলে মেয়েদের রাস্তায় বসিয়ে এসেছেন যে!—তা—বেশ,—এ সম্বর্দ্ধনার ব্যাপারটা এবার সম্রাজ্ঞী স্বয়ং চালিয়ে নিন্—

নুরজাঁহান। তাহলে সম্রাট কি এ দরবারে মোটেই যোগদান করবেন না ?

জাহাঙ্গীর। তা বলতে পারছি না এখন, হাঁ—তবে চেষ্টা করব—বড়ই আজ শ্রান্ত হয়ে পড়েছি সম্রাজ্ঞী, কথায় কথায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে চলেছি,—বিশ্রাম, বিশ্রাম, এখন তার প্রয়োজন হয়েছে।—মহাবৎ, যাও দরবারের ব্যবস্থা কর গিয়ে,—আমি এখন একটু নির্জ্জনে বিশ্রাম—

মহাবত। সত্যই জাঁহাপনার বিশ্রামের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সম্রাজ্ঞী! আপনিই দরবার পরিচালনা করুন, তাতে মাড়বার-রাজের কোন অমর্য্যাদা হবে না।

নুরজাঁহান। তবে তাই হোক।

[প্রস্থান।

[মহাবত কুর্ণিশ করিয়া অন্যদিকে প্রস্থান করিলেন।

জাহাঙ্গীর। শাহানশা আকবরশা বলতেন,—সেলিম, তোমার ছেলে খুরমের উপর লক্ষ্য রেখো, কালে সে অসাধারণ হবে! অসাধারণ ভাবেই সে এইখানে যে অঙ্কুর বসিয়ে দিয়েছে—

স্নেহের জল দিনরাত ঢেলে দিয়ে তাকে আজ এত শক্ত করে তুলেছি যে জোর করেও টেনে ছিঁড়তে পারছি না !—টানতে গেলেই মনে জেগে ওঠে শৈশবের সেই সুন্দর মুখ !—বাঃ বাঃ বাঃ বেহেস্ত থেকে দেখ বাবা—কি আমার অসাধারণ ছেলে—কেমন তার কীর্ত্তি !—আর দেখে হাস—আমার কি খাসা প্রায়শ্চিত্ত।

আসফ খাঁর অলঙ্কারপূর্ণ পাত্র হস্তে প্রবেশ।

এই যে আসফ খাঁ,—এনেছ এনেছ আমার নাতনীর অলঙ্কার ! দাও—দাও—দেখি। (আসফ খাঁ সম্রাটের সম্মুখে আধারের উপর অলঙ্কারপূর্ণ পাত্র রাখিলেন)—এইত, এইত, এইত—সেই হার,—জান আসফ খাঁ, এই হার ছড়া আমি যখন তার গলায় পবিয়ে দিলেম, সে হেসে জিজ্ঞাসা করলে, এর কি দাম দাদু ? আমি বললেম, একটা মুল্লুক ; এ দিয়ে একটা রাজ্য কেনা যায় !—আর তাই না শুনে সেই সেজ শালাটা বললে কি জান—মিথ্যে কথা দাদু, এর দাম—তিন চড়,—যা দিয়ে একে কেড়ে নেওয়া যায় !—হাঃ হাঃ হাঃ কেমন জবাব,—প্রত্যেক হরফ্ যেন ল্যাঙ্গা তলোয়ার। নয় কি আসফ খাঁ ? (গহনাগুলি ভাবভরে দেখিতে লাগিলেন)

আসফ। সত্য জাঁহাপনা ! সাজাহানের এ ছেলেটি অসাধারণ—

জাহাঙ্গীর। থাম, থাম, আসফ খাঁ,—ও কথাটা আর যেন আমার কানে তুলো না, শুনলেই ভয় হয় ; যদি কালে এ-ও, এর বাপের মত এমনই অসাধারণ হয়ে ওঠে ! হাঁ—যা বলছিলেম,—এগুলো পেয়ে তার কি আহ্লাদ ! আর এই নিয়ে তাদের কি কাড়াকাড়ি কাণ্ড ! আমি ত্যক্ত হয়ে শেষে চোখ রাঙ্গিয়ে বকে উঠলেম। তাতেও কি ঝাঁঝ তাদের ?—আর কেউ ত্যক্ত করতে আসে না আসফ খাঁ—আর কেউ আসে না।

'ওরে—ওরে—এইগুলো সব তার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে—ছিনিয়ে এনেছে,—তুই কি মনে করছিস্ দিদি!—ওঃ—ওঃ—ওঃ—

আসফ। স্থির হোন জাঁহাপনা—কেন বৃথা অধৈর্য্য হচ্ছেন?

জাহাঙ্গীর। বৃথা—বৃথা! কি বলছ আসফ খাঁ?—এগিয়ে এসত দেখি—তোমার বুকখানা কি দিয়ে তৈরী,—মাংসময়, না পাথরে গড়া? মুখটি বুজিয়ে তুমি—সব দেখছ—শুনছ—করে যাচ্ছ ত—

আসফ। কি করতে আমাকে বলেন জাঁহাপনা?

জাহাঙ্গীর। কি করতে বলি তোমাকে? হাঁ—হাঁ—মনে পড়েছে—হুঁ—এই আপদগুলোর নিষ্পত্তি করব আজ,—তাই তোমাকে সাহায্য করতে ডাকছি আসফ খাঁ!—একটা হামানদিস্তে আনাওত—যা দিয়ে নিত্য বাদশার পানে দেবার মুক্তো চূর্ণ করা হয়!—ওহোঃ—এতেও তার স্মৃতি রয়েছে—দিদি আমার নিজে তাতে মুক্তো গুঁড়ুতো!—দূর হোক্ সে সব স্মৃতি!—হাঁ—তাই আনাও ত,—আমি এইগুলো সব তাইতে ফেলে দুহাতে জোর করে চূর্ণ করব,—আর তাই মুঠো মুঠো করে ঐ গবাক্ষ দিয়ে যমুনার জলে ছুঁড়ে ফেলব। সব জাহান্নমে দেব—যেখানে যা যা চিহ্ন তাদের আছে। ঐ সেই কবিতার ছবি—এইটে আগে ভেঙ্গে ফেলি—(কাছে গিয়া তাকাইয়া শিহরিয়া)—না, না,—আগে ঐটে—ঐ মন্দিরটা—যার চুড়োটা সে আগেই ভেঙ্গে দিয়ে গেছে,—(দুই হাতে তুলিয়া) ফেলে দিই ঐ গবাক্ষ দিয়ে—চিহ্ন মুছে যাক্,—না—এটা থাক্—আগে ঐটে—ঐ—ঐ—ঐ—এই একধার থেকে—এই তার হাতের তৈরী পরদা—এটাকেই আগে—(পরদা ধরিয়া টানিতেই তাহার মধ্য হইতে সাজাহানের শৈশবের তৈলচিত্র প্রকাশ পাইল)—য়্যাঁ! য়্যাঁ!—একি!

এ কি !—আসফ—আসফ—দেখ, দেখ, দেখ তামাসা,—চিহ্ন চূর্ণ করতে এসে নিজেই চূর্ণ হতে বসেছি !——দেখে যাও আসফ খাঁ—দেখে যাও,—চিনছ ?—(দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া ছবির দিকে চাহিয়া রহিলেন)

আসফ। সাজাহানের চিত্র—শৈশবের !

জাহাঙ্গীর। সেই—সেই—সেই !—ত্রিশ বছর আগেকার সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি,—এবার পেয়েছি আসফ খাঁ পেয়েছি—

(চিত্রপট টানিয়া লইয়া বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন)

(নুরজাঁহানের প্রবেশ)

নুরজাঁহান। [তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া] কি অপূর্ব্ব নিধি পেয়েছেন সম্রাট—যার জন্য বিশ্রামের মধ্যেও এই মত্ত উল্লাস !

জাহাঙ্গীর। য়্যাঁ—কে,—ওঃ—সম্রাজ্ঞী ! এসেছ ? অপূর্ব্ব নিধিই পেয়েছি এবার !—বিদ্রোহী সাজাহানের স্থলে পেয়েছি শিশু সাজাহানের তসবীর !—সয়তান,—শিশু সয়তান,—একেই ধরে আজ শাস্তি দেব।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সম্বর্দ্ধনা—দরবার

নুরজাঁহান, মহাবত, আসফ, আমীর ওমরাহগণ
যশোবন্ত সিংহ ও সরদারগণ।

নর্ত্তকীগণের গীত।

আজি সুরের সুরায় ভরা পিয়ালা।
এস মধু বিলাসী, এস সুধা পিয়াসী,
নিজেরে রেখোনা আর নিরালা॥
বাঁধন খুলিয়া দাও সকল বাঁধার
আলোকে মিশায়ে যাক লুকানো আঁধার
সুন্দর এ নিখিল, চুম্বন ছোঁয়া—দিল
গগনে খেলুক আজি দিয়ালা॥
যে আসে বরিয়া নাও
আসে যদি ভরমে,
যে যাবে চলিয়া যাক
যায় যদি সরমে,
গানের গতিতে এস
প্রাণের পিয়া—
প্রণয়ে বরিয়া নাও
প্রণয় দিয়া,
ভালো! আরো হোক ভালো!
জ্বাল গো প্রেমের আলো—
এস গো রসের রোশনীয়ালা॥

নুরজাঁহান। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আজ পরিচিত হয়ে আমরা বাধিত হয়েছি।

যশোবন্ত। সম্রাট দরবারে আমন্ত্রিত হয়ে আজ আমরাও ধন্য হয়েছি। এখন সম্রাটের সন্দর্শন পেলে কৃতার্থ হই।

নুরজাঁহান। সম্রাট অসুস্থ, তাই আমাকেই তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে হচ্ছে। পুরুষানুক্রমে মাড়বারের রাজবংশ মোগল-সম্রাটের সহায়। মহারাজ উদয়সিংহ, শূরসিংহ, গজসিংহ—সবাই মোগলের হয়ে যুদ্ধ করেছেন,—মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। মহারাজ যশোবন্ত সিংহকে পেয়ে আমরা আজ ধন্য হয়েছি। মহারাজের সম্বর্দ্ধনার জন্যই এই দরবার।

যশোবন্ত। সম্রাজ্ঞী আজ সম্মান প্রীতি আর স্নেহ দিয়ে মাড়বারকে বশীভূত করলেন! এখন সম্রাজ্ঞীর প্রীতির জন্য কি ভাবে মাড়বার তার কর্ত্তব্য পালন করবে, সম্রাজ্ঞী তা আদেশ করুন।

নুরজাঁহান। যেখানে সম্মান স্নেহ আর প্রীতি,—সেখানে আদেশ আসতেই পারেনা,—আমি মহারাজকে অনুরোধ করছি!

যশোবন্ত। সম্রাজ্ঞীর অনুরোধই আমার কাছে আদেশ।

নুরজাঁহান। আজ এই দরবারে সর্ব্বসমক্ষে আমি মহারাজের সঙ্গে ভ্রাতৃসম্বন্ধ স্থাপন করছি;—ভগিনীর অনুরোধ,—মহারাজ অঙ্গীকার করুন—সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্য, মাড়বারের সমস্ত শক্তি নিয়ে তিনি আমাদের সহায় হবেন।

যশোবন্ত। এ সম্মান আমি সাগ্রহে বরণ করে নিচ্ছি—আর এই প্রকাশ্য দরবারে অঙ্গীকার করছি—

রাঠোর যুবার ছদ্মবেশে মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। দোহাই মহারাজ! মাড়বারের মহারাণীর মিনতি—অঙ্গীকার করবেন না—

সুর। কে এই উদ্ধত যুবা?

যশোবন্ত। একি!—[সবিস্ময়ে মহামায়াকে লক্ষ্য]

মহামায়া। আমি মহারাজের দাস!—

যশোবন্ত। [তাঁহাকে চিনিয়া সান্নিধ্যে আসিয়া] তুমি ক্ষিপ্ত হয়েছ নাকি?

মহামায়া। ক্ষিপ্তের মতই মহারাজের অনুসরণ করে এই দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছি।

যশোবন্ত। কারণ?

মহামায়া। সত্যের আহ্বানে;—আজ সত্য আমাদের রক্ষা করেছেন—এই নিন্ পড়ুন,—(পত্র প্রদান) বেগম-বাদশাহের চক্রান্তে আমরা জাল পত্র পেয়ে প্রতারিত হয়েছি,—তাই সাহায্যপ্রার্থী দুর্ব্বল বিপন্নকে পরিত্যাগ করে—আপনি এই উদ্ধত প্রবল শক্তির সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছেন। এই নিন্ মহারাজ,—সাজাদা সাজাহানের আসল পত্র!

(যশোবন্তের দ্বিতীয় পত্র গ্রহণ ও পাঠ)

যশোবন্ত। কি আশ্চর্য্য! [সম্রাজ্ঞীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক পরক্ষণে সর্দ্দারগণের উদ্দেশ্যে] সর্দ্দারগণ, আমরা প্রতারিত হয়েছি!

মহামায়া। এখনি দরবার পরিত্যাগ করুন মহারাজ! এখানে প্রবেশ করলে সর্ব্বগতি বাতাসও স্বাধীনতা হারায়।

যশোবন্ত। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ভবিষ্যত বিবেচনা না করে যে অন্যায় করেছি—এখনও তার প্রতিকারের উপায় আছে। চল সর্দ্দারগণ! বিদায় সম্রাজ্ঞী—

নুরজাঁহান। দাঁড়ান রাজা!—আজ ঐ যুবক এই প্রকাশ্য দরবারে ভারত-সম্রাজ্ঞীর নামে যে গুরুতর অভিযোগ করলে, সম্রাট-সকাশে তার বিচার হওয়া উচিত।

মহামায়া। আমি আমার বিচারপতির কাছে আমার অভিযোগ করেছি—মোগল বিচারপতির কাছে নয়; আমায় বিচারের স্থান—মাড়বার! আগরা নয়। বিচারই যদি বেগমসাহেবের বাঞ্ছনীয় হয়—মাড়বারের ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ করবেন।

নুরজাঁহান। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! এই অশিষ্ট যুবার স্পর্দ্ধা—আমরা কি মহারাজের মত বলেই গ্রহণ করব?

যশোবন্ত। সে মোগল সম্রাজ্ঞীর ইচ্ছা—মহারাজ যশোবন্ত সিংহের তাতে কিছু আসে যায় না—

নুরজাঁহান। তাহলে এই দরবারে আজ নিঃসন্দেহে সাব্যস্ত হচ্ছে—বিদ্রোহ উপস্থিত করাই মহারাজের বাসনা—

যশোবন্ত। বিদ্রোহ উপস্থিত করা! একথা প্রত্যাহার করে বরং সম্রাজ্ঞী বলুন—যুদ্ধ ঘোষণা করা—

নুরজাঁহান। কি বললেন?

যশোবন্ত। ভৃত্য যদি রাজার মুখের উপর জবাব দেয়—তাহলে হয় ত সেটা বিদ্রোহ; কিন্তু, রাজার সঙ্গে রাজার এই ব্যবহারের নাম—যুদ্ধ।

নুরজাঁহান। মহারাজ যশোবন্তসিংহ! দেখছি আপনি অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়েছেন—

যশোবন্ত। যে সম্রাজ্ঞীর শাঠ্য মহারাজ যশোবন্ত সিংহকে এতদূরে এই অবস্থায় আনতে পেরেছে—সেই সম্রাজ্ঞীর পক্ষে সম্বর্দ্ধনাসূত্রে একটা অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টিকরা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়, আর সেই

অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান শিখা বুক পেতে বরণ করতে নির্ভীক মাড়বার-সিংহ চিরদিনই প্রস্তুত—

[সদলবলে সদর্পে প্রস্থান।

নুরজাঁহান। আসফ খাঁ! মহাবৎ জঙ্গ!—(উভয়কে নীরব দেখিয়া) সিপাহশলার—

(জাহাঙ্গীরের প্রবেশ)

জাহাঙ্গীর। এই যে সম্রাজ্ঞী—ভারত সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সিপাই স্বয়ং ভারত-সম্রাজ্ঞীর হুকুম তামীল করতে উপস্থিত!

নুরজাঁহান। বাদশাহের অসীম অনুগ্রহ! শুনেছেন সমস্তই নিশ্চয়?

জাহাঙ্গীর। তাই না নিষ্পত্তি করতে ছুটে এসেছি! তীরের মত গোঁয়ার এই রাঠোর রাজপুত জাতি!—এ জাতকে আয়ত্ত করতে বেঁকা পথে চাকা চালিয়ে সম্রাজ্ঞী বিষম ভুল করে বসেছেন—

নুরজাঁহান। বেশ! এ ভুল শোধন করতে সম্রাজ্ঞীর কিছুমাত্র কসুর হবে না—

[বেগে প্রস্থান।

জাহাঙ্গীর। আসফ খাঁ,—আমীর ওমরাহদের নিয়ে বাইরে গিয়ে দেখ, যেন কোন রকম বিশৃঙ্খলা না ঘটে,—রাজপুত যেন মোগলের আতিথেয়তার উপর কটাক্ষ করবার অবকাশ না পায়।

[আসফ খাঁ ও আমীর ওমরাহগণের প্রস্থান, মহাবতও যইতেছিলেন, জাহাঙ্গীর হাত তুলিয়া তাঁহাকে থাকিতে বলিলেন]

মহাবৎ, ব্যাপারখানা কিছু বুঝলে?

মহাবত। যেটুকু বোঝবার, তা বুঝিছি বই কি সম্রাট!

জাহাঙ্গীর। কি রকম?

মহাবত। সত্যের জয় সর্ব্বত্র; সত্যকে জোর করে ধরে বেঁধে চাপা

দিয়ে দুচারদিন রাখা যায়,—তারপর সে প্রকাশ হবেই! এখন আমায় কি করতে আদেশ করেন সম্রাট!

জাহাঙ্গীর। আমার আদেশ মানবে মহাবত?

মহাবত। একি কথা জাঁহাপনা! (কুর্ণিশ করিলেন)

জাহাঙ্গীর। কথা এই মহাবৎ, আমি তোমাকে আজ যে আদেশ করব, নির্ব্বিচারে তা পালন করতে পারবে? শক্তি পণ করে, সাহস পণ করে, বুদ্ধি পণ করে, জীবন পণ করে, সর্ব্বস্ব পণ করে—তা পালন করতে পারবে মহাবৎ?

মহাবত। জীবনের সায়াহ্নে এসে আজ কি নূতন করে পণ করতে হবে জাঁহাপনা?

জাহাঙ্গীর। জাঁহাপনাও আজ জীবনের সায়াহ্নে এসে এই নির্ম্মম পণে তেমাকে মাতাচ্ছে মহাবৎ! তোমায় এ পণ রক্ষা করতে হবে—হৃদয়ের সহজাত সমস্ত কোমলবৃত্তি হৃদয় থেকে টেনে ফেলে দিয়ে।—শোনো মহাবৎ, সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি নিয়ে একটা বিরাট যুদ্ধের আয়োজন কর—রাজপুতানার সমস্ত অনুগত রাজাদের সহায়তা নাও,—বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে—বিদ্রোহী সাজাহানকে পরিবেষ্টন কর; হত্যা, রক্তপাত, জীঘাংসা এ যুদ্ধের লক্ষ্য হবে না,—এর লক্ষ্য সাজাহানকে চতুর্দ্দিক দিয়ে ঘিরে ফেলে আত্ম-সমর্পণের অবস্থায় আনা,—তারপর—সেই স্ত্রৈণ বিদ্রোহী পুত্র আর তার মন্ত্রণাদাত্রী পত্নীর কোল থেকে তাদের ছেলে মেয়ে সব কটাকে শান্তির জামীন—জয়ের দাবী বলে—ধরে নিয়ে আসবে—নিরূপায় নিঃস্বহায় রোরুদ্যমান সাজাহান আর তার স্ত্রী মমতাজের কাছ থেকে এমন নিষ্ঠুরভাবে ছেলে মেয়েদের কেড়ে আনবে—যাতে তাদের দেহে কণামাত্র আঘাত পাবে না—কিন্তু দেহের ভিতরে যে অন্তর—তা ব্যথায় গলে যাবে—জ্বলে যাবে—এই

তোমাকে করতে হবে মহাবৎ, এই আমার আদেশ!—মহাবৎ—মহাবৎ—বল—উত্তর দাও—

মহাবত। সম্রাট! সম্রাট! জাঁহাপনা!

জাহাঙ্গীর। মহাবৎ!

মহাবত। জাঁহাপনা! অন্য কোন সেনানীকে এ আদেশ দিন,—আমাকে মার্জ্জনা করতে আজ্ঞা হয়,—

জাহাঙ্গীর। অন্য কোন সেনানী আমার আদেশ মেনে নেবে সত্য, কিন্তু আমার মতলব তো বর্ণে বর্ণে পালন করতে পারবেনা মহাবৎ,—তাতে বহু প্রাণ হানি হবে, মোগল সাম্রাজ্যের শক্তি ক্ষয় হবে,—সাজাহানের প্রাণও বিপন্ন হবে,—আরো অনেক অঘটন ঘটতে পারে!—কিন্তু আমি তা তো চাইনা মহাবৎ!—পিতা পুত্রের এ মুখোমুখী যুদ্ধে তুমি মধ্যে না দাঁড়ালে মহাবৎ—বৃদ্ধ পিতার জেদ ত বজায় থাকবে না!—এযে জেদের যুদ্ধ বন্ধু!—মহাবৎ!—(মহাবতের হাত ধরিয়া)—অনুরোধ, আদেশ নয় বন্ধু—(স্বর গাঢ় হইয়া আসিল)

মহাবত। (নতজানু হইয়া)—জাঁহাপনা! আদেশ এবার মাথায় তুলে নিলেম!—নিশ্চিন্ত হোন সম্রাট,—অন্তগামী হবার আগে—আর একবার হৃদয়কে নির্ম্মম নিষ্ঠুর করে অপযশ অর্জ্জন করব!

[প্রস্থান।

জাহাঙ্গীর। তুমিই পারবে—তুমিই পারবে।—আমি এখনই এখান থেকে কল্পনায় তা দেখতে পাচ্ছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লাহোর,—প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান।

লয়লী।

গীত।

যা কিছু শুনেছি, যা কিছু বুঝেছি
তারো চেয়ে তুমি উপরে।
কামনা বাসনা খেয়াল আমার
পারে না ধরিতে তোমারে॥
জীবন আমার এসেছে ফুরায়ে
হয়েছে অসাড় ধমনী,
আজিও যে আমি তব গুণ গানে
রয়েছি অক্ষম তেমনি;
সবুজ গাছের পাতায় পাতায়—
লিখিয়া রেখছ পরিচয়,
জানিলাম যবে অন্ধ দুনয়ন,
বিরাট দর্শন ব্যর্থ হল হায়,—
কাঁদি তাই অনুতাপ ভরে॥

শারিয়ারের প্রবেশ।

শারিয়ার। ইস্! এসে অবধি গানের তোড়ে লাহোর তোলপাড় করে তুলেছ যে!

লয়লী। তোমার বুঝি তাই হিংসে হয়েছে?

শারিয়ার। হিংসে হবে কেন?

লয়লী। গানের তোড়ে কবিতার থেই হারিয়ে ফেলেছ বলে!

শারিয়ার। ওঃ—আমি তো গানে মশগুল হয়ে গেছি আর কি! তা,—তোমার সেই সঙ্গিনীটি কোথায়? তাকে আজ দেখছিনি যে?

লয়লী। হুঁ—বুঝিছি, তারই সন্ধানে এখানে আসা—কেমন?

শারিয়ার। সে দিব্যি গায়,—তার গান বরং আমার মিষ্ট লাগে।

লয়লী। তাতো লাগবেই গো!—সে তো আর বিবাহিতা স্ত্রী নয়,—সে যে পরকীয়া!

শারিয়ার। ইতরের মত কেবল ঠাট্টাই শিখেছ!—একে কাটখোঁট্টা সিপাহীর মেয়ে, তাতে আবার জঙ্গলীদেশে শৈশব কাটিয়েছ,—সহবত ত শেখনি!

লয়লী। তা ত বটেই! স্ত্রী সহবত শেখে স্বামীর কাছে, কিন্তু তোমার নিজের সহবত যা দেখে আসছি—তাতেই হাঁপিয়ে উঠিছি;—বরং আমার জন্মভূমি যে জঙ্গলী দেশ, সেখানে যদি কিছুদিন কাটিয়ে আসতে, তাহলে সেখানকার হাওয়ার গুণেই বত্তে যেতে,—দেশের লোক আজ তোমাকে 'না-সুদনি' বলে ঠাট্টা করত না!

শারিয়ার। কি?—কি—বল্লে?

লয়লী। 'না-সুদনি' গো 'না-সুদনি,'—অর্থাৎ কিনা—'কুচ কামকা নহি!' যে বাদশা, খুরমকে সাজাহান খেতাব দিয়েছেন, সেই বাদশাই বেছে বেছে এই খেতাবের জেবরটি তোমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন, আর দেশময় তোমার এ নাম জাহীর হয়ে গেছে! তবে তুমি কবি-মানুষ কিনা, তাই শোনবার অবসর হয় নি।

শারিয়ার। তুমি কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্তেই রাজধানী থেকে লাহোরে এসেছ ?

লয়লী। উহুঁ !

শারিয়ার। তাহলে কি মতলব নিয়ে এখানে এসেছ শুনি ?

লয়লী স্বামীর কাছে স্ত্রীর আসাটা বরাবরই সম্ভব আর স্বাভাবিক ; এর মধ্যে মতলব বলে কিছু থাকে না।

শারিয়ার। জান, আমি কান্দাহার উদ্ধারের ভার নিয়ে এসেছি !

লয়লী। জানি না !—আগরা থেকে কষ্ট করে লাহোরে এসেই হাঁপিয়ে পড়েছ ! আর ওদিকে সাজাহান আগরা থেকে বেরিয়ে জয়-পরাজয়ের ভেতর দিয়ে সমস্ত দক্ষিণাপথ ঘুরে—বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা জয় করে, আবার আগরায় ফিরছে !

শারিয়ার। মিছে কথা, তা হলে সম্রাজ্ঞী আমায় খবর দিতেন।

লয়লী। খবর যখন কিছু দেন নি—তখন পুতুল পুতুলই থাকবে, হাতও উঠবে না, পাও তুলবে না,—নাচাবার সুতোয় এখনো টান পড়েনি যে ! আমি জানি গো জানি—কার ইঙ্গিতে কান্দাহারে যাবার নাম করে বিপুল শক্তি নিয়ে তুমি লাহোরে বসে আছ !

শারিয়ার। পাগলের মত কি বকছ তুমি, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

লয়লী। তা ত পারবে ন ;—বোঝবার শক্তি যদি তোমার থাকত, তাহলে আজ তুমি বেগম-বাদশার হাতের পুতুল হতে না। এখনো আমার কথা শোনো, যদি নিজের মঙ্গল চাও, যদি প্রাণে বেঁচে থাকতে সাধ হয়,—এ ঝড়ের মুখ থেকে সরে দাঁড়াও ;—সম্রাটদত্ত বিপুল জায়গীর যা তোমার করায়ত্ত, তাই নিয়ে তুষ্ট থাকো,—সাম্রাজ্যের লোভে সম্রাজ্ঞীর হাতের পুতুল হয়ে সর্ব্বস্ব হারিয়ো না।

শাহরিয়ার। সামান্ত সিপাহীর মেয়ে তুমি, সাম্রাজ্যের অর্থ তুমি কি বুঝবে?—খবরদার—বারণ করছি তোমাকে—এ সব অনধিকার চর্চ্চা করতে এসো না।

[প্রস্থান।

লয়লী। নির্ব্বোধ! হতভাগ্য! কথায় কথায় তুমি আমার বাবার নাম নিয়ে খোঁটা দাও। এর শাস্তি আমি সঙ্গে সঙ্গে দিতে জানি, কিন্তু কেন যে দিইনা—তা তুমি বুঝবে না।—বাবা! বাবা! বাবা আমার—তোমার নাম নিয়ে এই অপমান-জ্বালা, এই লাঞ্ছনা, এই শ্লেষ!—কোথায় বেহেস্তের নবী—আর কোথায় নাপাক নাদান! কিন্তু—তবু তবুঁ—তুমি আমার স্বামী। এ মোহের পথ থেকে তোমাকে ফেরাতে হবে—তোমাকে বাঁচাতে হবে—বাঁচাতে হবে।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

রোটস দুর্গের সুসজ্জিত কক্ষ।

পালঙ্কে মমতাজ শায়িতা, শিয়রে সাজাহান, পদতলে সতী উন্নিসা, জাহানারা, দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব, কক্ষদ্বারে সুন্দরলাল, কাশিম আলি ও দরিয়া খাঁ।

মমতাজ। তুচ্ছ আমি,—আমার জন্য সব হারালে?

সাজাহান। তুমি তুচ্ছ? তুমি আমার সর্ব্বোচ্চ কাম্য;—তোমায় ফিরে পেলে—এ হারের মধ্যেও আমার সবই পাওয়া হবে! জয় পরাজয়—উত্থান-পতন দুদিনের, কিন্তু তুমি যে আমার সারা-জীবনের সঙ্গিনী তাজ!

মমতাজ। দুনিয়ায় কি তোমার জীবন-সঙ্গিনীর অভাব হত—যদি না আমার মুখ চেয়ে এ ঘৃন্য পরাজয়-লাঞ্ছনা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিতে? ছেলের মত এরা সব আমার, এদের কাছে বলতে লজ্জা কি? যারা সিংহের মত ঘাড় উঁচু ক'রে বরাবর আমাদের সম্মান রক্ষা করে এসেছে, আজ তাদের অবস্থা দেখ! চরমদণ্ডপ্রত্যাশী অপরাধীর মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে সব! আমার জন্য তুমি সকলকে ফিরিয়ে এনেছ—শ্বেতপতাকা তুলে সন্ধি-ভিক্ষা করেছ!—শুধু আমার জন্য! আমার জন্য!—ওঃ—

দরিয়া। বিশ্বাসঘাতক দরাব! যদি সে বেইমান এমন সয়তানী না করত,—বাঙ্গলার নৌকোগুলোও যদি আমাদের পাঠাতো। তাহলে—ওঃ—এত সরল, এত উদার, এত মহৎ হয়েই জাঁহাপনা আজ সব হারালেন!

কাশীম। এভাবে আমাদের হারতে হবে—তা স্বপ্নেও ভাবিনি!

সাজাহান। এ আমার হার নয়—কাশীম আলি খাঁ!—হার নয়;—জয়ের সূচনা! সরল ভাবে বিশ্বাস ক'রে যে ডোবে, - ঈশ্বর আবার তাকে ভাসিয়ে তোলেন!

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। জাঁহাপনা! সসৈন্য মহাবত খাঁ দুর্গদ্বারে এসেছেন।

সাজাহান। হুঁ!—যাও,—আসতে বল।

রক্ষী। জাঁহাপনা!—

সাজাহান। কি—বল?

রক্ষী। সংখ্যার হুকুম হোক,—কত জনকে আসতে দেওয়া হবে!

সাজাহান। মহাবৎ খাঁর উপর ধর্ম্মভার দেওয়া আছে;—যাও—

[রক্ষীর প্রস্থান।

আওরঙ্গজেব। এখনো ধর্ম্মভার!

সাজাহান। আওরঙ্গজেব!

মহাবত খাঁ, পারভেজ ও কতিপয় সেনানীর প্রবেশ।

মহাবত। এই যে সাজাদা! আমার মমতাজ মা কেমন আছেন? এই যে আমার মা!—একি! এমন হয়ে গেছ! হা—ঈশ্বর! (মমতাজ হাত তুলিয়া সেলাম করিলেন) আরে—কেও, বাদশার আদরের নাতনী! তোমার জন্যে বাদশার কি আফশোষ! এমন দিন নেই—তোমার কথা না কন!

জাহানারা। সত্যি নাকি? তাই বুঝি এত ঘটা ক'রে নাতনীর খবর নেবার জন্য আপনাকে দাদু পাঠিয়েছেন, খাঁসাহেব?

মহাবত। হাঁ,—তাই বটে!

সাজাহান। এখন আমাদের উপর কি হুকুম সেনাপতি?

মহাবত। সর্ত্ত ত আগেই তৈরী হয়ে আছে! একশ মাত্র সৈন্য নিয়ে তোমাকে এ দুর্গ ত্যাগ করতে হবে; তোমার সেনানী ও মহিলারা তোমার সঙ্গে যেতে পারবেন, তাতে আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না। কিন্তু অর্থ, শিবির, অস্ত্রশস্ত্র ও যাবতীয় যুদ্ধ-সম্ভার, ঘোড়া, হাতী, গাড়ী আর বাকী সমস্ত ফৌজ তোমাকে ত্যাগ করে যেতে হবে।—এই সর্ত্তই আমাদের মধ্যে হয়েছে না?

সাজাহান। (দীর্ঘ নিশ্বাস)—হাঁ!

পারভেজ। আর একটা নূতন কথাও এখন এই সর্ত্তের মধ্যে আসছে;— আমরা শুনেছি সতীউন্নিসাকে পাওয়া গেছে, আর এখানেই সে আছে; সম্ভবত এই নারীই—

মহাবত। সাজাদা পারভেজ! সাজাহানের শুদ্ধান্তের ওপর তর্জ্জনী তোলবার অধিকার নিয়ে আমরা এখানে আসিনি—এটা যেন তোমার মনে থাকে।

পারভেজ। আপনার বোধ হয় মনে নেই—যখন সর্ত্তের কথা ওঠে, তখন সতীউন্নিসার প্রসঙ্গ আমরা তুলতেই ভুলেছিলুম।

মহাবত। সতীউন্নিসা যখন সাজাহানের শুদ্ধান্তের সামীল, তখন তার প্রসঙ্গ এখানে উঠতেই পারে না।—সতীউন্নিসা আমাদের দাবী নন।

পারভেজ। কিন্তু সম্রাজ্ঞীর দাবী—এটা মনে রাখবেন। সম্রাজ্ঞীর আদেশ, সতীউন্নিসাকে তাঁর সামনে উপস্থিত করা!

মহাবত। কই, তাঁর আদেশ পত্র দেখি।

পারভেজ। সম্রাজ্ঞীর মৌখিক আদেশই যথেষ্ট।

মহাবত। আমি তা স্বীকার করতে প্রস্তুত নই সাজাদা!

পারভেজ। তবে আমার আদেশ—

মহাবত। ভিত্তিহীন!

পারভেজ। সম্রাজ্ঞীর যখন হুকুম, আমারো ইচ্ছা, তখন আমি এই বাঁদীকে নিজেই এখান থেকে ধরে নিয়ে যাব ;—এ আপনি স্থির জানবেন সেনাপতি!

মহাবত। তুমি মানুষ, না, পশু!—বেরিয়ে যাও এখান থেকে; আমি আদেশ করছি—যদি সবার সামনে বেইজ্জত না হতে চাও—মানে মানে বেরিয়ে যাও! যাও,—যাও,—যাও বলছি!

পারভেজ। এ স্পর্দ্ধার জবাবদিহি কিন্তু—

মহাবত। বেরিয়ে যাও তুমি ;—জবাবদিহির দুর্ভাবনা নিয়ে মহাবত খাঁ তরবারীকে তার উপজীবিকা করে নি।

পারভেজ। আচ্ছা— [প্রস্থান।

মহাবত। হাঁ, যা বলছিলেম ;—সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে তাহলে এখন আমরা কায আরম্ভ করতে পারি?

সাজাহান। নিশ্চয়! কাশিম আলি খাঁ আমার সমস্ত সম্পত্তি আপনাকে বুঝিয়ে দেবে; দরিয়া খাঁ আমার সেনাদল থেকে একশো সৈনিক বেছে নেবে—

মহাবত। (ঈষৎ হাস্যে) আর বাকী তিন সাজাদা আর সাজাদীকে বুঝি নিজের হাতেই আমাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে?—তোমার দাদু তোমার জন্যে তাঁর রঙমহলের সেরা তাঞ্জাম পাঠিয়েছেন, আর তোমাদের তিন ভায়ের জন্যে তাঁর সব চেয়ে সেরা হাতী—

সাজাহান। মাফ্ করবেন খাঁ সাহেব!—ক্রমাগত প্রতারিত হয়ে, এখন পরিহাসকেও বরদাস্ত করতে ভয় হয়! তাই আপনার তামাসার কথাতেও—

মহাবত। তামাসার ছলেও আমি ত কখনো মিথ্যা বলি না সাজাহান! আর এতে আমি অভ্যস্তই নই! বুঝতে পারছি না আমি— তুমি একে তামাসা বলে সন্দেহ করছ কেন? তিন সাজাদা আর সাজাদী জাহানারা—আমার সঙ্গে যাবে।

সাজাহান। আপনার সঙ্গে যাবে এরা!—এর অর্থ?

মহাবত। সম্রাটের আদেশ!—সম্রাট এদের চেয়েছেন;—এদের নিয়ে যাওয়াই সম্রাটের প্রধান দাবী,—এর নড়চড় হবে না জেনো। আর আমি সন্ধি-সর্ত্তের অপলাপও করিনি; সর্ত্ত তুমি পড়ে দেখতে পার; তুমি যা যা চেয়েছ—আমি সে সব তোমাকে দিয়েছি;—সর্ত্তে তুমি এদের কথা উল্লেখ কর নি!—নয় কি?

সাজাহান। বুঝি করি নি,—সত্যই করি নি; করা আবশ্যক মনে করি নি!—এরা কি আমা ছাড়া? এ বিপ্লবের মূল নেতাকে যেখানে আপনি সসম্মানে ত্যাগ করতে সম্মত,—সেখানে তার সন্তানদের গ্রাস করতে সম্রাট যে আপনাকে লেলিয়ে দিয়েছেন, আর আপনি তাঁর কূট উদ্দেশ্য চেপে রেখে—একবারে আচম্বিতে সামনে এসে—এমন করে এদের টুঁটি কামড়াতে চাইবেন—তা আমি ধারণাও করি নি খাঁ সাহেব!

মহাবত। উষ্ণ হয়োনা সাজাহান! আমার উপর বৃথা তুমি রুষ্ট হচ্ছ। সরলভাবে চিরদিন তুমি যুদ্ধই করে এসেছ,—কূট রাজনীতির সঙ্গে এখনো পরিচিত হও নি! তাই—

সাজাহান। আপনার এই ধাপ্পাবাজী—এই চাতুরীর চাল আমি ধরতে পারিনি! তাই আমি আজ প্রতারিত—সর্ব্বস্বান্ত; তাই আপনি আজ শিকারী সম্রাটের শিক্ষিত কুকুরের মত অপূর্ব্ব কৌশলে আমার এই চরম দুঃখে একমাত্র সান্ত্বনার অবলম্বন— সন্তানদের টুঁটি কামড়াতে এসেছেন!

মহাবত। তোমার বয়স আমি অনেকদিন আগে পেরিয়ে এসেছি সাজাহান, তাই তোমার এ উক্তিও আমি এড়িয়ে যাচ্ছি! আর আমি এও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—সম্রাটসকাশে তোমার সন্তানদের কোন অনিষ্ট হবে না।

সাজাহান। আর প্রতিশ্রুতির স্পর্দ্ধা করবেন না সেনাপতি! আমি প্রতিশ্রুতি চাই না; শুধু—শুধু—একটা প্রস্তাব আপনার কাছে করতে চাই—শুনবেন?

মহাবত। বল! অবস্থাচক্রে আমি তোমার কাছে অতি হেয় হলেও, আমি চিরদিনই তোমার হিতৈষী, সাজাহান।

সাজাহান। শুধু কথায় নয়, কাজে তার পরিচয় দিন খাঁ সাহেব! আমার প্রস্তাব,—আমার সন্তানদের আপনি নিষ্কৃতি দিন; আর তার পরিবর্ত্তে আমাকে সম্রাট-সকাশে নিয়ে চলুন।

আওরঙ্গজেব। তা হবে না—কখনো না; আমরা বাবাকে এত হেয় হতে দোব না! আমরা যাবো —

দারা। বাবা! বাবা! আপনি কেন,—আমরা যাবো।

সুজা। হাঁ বাবা—আমরা যাবো,—তুমি যুদ্ধ করে আমাদের উদ্ধার ক'রো।

সাজাহান। চুপ! চুপ!—খাঁ সাহেব!

মহাবত। তা হয় না সাজাহান!

সাজাহান। হয় না? হয় না? এই না বললেন আপনি আমার হিতৈষী?

মহাবত। আমি তোমার হিতৈষী বলেই এ হীনতা থেকে তোমাকে রক্ষা করছি।

সাজাহান। বুঝেছি!

মহাবত। (দারা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে)—তা হলে এস ভাই তোমরা—

দারা। বাবা!

সাজাহান। এরা আমার সন্তান নয়? এদের উপর আমার—

মহাবত। আপততঃ কোন অধিকার নেই।

সাজাহান। ওঃ—ওঃ—এত বড় অন্যায়—এত বড় প্রতারণা—এত বড় অত্যাচার—

মমতাজ। নসীব—নসীব! হা—ইশ্বর!

মহাবত। মা, তোমার স্বামী আমাকে এ সম্বন্ধে যত বড় অপরাধীই মনে করুন, আমার ভরসা আছে, তুমি ততটা ভাববে না;—কেননা, মোগলবংশের জেদটা যে কত বড় দুর্ব্বার, তা তুমি হাড়ে হাড়ে জান।

মমতাজ। জেনে তার কিইবা বিহিত করলুম! অদৃষ্টের জালে আমরা আপনারাই জড়িয়ে পড়েছি,—আপনি উপলক্ষ্য মাত্র; আপনার যা অভিরুচি, তাই করুন; আমরা ক্ষমাও চাইব না, বাধাও দোব না; ছেলেরা যেতে চায়, নিয়ে যান; কিন্তু মুখ ফুটে আমরা বলতে পারব না—যে,—যাও!

দারা। বাবা! আমাদের যেতে অনুমতি দিন!

সুজা। দাদু জানুক, সবাই জানুক, আমরা কার ছেলে!

আওরঙ্গজেব। নিয়ে চলুন না এখন—পরে বুঝবেন তার মজা।

মহাবত। (জাহানারার প্রতি)—আর তুমি?

জাহানারা। আমি যখন আমার বাবার শুদ্ধান্তের সামীল নই, তখন আমারও যাওয়া উচিত বইকি! আমিও যেতুম, কিন্তু এখন যেতে বাধা আছে।

মহাবত। সম্রাটের কাছে যাবে তাতে বাধা?

জাহানারা। বাধা ত এইখানেই খাঁ সাহেব! সম্রাটের নাতীরা তাঁর নফরের সঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু সম্রাটের নাতনী তা পারে না!

আমাকে নিয়ে যেতে যদি সম্রাটের এতই সাধ, তিনি যেন নিজে আসেন—

মহাবত। আর যদি সম্রাট তাঁর নফরের উপরই সে ভার দিয়ে থাকেন?

জাহানারা। তাহলে যাবে তার প্রাণহীন দেহ! নিয়ে যেতে চান খাঁ সাহেব? (ছুরিকা বাহির করিয়া নিজ বক্ষের উপর ধরিয়া) আমি প্রস্তুত!—চুপ করে রইলেন যে!—নিষ্ঠুর! হৃদয়হীন দস্যু! তুমি নিজকে গাজী বলে গর্ব্ব কর?—দুর্দ্দশার চরম সীমায় এসে দাঁড়িয়েছি আমরা—এ দেখেও তুমি—ওঃ—তুমি—তুমি—দস্যুও নও,—তারো চেয়ে নীচ,—তুমি—তুমি—জহ্লাদ!

মহাবত। ঠিক বলেছ তুমি সাজাহানের কন্যা! আমি জহ্লাদই বটে! তা নইলে মা বাপের কোল থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে সাহস হয় কার? তুমি ঠিক জবাব দিয়েছ, খাঁটি কথা বলেছ জাহানারা! তুমি থাক; আর—(তিন রাজকুমারের দিকে চাহিয়া—সুজাকেই নির্ব্বাচন পূর্ব্বক)—আর তুমি—তুমিও থাক; যদিও বাদশার হুকুম, তোমাদের সব কটিকে নিয়ে যেতে—আর এও জানি, বর্ণে বর্ণে এ আদেশ তাঁর পালিত না হলে মহাবতের মর্য্যাদা থাকবে না—না থাকুক—আমি তাই চাই—তাই চাই! বাদশার ছেলের সঙ্গে বোঝা পড়া হয়েছে,—এবার বাদশার সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে যাক! (দারা ও আওরঙ্গজেবকে দুই পার্শ্বে রাখিয়া দুইজনের হাত ধরিয়া)—ঠিক বলেছ সাজাহান!—শিকারী সম্রাটের শিক্ষিত কুক্কুর—মোগল সাম্রাজ্যের দুটো সেরা শিকার ধরে নিয়ে চলেছে! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

[মহাবত, দারা, আওরঙ্গজেব ও সেনানীদের প্রস্থান।

সাজাহান। নিয়ে গেল, নিয়ে গেল,—সত্যই নিয়ে গেল ওদের!—ঐ, ঐ, ঐ, যাচ্ছে,—ঐ নেমে চলেছে!—নাঃ নাঃ নাঃ—আমি নিয়ে যেতে দেব না!—মহাবৎ খাঁ—বৃদ্ধ সয়তান! দাঁড়াও—দাঁড়াও!—সুন্দরলাল মাথা হেঁট করে বসে কেন? তলোয়ার নিয়ে ছুটে যাও—উদ্ধার করে আন—ওদের ফিরিয়ে আন! মমতাজ! মমতাজ!—হতভাগ্য অসহায় স্বামীর অক্ষমতা দেখ, আর কাঁদ!—কাঁদছিস্ মা জাহানারা! কেঁদে কি ফল?—কেন সহ্য করব—কেন এ সন্ধি সর্ত্ত গ্রাহ্য করব!—এ শাঠ্যের—ওঃ! ঐ—ঐ চলেছে—হাতীর পীঠে উঠছে—ঐ—ঐ—

(মূর্চ্ছা ও সঙ্গে সঙ্গে রোরুদ্যমানা জাহানারার পিতৃশিয়রে উপবেশন এবং ঠিক এই সময় মমতাজ কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যা হইতে উঠিবার প্রয়াস পাইলেন ও সতীউন্নিসা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মৌ-সীমান্ত,—মুসাফির খানার উপরাংশ প্রশস্ত ছাদ,—অদূরে কক্ষদ্বার।

জাহানারা।

(গীত)

সকল দুয়ার ছাড়িয়া এবার তোমাব দুয়ার করেছি সার
তোমার আগারে সবই ত রয়েছে আমায় বঞ্চিত করনা আর।
তোমার করুণা কামনা করিয়া
রিক্ত হস্তে আমি আছিগো বসিয়া
শূন্য এ হৃদয় রেখেছি পাতিয়া, করুণা নয়নে চাও একবার।
হে আমার রাজরাজেশ্বর !
তুমি যে দয়াল দাতা স্নেহের নির্ঝর,
করেছি তোমারে আমি একান্ত নির্ভর—
পুরাও কামনা মম মুছাও হে অশ্রুধার।

জাহানারা। মেহেরবান খোদা ! মনের ভাষা তুমিই পড়তে পার ; তুমি জান, কি আমি চাই ! দাও—দাও—আমার বাবার ভাগ্য, সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য—এক এক করে কেড়ে নিয়েছ যে সব—আবার ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও ! এই আমার কামনা ; আর কিছু নয়,—আর কিছু চাইনা !

[ধীরে ধীরে অদূরের কক্ষদ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ।

ছাদের অপরাংশ দিয়া—মমতাজ ও সতী উন্নিসার প্রবেশ

মমতাজ। নর্ম্মদার যুদ্ধের পর দাক্ষিণাত্যে যাবার সময় এই মৌএর দুর্গাধীপ

আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তাই, রোটস্‌গড়ে সর্ব্ব-
স্বান্ত হয়ে উনি এইখানেই আশ্রয় নেবেন মনে করে এসেছিলেন।
কিন্তু এসে যখন শুনলেন, আমাদের আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে
মৌএর রাজা বন্দী হয়ে শেষে মাপ চেয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছেন,—
তখন আর উনি রাজ্যের ভিতর পা বাড়ালেন না,—তাই এই
মুসাফিরখানাই আজ আমাদের আশ্রয়স্থান !

সতীউন্নিসা। শুনেছি, মৌএর দুর্গ দুর্ভেদ্য ; এ সময় এই দুর্গ হস্তগত করতে
পাবলে, বিশেষ ফল হত।

মমতাজ। তাহলেও উনি এক্ষেত্রে পূর্ব্বের উপকারী জ্ঞানে এই মৌএর
দুর্গাধীপকে সম্রাটের কোপে ফেলতে চান না। স্বেচ্ছায় যে
ওঁর সহায় হতে চায়, উনি তারই সাহায্য নেবেন।—এখন আর
কিছু চাইনা সতী, সবইত গেছে —উনি সেরে উঠলেই যে—

সতীউন্নিসা। কাল রাত্তিরে যখন স্বচ্ছন্দে ঘুমিয়েছেন, তখন আর কোন
ভাবনা নেই।

মমতাজ। মহাবৎ খাঁ শুধু ছেলে দুটোকে কেড়ে নিয়ে যায় নি,—সঙ্গে সঙ্গে
ওঁর অঙ্গের দুখানা পাঁজরা ছিড়ে নিয়ে গেছে !—সেই থেকে
একটি রাতও নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারেন নি !—শুধু কাল
রাতটি,—এই মুসাফিরখানার ভাঙ্গা জীর্ণ ঘরে—

(নেপথ্যে জাহানারা)। মা—মা—শীগ্‌গীর এসো—

মমতাজ। কিও,—জাহানারা—কি হয়েছে—কি—

রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া টলিতে টলিতে রুগ্ন সাজাহানের প্রবেশ
পশ্চাৎ পশ্চাৎ জাহানারা—

সাজাহান। তাজ—তাজ—

সতীউন্নিসা। একি !

মমতাজ। সর্ব্বনাশ!—করেছ কি? বিছানা থেকে এই দেহ নিয়ে কি ভরসায় উঠে এলে—

জাহানারা। কথা শুনলেন না,—বাবা—বাবা—এখনো যে কাঁপছ!—

সাজাহান। তাজ—তাজ! বল তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না!—বল, বল,—আমায় নিশ্চিন্ত কর—

মমতাজ। কি বলছ তুমি,—বসে পড়—বসে পড়—

জাহানারা। বাবা—বাবা—বস এখানে—

সাজাহান। হাঁ—হাঁ—মা আমার—ঠিক কাছে আছিস, দেখতে পাচ্ছি;—যেমন—যেমন তখন দেখেছি;—কিন্তু তোমাকে—তোমাকে তাজ—কেন দেখতে পাইনি! কেন দেখতে পাইনি!

মমতাজ। সতী, শীগ্‌গীর হকীমকে ডেকে আন—

সাজাহান। না—না—না,—যেওনা সতী,—আমি খুব সুস্থ আছি,—একদম আরাম হয়ে গেছি;—আমার মুখচোখ দেখে বুঝতে পারছনা, আমি এখন সুস্থ হয়েছি!—

মমতাজ। তুমি এখনো কাঁপছ—চুপ কর—

সাজাহান। না, না,—অত উতলা হয়োনা তাজ;—আমি—আমি সত্যই হঠাৎ বিভ্রান্ত হয়েছিলেম! কেন শুনবে?—অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখেছি তাজ! না—না—না—স্বপ্ন বললে তাকে ভুল করা হয়,—আমি—সত্য সত্য—সত্য দেখিছি এই চক্ষে,—অপূর্ব্ব—অপূর্ব্ব—অপূর্ব্ব!

জাহানারা। বাবা, বাবা,—চুপ করো—

সাজাহান। না—মা—জাহানারা, আমার এ প্রলাপ নয়,—শোন্ শোন্, শুনলে স্তব্ধ হয়ে যাবি মা,—তুমিও তাজ তুমিও—শোন শোন,—

আগরার সিংহাসনে দুজনে বসেছি। মণিমুক্তা খচিত কি সে বিচিত্র সিংহাসন! শীর্ষে—তার—তার—হাঁ—অপূর্ব্ব—ময়ূর, ময়ূর—এখনো চোখের উপর ভাসছে!

সতীউন্নিসা। এত সুস্বপ্ন,—আপনার এ স্বপ্ন সত্যই হোক।

সাজাহান। তারপর তাজ—কি দেখলেম জান? সারা দুনিয়ায় শত বছরের জ্যোৎস্নায় গড়া—বিরাট বিশাল মহান্ হর্ম্ম্য! তার তুলনা নাই, তুলনা নাই,—বর্ণনা করবার ভাষা নাই, ভাষা নাই;—চাঁদের কিরণ তার কাছে গিয়ে লজ্জায় ঠিকরে পড়ে—এত সে সুন্দর! আমি তার রূপ প্রকাশ করতে পারছি না,—কিন্তু—কিন্তু—এইখানে—এইখানে—এইখানে তার অবিকল আলেখ্য ফুটে উঠেছে—আমি দেখতে পাচ্ছি—অতি স্পষ্ট, অতি উজ্জ্বল!—হাঁ,—তারপর শোন,—আগরার গম্বুজের উপব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছিলেম—যমুনার বক্ষভেদ করে সে উঠছিল—হঠাৎ দেখি—তুমি—তুমি—তাজ—তার মধ্যে গিয়ে লুকুলে! আমিও তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটলেম,—দেখতে পেলাম না তোমাকে; 'তাজ—তাজ'—বলে চীৎকার করে ডাকতে লাগলেম—প্রতিধ্বনি উপহাস করে হেসে উঠল,—তোমায় আর পেলেম না!

মমতাজ। সত্য? তোমার এ স্বপ্ন শুনে—তোমার মানস-পটে চিত্রিত ঐ হর্ম্ম্যের কথা শুনে—আমিও যেন তা চোখে দেখতে পাচ্ছি!—আমাকে তার মধ্যে অদৃশ্য হতে দেখেছ?—এখন মনে আমার এই সাধ জাগছে,—তুমি সম্রাট হয়ে তোমার স্বপ্নে দেখা এই হর্ম্ম্যই প্রস্তুত ক'র,—আর—আর—তারই তলায়—তাজের সমাধি—

সাজাহান। চুপ্—চুপ্—চুপ্—উন্মাদ ক'রনা আমাকে তাজ! কেন

এ কথা বললে? কেন—বললে?—জাননা গভীর নিদ্রার মধ্যেও কি দ্বন্দ্ব করেছি অন্তরের সঙ্গে!—'তাজ—তাজ'—ব'লে আর্ত্তস্বরে যতবার ডেকেছি, ততবারই চোখের উপর উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে ঐ হর্ম্ম্য!—আর—আর—হাঁ—আর দেখিছি—মুখখানির দিকে চোখ দুটি তুলে সর্ব্বক্ষণ চেয়ে আছে—জাহানারা—মা আমার!—দুই চক্ষু জলে ভরা,—কেন কে জানে!

জাহানারা। বাবা, বাবা,—তাহলে তুমিও স্বপ্নে আমাদের দেখ,—যেমন আমি রোজ রোজই দেখি!—সত্যি মা, দেখ, বাবার আব অসুখ নেই, খোদা আমার প্রার্থনা শুনেছেন।

সাজাহান। আমার জন্য খোদার কাছে তুমি যখন প্রার্থনা করেছ মা, তখন না সেরে কি আমি থাকতে পারি?—তাজ, তাজ, এতক্ষণে আমি প্রকৃতিস্থ হয়েছি।—সবই আবার মনে জাগছে।—ছেলে দুটো—ওঃ হোঃ—এতদিনে হয়ত আগরায় গিয়ে পৌঁছেছে!—কি জানি, কি করছে তারা তাদের নিয়ে! আদর করছে,—না, পাতাল ঘরে চাবি দিয়ে রেখেছে! কিম্বা খাবারের সঙ্গে বিষ দিয়ে—কি, ঘুমন্ত সেই ফুল দুটোর বুকে হত্যার ছুরি—ওঃ ওঃ ওঃ—

সতীউন্নিসা। স্থির হন প্রভু! কেন অনর্থক অশুভ কল্পনা করছেন!

সাজাহান। না—না—না—এত নিষ্ঠুর হতে পারবে না,—দাদু—দাদু—দাদু—বলতে, তারা যে অজ্ঞান! সেই দাদু ত সেখানে,—যদিও পঙ্গু—তবুও তবুও—হাঁ—তাজ, নূতন সংবাদ আছে কিছু?

মমতাজ। নূতন সংবাদ এইমাত্র শোনবার আছে,—সম্রাজ্ঞীর ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মহারাণী মহামায়া সমস্ত রহস্য বুঝতে পেরে তাঁর স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। এখন তাঁরা নাকি আমাদের—

সাজাহান। এ সংবাদ এখন আমাকে শোনাবার অর্থ কি তাজ! সাজাহান আজ সর্ব্বস্বান্ত অসহায় অক্ষম সত্য, কিন্তু, কিন্তু— সে কি তার আত্মসম্মান—তার মনুষ্যত্ব—তার ব্যক্তিত্ব— সমস্ত—সমস্ত—

মমতাজ। কেন উত্তেজিত হচ্ছ তুমি এ কথা শুনে! আমি ভিক্ষুকের পত্নী নই,—স্বাবলম্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বামীব সহধর্ম্মিনী! যদি নিজের ভুল বুঝে, মাড়বার কখনো স্বেচ্ছায় আসে আমাদের কাছে, তবেই—তবেই,—নতুবা যত বড় প্রলোভনই হোক না, সেদিকে দৃষ্টিও ফেলব না।

সাজাহান। আমি কি জানিনা তাজ, কত বড় মর্ম্মান্তিক ব্যথা বুকে চেপে ধরে একথা বলছ তুমি! রোটসগড়ের সেই ঝঞ্ঝার সঙ্গে সঙ্গে রোগশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছ—একটি বার প্রকাশ কর নি—কাউকে জানতে দাও নি—ঐ বুকখানির মধ্যে কি ভয়াবহ বহ্নি দাউ দাউ করে দিনরাত জ্বলছে,—আর তার জ্বালা তুমি সইছ!

মমতাজ। দুনিয়ায় এসে যে মা হবার সৌভাগ্য পেয়েছে, এ দুর্ভাগ্যের জ্বালাও তাকে বুকপেতে নিতে হয়েছে।—বাঘিনীর কবলে সন্তান যদি পড়ে, সেই সন্তানকে রক্ষা করতে যে মা নিজের শক্তির ওজন না করে পাগলিনীর মত বাঘিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে,—আমি সেই মা,—সেই সন্তানহারা মা,—তবু যে চুপকরে মড়ার মত নির্জ্জীব হয়ে আছি—কেন,—কেন,— কি বলব!—

সাজাহান। শুধু আমার জন্য! আমার জন্য! আমি যে তোমার—

(সহসা বাটীর নিম্নে রাস্তারদিকে তুমুল কোলাহল, অস্ত্রের ঝঙ্কার—বন্দুকের আওয়াজ)

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। এই বাড়ী—মুসাফিরখানা,—ভেঙ্গে ফেল্ দরজা।—

সাজাহান প্রভৃতি। একি!—কি হল,—ব্যাপার কি—

সুজার প্রবেশ।

সুজা। এই যে বাবা—আপনি উঠেছেন! বড় বিপদ বাহিরে। আলিমহম্মদ একদল ফৌজ নিয়ে এই মুসাফিরখানা আক্রমণ করেছে।

সাজাহান। আলিমহম্মদ! আলিমহম্মদ!—সেই বেইমান, নেমকহারাম বিশ্বাসঘাতক!—জাহানারা—মা আমার—ঐ ঘর থেকে আমার অস্ত্র আনো—

সতীউন্নিসা না, না,—এই দেহে—এই অবস্থায়—

সাজাহান। যাও—জাহানারা— [জাহানারার প্রস্থান।

সুজা। আমরাও চুপ করে নেই,—সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছি,—শুধু খবর দিতে এসেছিলুম!—আমি চললুম নীচে। [প্রস্থান।

সাজাহান। তিনটে—তিনটে! এক তারে গাঁথা সমান তিন বেইমান! একটা কাঁটা ভেঙ্গে—দিয়েছে সুন্দরলাল—ফুটতে না ফুটতেই—নর্ম্মদার যুদ্ধে! মনে নেই তার কথা—রস্তম আলি!—দুয়ের কাঁটা—আলি মহম্মদ! তিনেরটা—দরাব খাঁ!

অসিচর্ম্ম লইয়া জাহানারার প্রবেশ

এনেছিস্; দে মা দে,—ভয় নেই তোমাদের,—পাগলের মত আজ মরতে ছুটব না,—কিন্তু বেইমানকে আর রেহাই দেব না—(টলিতে টলিতে উত্তেজিতভাবে ছাদের আলিসার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঝুঁকিয়া নিম্নের সংঘর্ষ দেখিতে লাগিলেন। এই সময়—মমতাজ প্রভৃতি মুখ ও চক্ষে বিস্ময় ও আতঙ্কভাব প্রকাশপূর্ব্বক—সাজাহানকে অনুসরণ করিলেন)

সাজাহান। সাবাস্—সাবাস্! এগিয়ে যাও—আরো এগিয়ে,—আরো এগিয়ে!—সাজাহানের ভক্তপুত্রগণ! চেয়ে দেখ—রোগশয্যা ছেড়ে উঠে এসেছি আজ তোমাদের বীরত্ব দেখতে।

নেপথ্যে। জাঁহাপনা! জাঁহাপনা!—আল্লা আল্লা হো—

সাজাহান। আবদুল্লা! সেনাপতি দরিয়া খাঁ! মহৎ কাসীম আলি! সাহসী সুন্দরলাল!—দেখতে পাচ্ছ—হাতীর উপর বসে কে সৈন্য চালায়—সাজাহানের সম্মুখে—

মমতাজ। (উত্তেজিতভাবে আলিসার উপর উঠিয়া সাজাহানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া)—নর্ম্মদা যুদ্ধের সেই বিশ্বাসঘাতক বেইমান যে তোমাদের প্রভুকন্যার গায়ের সমস্ত জেবর নিয়েও দুষমনী করেছিল—সেই জাহান্নামের সয়তান আজ হাতীর পীঠে—

নেপথ্যে। হাতী—হাতী—আলিমহম্মদ—আলিমহম্মদ—

সাজাহান। হাতী—হাতী,—হাতীর পীঠে ঐ সয়তান,—ঐ—ঐ—ঐ, আবদুল্লা! ঐ দিক দিয়ে—হাঁ—ঐ পথে;—দরিয়া খাঁ,—ঐ মস্‌জিদ ঘুরে;—কাসীম আলি!—দেউড়ীর ধারে!—সুন্দরলাল! ঠিক—ঠিক—ঘোড়ায় চড়ে—হাওয়ার আগে—আলিমহম্মদের শির লক্ষ্য করে,—সাবাস—সাবাস,—দেখ দেখ দেখ তাজ—হাওয়ার আগে আসোয়ার ছুটেছে,—হাতী—হাতী—সুন্দরলাল!—দরিয়া খাঁ—হাতী—হাতী—

তাজমহল। ঐ—ঐ—ক্ষিপ্ত হাতী শুঁড় দিয়ে কাকে জড়িয়ে ধরলে! ঐ—ঐ—কে হাতীর শুঁড় কেটে—লাফিয়ে হাওদায় উঠছে—

সাজাহান। হাতী মাটী চেপে—আর দেখা যাচ্ছে না—ওকি—ওকি—অন্ধকার— ওঃ—ওঃ—মাথাটা আমার—

মমতাজ। সতী—সতী—সতী—শীগ্‌গীর ধর—শীগ্‌গীর—

[সকলে মিলিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় সাজাহানকে ধরিয়া আলিসার নিম্নে বসাইয়া দিলেন, জাহানারা ছুটিয়া জল ও পাখা আনিলেন]

মমতাজ। বাতাস কর্—বাতাস কর—উত্তেজনায় দুর্ব্বল দেহে বুঝি মূর্চ্ছা গেলেন—

জাহানারা। (পাখার বাতাস করিতে করিতে) বাবা! বাবা!

সাজাহান। হাঁ—হাঁ—হঠাৎ আবার বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেম!—এখন সুস্থ হয়েছি। ধরত—ধরত—দেখি—

মমতাজ। না—না—উঠনা—

সাজাহান। না—না—না—না—(সাজাহানের উঠিবার প্রয়াস)

আলি মহম্মদের ছিন্ন শির হস্তে সুন্দরলালের প্রবেশ

সুন্দরলাল। জাঁহাপনা!—সয়তান আলি মহম্মদের নাম দুনিয়া থেকে মুছে গেছে! এই তার নিশানা! (শির সাজাহানের পদতলে রাখিলেন)

সাজাহান। সাবাস সুন্দরলাল—সাবাস!—(ভ্রুকুটিপূর্ণনেত্রে ছিন্ন শিরের দিকে চাহিয়া) এই যে—এই যে,—সয়তান—সয়তান!—তাজ—তাজ!—দেখো—দেখো,—তিনটের দুটো; বাকি, আর একটা,—দরাব খাঁ—দরাব খাঁ! কিন্তু সে এখন এক্তেয়ারের বাইরে। তারও এমনই ছিন্ন শির,—তার ভার হে সর্ব্বদর্শী মহিমাময় ঈশ্বর! তোমার উপর—তুমি—তুমি তার বিহিত ক'র!—কিন্তু সুন্দরলাল, আমি যে—আমি যে আজ রিক্ত, সর্ব্বস্বান্ত,—কি দিয়ে তোমাকে—তৃপ্তি পাই!—কি দিয়ে—কি দিয়ে—

সুন্দরলাল। রাজার স্নেহ দিয়ে জাঁহাপনা!

হুসিয়ারের প্রবেশ

হুসিয়ার। জাঁহাপনা—জাঁহাপনা! খোজা হুসিয়ার আবার নূতন সমাচার এনেছে।—মাড়বারে দৌত্য করতে গিয়ে দুঃসংবাদ বহন করে

এনেছিলেম, আজ এনেছি সুসংবাদ! মেবারের মহারাণা, জাঁহাপনা বিপন্ন শুনে মেবারের ফটক খুলে দিয়েছেন—জাঁহাপনাকে আদর করে বরণ করতে; রাণা নিজে রাজ্যের বাইরে এসে প্রতীক্ষা করছেন,—রাণার দূত মৌএ উপস্থিত।—আদেশ!

সাজাহান। শোন তাজ শোন!—এই রাণার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করেছিলেম। খড়্গো খড়্গো আলিঙ্গনের পর হাতে হাত মিলিয়েছিলেম। তার এই প্রতিদান। এস, সকলে মিলে, এইখান থেকে মেবারের সেই মহিমাময় রাণার উদ্দেশে সেলাম করি!

—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লাহোর—হারেমের একাংশ।

মণিজা।

গীত।

মীরা মিল হোলী গাবে, ফাগুন-কে দিন চার রে।
বিন করতাল পখাবজ বাজে, অহনদ কি ঝনকার রে॥
বিন সুর রাগ ছত্তিসূঁ গাবে রোম রোম রংগসার রে।
সীল সঁতোষ-কে কেসর ঘোলী, প্রেম-প্রীতি পিচকার রে॥
উড়ত গুলাল, লাল ভয়ে বাদল, বরসত রংগ অপার রে।
ঘট-কে সব পট খোল দিয়ো হৈং, লোকলাজ সব ডার রে॥

লয়লীর প্রবেশ

লয়লী। আজ যে ভারি আমোদ দেখছি—ব্যাপার কি ?

মণিজা। কি আর কবি বল, তুমি ত গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছ; চুপটি করে দিনরাত সোফার উপর একই ভাবে বসে থাক,—কি যে ভাব তা তুমিই জান! তাই দেখছি—এক আধটা গান গেয়ে তোমাকে একটু অন্যমনস্ক করতে পারি কি না? এ রকম করলে কদিন বাঁচবে ?

লয়লী। সে আশঙ্কা তোর নেই মণিজা,—বাঁচব আমি অনেক দিন, খোদা যে মেয়েদের নসীবে আয়ুটা খুব জবর করেই দেগে দেন—তা জানিস না? তবে সমস্যা এই, যাকে অবলম্বন করে সমস্ত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে যাচ্ছি—তাকে হয়ত বাঁচাতে পারব না—

মণিজা। নসীব যখন মান, তখন ভুলে যাও কেন—মরা বাঁচা মানুষের

হাতের মধ্যে নয়—ইচ্ছায়ও হয় না। শোন,—আজ সাজাদা হোলিতে যোগ দেবেন বলেছেন, এখনি অন্দর মহলে আসবেন। এস আমরা হোলির গান সুরু করি—

লয়লী। তুই কি মনে করিস্—এই সব করে সাজাদার মন ফেরাতে পারবি ?

মণিজা। চেষ্টা করতে দোষ কি ? আজ কতদিন সাজাদার সঙ্গে দেখা নাই ভাবত—

লয়লী। আমি ত হাল ছেড়ে দিয়েছি—তুই যদি মনে করে থাকিস—এই রকম করলে তার মন থেকে লাম্পট্যের নেশা ছুটে যাবে—সে তোর ভুল। তবে তুই চেষ্টা করছিস কর্—আমি বাধা দেব না।

মণিজা। ঐ সুরের আওয়াজ আসছে,—চাই কি, তোমার নাগর হয় ত নাচনাওয়ালীদের সঙ্গে নাচতে নাচতে তোমার সঙ্গে হোলি খেলতে আসছেন !—পার ত, এইবার আটকে ফেল—

হারেম-নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

গীত ।

আজু ফাগুন কে দিন আও আও গোরী।
সব কোই মিল্‌কে খেঁলু হোরী॥
নন্দ কি নন্দন চতুর কান—
রঙ্গাওব লালসে না করো বহান
ভর থারি, বড়ে পিচকারী—
চল্ সখী-য়ণ মিলি সারি—সারি॥

[প্রস্থান।

লয়লী। দেখলে, ঠকলে ?

মণিজা। খোদার মার—সেরা মার !—আমাদের সাধ্য কি তাঁর খেলা বুঝি।

তৃতীয় দৃশ্য।

জাহাঙ্গীরের খাস কামরা।

জাহাঙ্গীর ও আসফ খাঁ।

জাহাঙ্গীর। সাজাদা পারভেজের এ পত্র সম্রাজ্ঞী পড়েছেন, আসফ খাঁ ?

আসফ। সর্ব্বাগ্রে সম্রাজ্ঞীর পড়া না হলে কোন পত্রই ত সম্রাটের কাছে ইদানীং পেস হবার উপায় নেই জাঁহাপনা !

জাহাঙ্গীর। তা আমি জানি ;—রাজকীয় সমস্ত পত্রই যাতে সম্রাজ্ঞীই আগে পড়বার অবকাশ পান, আমিই তার ব্যবস্থা করেছি ; তবু ব্যবস্থামত কাজ ত সব সময়ই হয় না,—তাই আমি জানতে চাইছি, সম্রাজ্ঞী এই পত্র পড়েছেন কি না ?

আসফ। পড়েছেন, জাঁহাপনা।

জাহাঙ্গীর। হুঁ !—আচ্ছা, বলতে পার আসফ খাঁ, সম্রাজ্ঞী এই দরাব খাঁর সম্বন্ধে কোনো আদেশ সম্রাটের নামে সেখানে পাঠিয়েছেন কি না ?

আসফ। সম্রাজ্ঞী এ পত্রের বিষয় জেনেও—এখনো কোন আদেশ পাঠান নি ;—বিশেষতঃ এ আদেশ সম্রাটেরই—

জাহাঙ্গীর। দরাব খাঁ !—দরাব খাঁ !—বায়রাম খাঁর কুলপাংশুল শয়তান ! ঝাড়্—বেইমান, পুরো বিশ্বাসঘাতক ! উলটে—পালটে—চমৎকার ! একবার বাদশার সঙ্গে, আবার সঙ্গে সঙ্গে তার—জাহান্নমে যাক্ ! মাপ চায়,—মাপ চায় !—বিশ্বাসঘাতক, বেয়াদপ, বেইমান ! আসফ খাঁ !—আমি দরাবের মুণ্ড চাই—মুণ্ড—মুণ্ড—ছিন্ন মুণ্ড দরাব খাঁর !—লেখ—লেখ পরোয়ানা—জল্‌দী !—চেয়ে রইলে যে ?—লেখ সাজাদা পারভেজকে—

অবিলম্বে দরাব খাঁর ছিন্নমুণ্ড আমার দরবারে পাঠাবে। (আসফ খাঁ লিখিতে লাগিলেন)—এই নাও আমার পাঞ্জা—ছেপে দাও ;—লিখেছ ?

আসফ। জী—জাঁহাপনা।

জাহাঙ্গীর। দেখি ! (আসফ খাঁর নিকট হইতে পরোয়ানা লইয়া পাঠ) হাঁ,—ঠিক হয়েছে ; দাও—কলম, স্বাক্ষর করে দিই—(আসফ খাঁর কলম প্রদান, জাহাঙ্গীরের স্বাক্ষর) এই নাও ; তোমার দপ্তরখানায় গিয়ে শিল-মোহর করে—দক্ষ শওয়ার দিয়ে এই দণ্ডে পাঠাও,—যাও—যাও—

আসফ। (স্বগতঃ)—বুঝিছি—পাছে নুরজাঁহান এসে বাধা দেয় !

[প্রস্থান।

জাহাঙ্গীর। (কক্ষমধ্যে উত্তেজিত ভাবে পাদচারনা করিতে করিতে) বেয়াদপ বিশ্বাসঘাতক বেইমানদের একটি একটি করে এই ভাবে উচ্ছেদ করব ! কেউ বাদ যাবে না,—কেউ না ; যারা আমার ছেলের দলে যোগ দিয়েছে,—আবার যারা যোগ দিয়ে শেষে ভয়ে সরে দাঁড়িয়েছে—তারাও,—তারাও ! সমান পাপী, সমান দোষী সব, কেউ নিস্তার পাবে না।—এক একবার ইচ্ছা করে—নিজে যুদ্ধস্থলে ছুটে যাই,—গিয়ে তার কান ধরে টেনে আনি,—উপযুক্ত পুত্রকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে—শেষে পিতা পুত্রে এক সঙ্গে বসে খানা খাই, গল্প করি, সব গোলমাল চুকিয়ে ফেলি ! আমার ছেলে,—শাসন করতে আমি, ভালবাসতে আমি, আদর করতে আমি !—কে সে দরাব ? কে মহাবৎ ? কে বা যশোবন্ত ?—আমাদের মাঝে পড়ে বেয়াদপী করে ! ওঃ—বুক ফেটে যাচ্ছে শুনে—প্রসবান্তে

আমার হারেমের বধূ—রোটাসদুর্গে মৃত্যুমুখে! একপত্নীরত বে-দৌলৎ পুত্র আমার যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পত্নীর শিয়রে গিয়ে বসেছে! পারভেজ তাকে স্ত্রৈণ্য বলে ধিক্কার দিয়েছে!—আমি কি বলব?—কি বলব? আমি যে দিব্য চক্ষে সে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি!—দিব্য দিয়েছি মহাবতকে, বাপ মার কোল থেকে ছেলেগুলোকে কেড়ে আনতে! সে শপথ করেছে,—মানবে না কারো বাধা,—শুনবে না কোনো কথা,—আনবে, আনবে, আনবে! আমি হুকুম করেছি, মানতেই হবে! তারপর? তারপর?

নুরজাঁহানের প্রবেশ।

(স্বর সহসা সহজ করিয়া সরলভাবে) এই যে সম্রাজ্ঞী!—এসো;—ওকি, অবাক হয়ে একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলে যে!

নুরজাঁহান। সম্রাটের বুকের ভেতর এমন কি ভাবনার ঝড় উঠেছে যার তোড়ে মুখখানা পর্য্যন্ত ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে—শুনি?

জাহাঙ্গীর। সাজাহানের দুর্দ্দশার কাহিনী শুনেছ ত?

নুরজাঁহান। শুনি—নি? তবু সে পিতার কাছে মাপ চাইতে হাত বাড়ালে না! হতভাগ্য!—হাঁ এখন কথা হচ্ছে এই—অনুতপ্ত দরাবখাঁর প্রাণভিক্ষা চেয়ে সাজাদা পারভেজ পত্র লিখেছে—

জাহাঙ্গীর। সে ল্যাটা চুকে গেছে! তুমি কিছু শোন নি নাকি?

নুরজাঁহান। কি রকম?

জাহাঙ্গীর। আমি যে আগেই তার উপর পরোয়ানা পাঠিয়েছি।

নুরজাঁহান। কিসের পরোয়ানা গো?

জাহাঙ্গীর। দরাব খাঁর মুণ্ডুটা দেখবার বড় লালসা হয়েছিল, তাই চেয়ে পাঠিয়েছি।

নুরজাঁহান। সম্রাট কি তাহলে দরাব খাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন?

জাহাঙ্গীর। হঠাৎ রাগের বশে এই রকম আদেশই দিয়ে ফেলেছি মনে হচ্ছে।

নুরজাঁহান। হঠাৎ এ রকম রাগটা হবার কারণ?

জাহাঙ্গীর। হবে না? সে বেইমান, সে বিশ্বাসঘাতক, সে রাজদ্রোহী! বাদশাহের ঘোষণা শুনেও সে বিদ্রোহী সাজাহানের পক্ষে যোগ দিয়েছিল!

নুরজাঁহান। হুঁ!—তাই বাদশাহের রোষানল একবারে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল! মাড়বারের মহারাজ দরবার ত্যাগ করে—বীরদর্পে চলে গেছে শুনেও ত সম্রাট রোষান্ধ হন নি,—বরং পুলক-বিস্ময়ে চমৎকৃত হয়ে বাহোবা দিয়েছিলেন! হতভাগা দরাব খাঁর এ শাস্তি কি জন্য চক্ষুষ্মান সম্রাট? বিদ্রোহীকে সাহায্য করার অপরাধে?—না,—বারাণসীর যুদ্ধস্থলে সম্রাটের অতি প্রিয় বিদ্রোহী পুত্র সাজাহানের সঙ্গে যোগ দেয় নি বলেই তার এই শাস্তি?

জাহাঙ্গীর। (সপ্রতিভ অথচ প্রশংসমান নয়নে নুরজাঁহানের দিকে চাহিয়া) আল্লার আদেশ,—বিশ্বাসঘাতক সর্ব্বত্রই দণ্ডার্হ! বিশ্বাসহন্তাকে কথনো বিশ্বাস করবে না,—মার্জ্জনা করবে না,—শাস্তি দেবে।—এও স্থির জেনো—শাস্তি সবাই পাবে; কেউ বাদ যাবে না—যদি আমি বেঁচে থাকি।

নুরজাঁহান। দরাব খাঁর মত শাস্তি কিন্তু কেউ পায় নি,—এর চেয়েও বেশী অপরাধ করে অনেকে মার্জ্জনা পেয়ে গেছে, তখন কিন্তু আল্লার আদেশ বাদশাহের মনে জেগে ওঠে নি! মনে আছে—

সম্রাটের পরম বিশ্বাসভাজন মৌত্রর দুর্গাধীপ রাজা জগৎসিংহের কথা?—যিনি সাজাহানের হয়ে সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ পর্য্যন্ত করেছিলেন!

জাহাঙ্গীর। ওঃ,—শেষে যিনি পরাস্ত হয়ে সরাসরি ভারতসম্রাজ্ঞীর এজলাসে মার্জ্জনার দরখাস্ত পেস করেছিলেন? মনে নেই, সম্রাজ্ঞীর সৌজন্যেই ভারতসম্রাট তাঁকে ক্ষমা করেছিলেম! দরাব খাঁও যদি আজ সম্রাজ্ঞীর শরণাপন্ন হত, আর সম্রাজ্ঞী যদি তাকে অভয় দিতেন,—বাদশাহের সাধ্য হত কি তার শির চেয়ে পরোয়ানা পাঠাতে?—দুর্ভাগ্য দরাব খাঁ!

(উভয়ে উভয়ের প্রতি উভয়েরই দুর্ব্বলতা এবং আত্মপ্রবঞ্চনার ভাব বুঝিয়া তাকাইয়া রহিলেন)

আসফ খাঁর সহিত দারা ও আওরঙ্গজেবের প্রবেশ।

জাহাঙ্গীর। কেও, আসফ খাঁ? ওকি! ওরা?—য়্যাঁ! সত্য? সত্য? তবে কি—

(এই সময় দারা 'দাদু' বলিয়া ছুটিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আওরঙ্গজেব তাহাকে বাধা দিল)

আসফ। রোটসদুর্গের পতন হয়েছে সম্রাট!

জাহাঙ্গীর। পতন হয়েছে!—মহাবত কোথায়?

আসফ। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ; সময়ান্তরে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। সাজাহানের দুই পুত্রকে প্রতিভূস্বরূপ এনেছেন।

জাহাঙ্গীর। শুধু দুটো! আর সব—আর সব? সাজাহানের সেই কন্যা—সেই সদ্যজাত শিশু? আমি যে সব কটাকে চেয়েছিলেম। তাদের কোথায় রেখে এলো?

আসফ। তিনি তাঁদের আনতে পারেন নি,—কেন পারেন নি, সাক্ষাতে এসে তার কৈফিয়ৎ দেবেন।

জাহাঙ্গীর। এখনি আমি কৈফিয়ৎ চাই,—ডেকে আনো—ধরে আনো তাকে—আচ্ছা এখন থাক,—সম্রাজ্ঞী, মহাবতের বিচারভার তোমার হাতে রইল!

নুরজাঁহান। সম্রাট বুঝি সাজাহানকে পরিত্যাগ করে, তার সন্তানদের ধরে আনবার ভার মহাবৎ খাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন! খুব উচ্চ পণে ত এই মহাযুদ্ধের বিজয় ক্রয় করেছেন দেখছি!

জাহাঙ্গীর। ভুল—ভুল—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—ভুল করেছি সম্রাজ্ঞী! এখন ত আর সোধরাবার উপায় নেই, তীর হাত থেকে বেরিয়ে গেছে! আচ্ছা—এখন এই পর্য্যন্ত,—(সিংহাসন হইতে নামিয়া)—এবার আমি আর বাদশা নই—দাদু! আয়—আয়—আয়—আমার দাদু ভাইরা—

(দারা আওরঙ্গজেবের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া ছুটিয়া বুকে আসিয়া পড়িল, আওরঙ্গজেব মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল)

দারা। দাদু—দাদু—

জাহাঙ্গীর। (বক্ষে ধরিয়া) দাদু—দাদু—দাদুভাই!—হাঁ—রে! তুই এলিনি ভাই, রাগ করে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলি! এতদিন পরে বুড়ো দাদুকে দেখে—কাছে ছুটে এলি নি? আয়—আয়—আয়—(হাত ধরিলেন)

আওরঙ্গজেব। ছাড়—ছাড়—ছেড়ে দাও,—আমি এ আদর চাই না! এ ভালবাসা,—জবাই করবার আগে পোষা বগরীকে তোয়াজ করা!

জাহাঙ্গীর। য়্যাঁ!—সম্রাজ্ঞী শুনছ? আসফ—আসফ,—তোমারও

পোষা ত হে, শুনছ!—ওরে শালা—তোর এই ঝাঁজই যে আমার আরো মিষ্টি লাগে,—আর তোর সেই বোন্‌টি—

আওরঙ্গজেব। তারো চুলের মুঠোটা ধরে টেনে আনলেই ত কাজের খতম হত! আদর করছ আমাদের,—আর সেখানে তাদের কি কদর হয়েছে তা যদি বুঝতে—যদি একবার মনেও ভাবতে, কি করে আমাদের ছিনিয়ে এনেছ—

জাহাঙ্গীর। ছিনিয়ে এনেছে? ছিনিয়ে এনেছে?—তোর বাপ্—তোর মা—হাঁরে—হাঁরে—তোদের মা—

দারা। মার বড় অসুখ দাদু—মরণাপন্ন,—সেই অবস্থায়—

জাহাঙ্গীর। য়্যাঁ—য়্যাঁ—ওঃ—

আওরঙ্গজেব। সন্ধিতে ধোঁকা দিয়ে আমাদের ছিনিয়ে এনেছে;—বাবাও পাগল হয়েছিল, তাই আমাদের কবর না দিয়ে তোমার কাছে আদর নিতে পাঠিয়েছে—

নুরজাঁহান। সাজাহানের এই ছেলেটি বেশ পাকা পাকা কথা শিখেছে তো?

জাহাঙ্গীর। ওরে শালা—(টানিয়া কাছে আনিয়া) তোর এই পাকা পাকা কথা আমার যে শুনতে বড় মিষ্ট লাগেরে! আয়—আয়—রাগ করিস নি দাদুভাই,—রাগ করিস নি! আয়—আয়—আয়—বুকে আয়—দুজনে আমার এই বুকে আয়,—(দুজনকে বক্ষে ধরিয়া) দাদুভাই—দাদুভাই!—ওরে—ওরে! আজ যেমন আনন্দ পাচ্ছি—তোদের বুকে ধরে,—তেমনই তোদের অভাবে সেখানে—আর একটা ছবি চোখের উপর ফুটে উঠে আমাকে যে কাঁদিয়ে দিচ্ছে রে!—আঃ—তবু আমি

আজ কত সুখী! ঈশ্বর—ঈশ্বর! আমি যে পিতা,—বাদশাহ হলেও আমি পিতা,—পিতার সুখ—কোথায়—কোনখানে? সিংহাসনে নয়—বেহেস্তেও নয়—তার সুখ—তার সুখ—এইখানে! (দুজনকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া) আঃ—

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী মর্ম্মর গিরি।

সাজাহান। সত্য তাজ, মেবার থেকে আমাদের সহসা চলে আসাটা, পালিয়ে আসার মতই হয়েছে। রাণা এতে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন জানি; কিন্তু আর অন্য উপায় ছিল না। নিয়তির নির্ব্বন্ধেই বল আর খাঁজাহানের নিমন্ত্রণেই বল, এইখানে আসতে হয়েছে।

মমতাজ। নিয়তির নির্ব্বন্ধেই আমাদের মালবে আসা, এ বেশ বোঝা যাচ্ছে। খাঁজাহানের ভাবগতিক দেখে তার নিমন্ত্রণে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

সাজাহান। তাকে অবিশ্বাস করেই আমি তার নিমন্ত্রণ নিয়েছি তাজ! মেবারের মহামানী রাণা, আমি তাঁর রাজ্যে আশ্রয়প্রার্থী শুনে, তিনি নিজে রাজ্যের বাইরে এসে, আমাদের আদর করে নিয়ে গিয়েছিলেন—সমস্ত মেবার সেদিন উৎসবে মেতেছিল! আর এই অকৃতজ্ঞ বেইমান একবার দেখা পর্য্যন্ত করতে এল না—একটা চাকর পাঠালে তার দুর্গের মধ্যে নিয়ে যাবার জন্য!

মমতাজ। রাণার মনে ব্যথা দিয়েছি, অনুরোধ রাখিনি, এ বুঝি তারই প্রতিফল! এখনও—এখনও বুঝি উপায় হতে পারে—কেউ যদি দ্রুতগামী অশ্বে বিদ্যুতের বেগে ছুটে গিয়ে—মেবারের রাণাকে—

সাজাহান। সাহায্য করতে বলে? না তাজ,—মনেও আর ও চিন্তা এন না; আর কারুর কাছে সাহায্য চাইব না; পরের সাহায্য

নিয়ে আর বাঁচতে চাই না !—এখন কি চাই শুনবে ? শুনবে তাজ ? আমার এ অশান্ত ধৈর্য্যশূন্য অন্তর—এখন শুধু চায়—একমাত্র পিতার সান্নিধ্য !——হাঁ, সত্য, সত্য, সত্য, তাজ ! তোমায় সত্য বলছি—আমি এই চাই, অশান্ত অবাধ্য বিদ্রোহী পুত্রের বিরাট আকাঙ্ক্ষা আজ পিতৃস্নেহে তুষারের মত বিগলিত হয়ে তটিনীর তেজে ছুটে মিশে যেতে চায় সেই বিশাল স্নেহ সিন্ধুর উদার বক্ষে !—মনে হচ্ছে সেই মুখ—আম-দরবারের সেই বাদশাহী মুখোস পরা ভ্রুকুটি কুটিল মুখ নয় তাজ—স্নেহময় পিতার সেই হাস্যমধুর প্রসন্ন মুখ—একদিন যা জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য ছিল !—ইচ্ছা করছে আজ ছুটে গিয়ে আছাড় খেয়ে বলি—যাক্ ও কথা—

মমতাজ। যেবারে আসার পর থেকেই আমি তোমার এই ভাবান্তর দেখে আসছি। স্বপ্নে তোমার মুখে অনেক সময় এ সব কথা শুনেছি। কিন্তু এ হবার নয়,—সত্যই উপায় নেই, যাবার পথ নেই। যদি তুমি পণ ভুলে, শিশুর মত ছুটে গিয়ে তাঁর পা দুখানি জড়িয়ে ধর, তিনি তোমাকে পদাঘাত করে মুখ ফিরিয়ে নেবেন। আর যদি তুমি যথার্থই সাম্রাজ্যের বিজয়-মুকুট মাথায় পরে উদ্ধত বিজয়ী পুত্রের মত তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াও, তিনি তোমাকে আপনি বুকে জড়িয়ে ধরবেন। আর আমার খুবই বিশ্বাস আছে, বিজয়ী পুত্র কখনই বিজীত পিতাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়ে নিজে তাতে বসবে না—পিতার পদতলেই তখন তার স্থান—

সাজাহান। এ বিশ্বাস তোমার আছে তাজ ?

মমতাজ। নেই ? আমার মনের যিনি ঈশ্বর, তাঁর হৃদয়টি যে এই নখ-দর্পনে আমি দেখতে পাই।

সাজাহান। বটে! তাহলে কি সঙ্কল্প নিয়ে আমি মেবার থেকে মালবে এসেছিলেম, তাও তুমি জেনেছিলে বল!

মমতাজ। তুমি সঙ্কল্প করেছিলে—স্বেচ্ছায় ধরা দেবে।

সাজাহান। ঠিক বলেছ, এই সঙ্কল্পই আমার মনে ছিল! আচ্ছা তাজ, এই সঙ্কল্পই যদি সিদ্ধ করি, বন্দী হয়েই যদি যাই?

মমতাজ। তাহলে ক্ষমা পাবে বোধ হয়; কিন্তু—

সাজাহান। বুঝেছি, সেই স্নেহময় হৃদয় স্পর্শ করতেও পারব না—যা আমার প্রধান কাম্য। তাহলে মৃত্যু পণ করে যুদ্ধই করতে হবে,—হয় মুক্তি, নয় মৃত্যু।

সুন্দরলালের প্রবেশ

সুন্দরলাল। মা! মা!—এদিকে আপনারা আর এভাবে এগোবেন না,—আমার মনে বিষম সংশয় হয়েছে! আমি এই পাহাড়ের পথেই দূর থেকে খাঁজাহানের সঙ্গে সাজাদা পারভেজকেও দেখেছি।

সাজাহান। পারভেজ! এখানেও সাজাদা পারভেজ!

মমতাজ। তুমি ঠিক দেখেছ সুন্দরলাল?

সুন্দরলাল। আমার ভুল হয় নি মা, আমি তাঁকে চিনেছি। তারা আমাকে কেউ দেখতে পায় নি,—আমি খুব সন্তর্পনে তাদের সন্ধান করে, এখনি সব জানাব,—আপনারা শিবিরে যান।—

[প্রস্থান।

সাজাহান। সুন্দরলালের কথা উপেক্ষা করবার নয়। তাহলে রীতিমত চক্রান্তই সৃষ্টি হয়েছে। চল তাজ, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হই।

[সাজাহান ও মমতাজের প্রস্থান।

(পাহাড়ের রন্ধ্র মধ্য দিয়া খাঁজাহান ও
পারভেজের প্রবেশ)

খাঁজাহান। দেখলে সাজাদা, কেমন চমৎকার আশ্রয় স্থান !

পারভেজ। সত্যই এ যে গোলকধাঁধার ব্যাপার !

খাঁজাহান। বিদেশী যারা মালবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন, এসেই এই স্থানটি মনোনীত করেন। তারপর, ইঁদুর যেমন জাঁতিকলে চাপা পড়ে, তাদেরও সেই অবস্থা হয়। রাণী দুর্গাবতীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে মোগল-মুষিকরাও এইখানে প্রথমে কাবু হয়েছিল।

পারভেজ। হুঁ !

খাঁজাহান। সাজাদাকে আজ এমন নিরুৎসাহ দেখছি কেন ? তখন সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যাকে ধরবার জন্য মহা উৎসাহে তাড়া করে বেড়িয়েছিলেন,—আজ সেই শিকার হাতের কাছে পেয়েও আপনার মনে উৎসাহ নেই, ব্যাপার কি সাজাদা ! তবিয়ৎ ভাল আছে ত ?

পারভেজ। তবিয়ৎ ভালই আছে খাঁ সাহেব, কিন্তু দিল্ মোটেই ভাল নেই। সাজাহানকে আজ অনেকদিন পরে দেখেই আমার মনোরাজ্য ওলট পালট হয়ে গেছে ! সে যখন যুদ্ধের পর যুদ্ধে হেরে প্রদেশের পর প্রদেশে পালাচ্ছিল—আমিও তখন কি এক অদ্ভুত উন্মাদনায় মেতে উঠে তার পেছু পেছু ছুটেছি ; এই উন্মাদনার উত্তেজনায় মস্‌গুল হয়েছিলেম ! সম্রাট কাবুলে বিপন্ন জেনেও, যেতে পারিনি তাঁর কাছে,—পাছে সাজাহান ফাঁক পেয়ে সিংহাসনে গিয়ে বসে ! কিন্তু খাঁ সাহেব, আজ তোমার মেহেরবানীতে এই গুপ্ত গুহায় বসে—সাজাহানকে দেখে, আমি

আমার সঙ্কল্পের খেই হারিয়ে ফেলেছি! কি জানি, কেন, বলতে পারি না—বুকের এইখানটায় বেদনায় টন্‌টন্ করছে—ছেলেবেলাকার সেই স্নেহমাখা স্মৃতি—আম-দরবারের সামনে মুক্ত প্রাঙ্গনে সেই ভায়ে ভায়ে আনন্দের ছুটোছুটি মনে পড়েছে,—এই তরবারি—যাকে নিয়ে সাজাহানের পেছনে পেছনে এতদিন ছুটেছি—কসায়ের ছুরি বলে ঘৃণা হচ্ছে।

খাঁজাহান। সাজাদার হঠাৎ আজ এ মনের গতি পরিবর্ত্তনের কারণ কি?

পারভেজ। চিরদিন কিছু সমান থাকে না খাঁ সাহেব! পলকে যেমন নসীবের উত্থান পতন হতে পারে, তেমনই মানুষের মনের গতিও ফিরতে পারে।

খাঁজাহান। তাহলে এখন কি করবেন সাজাদা?

পারভেজ। কি করলেম দুনিয়ায় এসে? সাজাহানের এই বিরাট বিদ্রোহও একটা মহান কীর্ত্তি! পারভেজ শুধু কুকুরের মত তার পেছু পেছু ছুটেছে; শেষে মালবের বিল্লীর সঙ্গে চক্রান্ত করে তাঁকে বাঁধবার জন্য ফাঁদ পেতেছে! এমন কীর্ত্তিমান যে,—তার লক্ষ্য মহান আকবর সার সিংহাসন! ধৃষ্টতা, গোস্তাকী, বেয়াদপী! সাজাহান! ভাই! তুমিই ভাগ্যবান! ভারতের সিংহাসন তোমার,—আমি পথ ছেড়ে দিয়ে, কুর্নিশ করছি। শোনো খাঁ, আমি তোমাকে হুকুম করছি—এ চক্রান্তের জাল এখনি গুটিয়ে নাও; আর, তোমার এই গোলক-ধাঁধার ভিতর থেকে আমাকে এখনি দুর্গে নিয়ে চল; আমি আমার সৈন্যদের নিয়ে সাজাহানের সঙ্গে যোগ দেব,—সাম্রাজ্যের বিজয় মুকুট মাথায় পরে সাজাহান সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে যাবে—পার্শ্বে থাকবে তার দেহরক্ষী ভাই পারভেজ!

খাঁজাহান। যোহুকুম খোদাবন্দ্! বান্দা সাম্রাজ্যের তাঁবেদার, হুকুম

তামীল করতেই সর্ব্বদা প্রস্তুত। হাঁ, একটা কথা,—সতী-উন্নিসার উপর সাজাদার অনুরাগের স্পৃহাটা—

পারভেজ। সমস্ত স্পৃহা আজ ঐ নর্ম্মদার জলে ঢেলে দিয়েছি খাঁ সাহেব!—চলে এস—

[প্রস্থান।

খাঁজাহান। মূর্খ সাজাদা!—মনে করেছ, তোমার খেয়ালের তালে তালে আমাকেও পা ফেলতে হবে! তোমার ধারণা, দক্ষিণে যুদ্ধ চালাবার একমাত্র মালিক তুমি! কিন্তু জাননা যে, সম্রাজ্ঞী নুরজাঁহান তোমার ওপরও চাল চালবার ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন খাঁজাহানের হাতে। তাই না সামান্য সেনানী আজ—মালবের নবাব! নবাবীর বোড়ের চালে দুই ভাইই আজ মাত হয়ে যাবে। তখন বুঝবে—মালবের বিল্লী উপহাসের চীজ নয়! (বংশীধ্বনী)—

দুইজন বন্দুকধারী সৈন্যের প্রবেশ।

আমেদ খাঁ,—এইমাত্র সাজাদা পারভেজকে যেতে দেখেছ—আবদুল্লার সঙ্গে ?

আমেদ। জী—জনাব!

খাঁজাহান। আমি জানি, তোমার লক্ষ্য অব্যর্থ; যেই দেখবে, সাজাদা তিন চার রসি পথ গিয়েছে অমনি—(লক্ষ্যাভিনয়) বুঝেছ ?

আমেদ। জী—জনাব! একদম কাবার ত ?

খাঁজাহান। বেসক্!—তুমি বাহাদুর ছেলে। কিন্তু খুব হুঁসিয়ার!—যাও—

[আমেদের প্রস্থান।

পীর খাঁ!

পীর। জাঁহাপনা !

খাঁজাহান। খানিকক্ষণ আগে সাজাহানের সেই বাঙ্গালী সৈনিকটি পাহাড়ের ওপর উঠেছে দেখেছ ?

পীর। খোদাবন্দ্ !

খাঁজাহান। পাঁচজন তীরন্দাজ তার পেছু নিয়েছে। এখন তোমার কি কায তা শোন,—তুমিও বন্দুক তৈরী করে আমেদের পাশে থাকবে। যদি কোন রকমে তার গুলি ব্যর্থ হয়, তুমি তা সার্থক করবে। আর সাজাদা যেই পড়বে,—অমনি তোমরা চীৎকার করে বলবে,—সাজাহানের গুপ্তঘাতক সাজাদা পারভেজকে খুন করেছে।—তারপর সকলে মিলে সেই বাঙ্গালী সৈনিককে পাকড়াও করে আমার কাছে আনবে।—যাও—

[পীর খাঁর প্রস্থান।

(পুনরায় বংশীধ্বনী)

৩য় সৈনিকের প্রবেশ।

তোমার ঘোড়া তৈরী আছে আব্দুল হক্ ?

আব্দুল। জী, হুজুর !

খাঁজাহান। আমি জানি, তোমার মত দক্ষ সওয়ার মালবে দ্বিতীয় নেই। বাদশার পাঞ্জা-ছাপা বেগম-বাদশার এই ছাড়পত্র তোমায় দিচ্ছি। এই নিয়ে তোমাকে লাহোরে এখনই ছুটতে হবে। কেউ তোমায় রুখবে না, প্রত্যেক সদরে ডাক বদল পাবে। সরাসরি বেগম-বাদশার কাছে গিয়ে এত্তেলা দেবে—সাজাহান পারভেজকে খুন করেছে ! যাও—

[আব্দুলের প্রস্থান।

হুঁ ! মালবের বিল্লীর বিদঘুতে চাল !—হুঁ ! চমৎকার ! পথ

একদম খোলসা, পরিষ্কার !——গুলিতে মরবে সাজাদা পারভেজ,—আর তার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সাজাহানের হাতে পায়ে লোহার শিকল জড়িয়ে ধরবে—তখন খাঁজাহান হবে সর্ব্বে সর্ব্বা।

(নেপথ্যে—বন্দুকের আওয়াজ,—পারভেজ-কণ্ঠে) ওঃ—গুপ্তঘাতক—
শ-য়-তা-ন—(বহুকণ্ঠে) খুন—খুন—খুন—সাজাহানের চর—
সাজাদা পারভেজকে খুন করেছে—ধর—ধর—ধর—
ঐ পালায়—ঐ—ঐ—ঐ—(পুনরায় বন্দুকের
আওয়াজ)

সাবাস !—একটা সাবাড় ! সাজাহানের খেলাঘরে এইবার বাজ পড়ল !—

[বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে পতন শব্দ—পরক্ষণে—তীরবিদ্ধ, গুলির আঘাতে আহত,
রক্তাক্ত দীর্ণদেহ, ভগ্নপদ সুন্দরলালের জানুতে ভর দিয়া এক
প্রকার গড়াইতে গড়াইতে আবির্ভাব)

সুন্দরলাল। ঈশ্বর ! এ শাস্তিতে ভীত নই,—শুধু এই ভিক্ষা চাই—এই অন্তিম সময়—হে অসহায়ের সহায় ! শেষ বাসনা পূর্ণ কর ! পা দুখানি ভেঙ্গে দিয়েছ, শক্তি কেড়ে নিয়েছ, শুধু প্রাণটুকু এখনো রেখেছ—দুটো কথা কয়বার জন্য ! দাও—দাও—দাও হে দয়াল !—ভিক্ষা দাও ! দেখাও—দেখাও—দেখাও—যা চাইছি প্রাণের সঙ্গে—দেখাও—

সাজাহান, মমতাজ, জাহানারা ও সতীউন্নিসার প্রবেশ।

সাজাহান। চারিদিকে শত্রু তাজ,—বুঝি শিবিরে পৌঁছতে পারলুম না !

জাহানারা। বাবা! বাবা!—দেখ—এখানে কে পড়ে রয়েছে!

সাজাহান। কে—! এখানে?—একে?

মমতাজ। য়্যাঁ—সুন্দরলাল!

(ছুটিয়া গিয়া তাহার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন)

বাবা আমার!

সাজাহান। সুন্দরলাল! সুন্দরলাল!

সুন্দরলাল। আঃ—(দুই হাত মস্তকে স্পর্শ করিয়া)—তুমি ধন্য, তুমি ধন্য, সত্যই দয়াল!—মা—মা—মা আমার! তোমাকেই দেখতে চেয়েছিলেম,—জাঁহাপনা! দুটো কথা,—সাজাদা পারভেজের মত বদলে গিয়েছিল, আপনার সঙ্গে বান্দার মত মিশতেন তিনি,—তাইতে, সয়তান খাঁজাহান ঘাতক দিয়ে তাঁকে গুলি করে মেরেছে—

সাজাহান। গুলিকরে মেরেছে পারভেজকে?

সুন্দর। হাঁ,—আমি পাহাড়ের ওপরে ছিলেম, বাধা দিতে পারি নি; সয়তান তাঁকে হত্যা করে,—হত্যার দোষ আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে—আমাকেই হত্যাকারী সাব্যস্ত করেছে! আমাকে ধরবার কি চেষ্টা! একা পেরে উঠিনি,—তীর খেয়ে, গুলি খেয়ে, পাহাড়ের মাথার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে এইভাবে এইখানে এসেছি,—বড় কষ্টে প্রাণটাকে জোর করে ধরে রেখেছিলেম!—জাঁহাপানা!—পাহাড়ের এ স্থান—সয়তানের গোলকধাঁধা,—পাহাড়ের ওপর দিয়ে পথ,—নীচের পথ চিনতে পারবেন না,—চিনি আমি—আর চেনে সেই সয়তানের দল—আমায়—আমায় ধরে নিয়ে গেলে—আমি—আমি—আমি—

সাজাহান। চুপ কর—চুপ কর সুন্দরলাল, পথ চিনে আমার কোন

লাভ নেই ! এ পথে যা আজ হারাতে বসেছি,—সারা জীবনেও তা আর ফিরে পাব না—

মমতাজ। এই দুঃসাহস নিয়ে দুনিয়ায় এসে দুদিনের পরিচয়ে মা ব'লে ছেলের বাড়া হয়ে এমনই করে কাঁদিয়ে পালাচ্ছ বাবা !

সুন্দরলাল। আশীর্ব্বাদ কর মা,—জন্মে জন্মে যেন এমনই মা পাই,— দেশের ঘরে ঘরে যেন তোমার মত মা হয় !

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। আল্লা আল্লা হো—আল্লা হো—আল্লা হো— হর-হর-হর-হর-হর-হো—(বন্দুকের আওয়াজ—তূর্য্যনাদ—

সাজাহান। একি ! একি ! আক্রমণ আরম্ভ করেছে খাঁজাহান !

সুন্দরলাল। জাঁহাপানা ! শিবির—শিবির—

সাজাহান। তাজ ! সেই নর্ম্মদার তীর মনে পড়ে ? এও সেই নর্ম্মদা— ঐ বয়ে চলেছে !—সেদিন সুন্দরের ওপর নির্ভর করেছিলেম,— আজ ঈশ্বরের দয়ার ওপর নির্ভর করে তোমাদের রেখে চললেম।

সুন্দরলাল। ইচ্ছা করছে—ইচ্ছা করছে—গড়িয়ে গড়িয়ে—গড়িয়ে গড়িয়ে—যাই—আঃ—

মমতাজ। স্থির হও বাবা ! নিয়তি যে আজ সর্ব্বগ্রাসী হয়ে এসেছে ! কি কষ্ট পাচ্ছ তা কি বুঝতে পারছি না ! হা—ঈশ্বর !

(নেপথ্যে—ঘন ঘন তূর্য্যধ্বনি ও কোলাহল)

সতীউন্নিসা। ওঃ—কিও !—কাতারে কাতারে সেনা ছুটেছে—পাহাড়ের মাথায় হাজার হাজার ঘোড়-সওয়ার ! কি করলে ঈশ্বর— কি করলে ! কি করলে !

নেপথ্যে—খাঁজাহান।—সাজাদা পারভেজের হত্যাকারী বিদ্রোহী সাজাহান ! ধরো—ধরো—ধরো—

জাহানারা। ওহো—কেন গেলে—বাবা ! বাবা ! বাবা !

সতীউন্নিসা। ঈশ্বর রক্ষা করো—রক্ষা করো—

সুন্দরলাল। একবার—একদণ্ডের জন্য—পা দুটোর উপর ভর দিয়ে দাঁড়াইবার শক্তি দাও ভগবান—

মমতাজ। এই কি শাস্তির শেষ! প্রাণগুলো কি এইবার ছিঁড়ে নিয়ে তৃপ্তি পাবে! তবে—তবে—তবে—এসো, আমাকে নাও,—এ প্রাণ ছিঁড়ে নাও—আমার পতিপুত্রদের ফিরে দাও!—সতী, সতী, প্রাণ নিয়ে—নিজের প্রাণ নিয়ে তিনি পাগলের মত ছিনিমিনি খেলছেন,—এদের দেখ্ তুই,—আমি যাই—

সতীউন্নিসা। দিদি—দিদি—

জাহানারা—মা—মা—

মমতাজ। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—আমার সর্ব্বস্ব যে দরিয়ায় ভেসে যায়, আমায় যেতে দে—

পাহাড়ের উপর মহামায়ার সহসা আবির্ভাব

মহামায়া। কোথায় যাবে আরজ? আমি এসেছি যে!

মমতাজ। তুমি?—কে? কে?

(মহামায়া নিম্নে নামিয়া আসিলেন)

মহামায়া। আমায় চিনতে পারছ না আরজ? মনে পড়ছে না?

মমতাজ। মহামায়া!—যোধপুরের মহারাণী? আজ এ সময়—কি মনে করে—

মহামায়া। ভুলের শাস্তি নিতে,—ত্রুটির প্রায়শ্চিত্ত করতে! ঠিক সময়েই এসে পড়েছি বোন,—পাজী সয়তান মাত হয়ে গেছে। ঐ দেখো—পাহাড়ের ধাপে ধাপে মাড়বারী সেনা!

নেপথ্যে। হর—হর—হর—হর—হর—হো—সম্রাট সাজাহানের জয়! জয় সম্রাট সাজাহান!

নেপথ্যে। ঐ সয়তান খাঁজাহান ঘোড়ায় চড়ে পালাচ্ছে,—সাজাদা পারভেজের হত্যাকারী,—ধর—ধর—ধর—

মমতাজ। মহারাণী! মহারাণী! সত্যই তুমি—

মহামায়া। সখি আমি ভাই! এবার তোমার জিতের পালা, আরজ,—মী—মা—তাজ—

মমতাজ। তুমি আমাকে আরজই ব'ল—

জাহানারা। মা, মা,—চেয়ে দেখো—চেরাগ নিবে যাচ্ছে!

মমতাজ। সুন্দরলাল!

মহামায়া। একি!—কে এ মহাবীর, তাজ?

মমতাজ। আমার ছেলে—বাঙ্গালী ছেলে! এই আজ প্রাণ ঢেলে দিয়ে—তার বিনিময়ে বিধাতার ভাণ্ডার থেকে আমাদের বিজয় মেগে এনেছে!

সুন্দরলাল। মা,—এইবার—এইবার সুখে চোখ দুটো বুজুতে পারছি,—আমার প্রভু, আমার মা—আজ মা পেয়েছেন.—সঙ্গে সঙ্গে জয়লক্ষ্মীও—মা—মা—মা—(মৃত্যু)

মহামায়া। ধন্য ছেলে, ধন্য জাতি! এর খ্যাতি—আগেই শুনেছি, আজ দেখে পুণ্য সঞ্চয় করলেম!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিবির।

আসফ। নুরজাঁহান! মুমূর্ষু বাদশাহের শিবির থেকে উজীর আসফ খাঁকে তফাতে সরিয়ে দিয়ে ভেবেছিলে তুমি—খুব চাল চেলেছ! তখন বোধ হয় কল্পনাও করনি, তোমার আওতার বাইরে এসে আসফ খাঁর সুপ্ত কুটবুদ্ধি সহসা জাগ্রত হয়ে শুষ্ক মস্তিষ্ককে পর্য্যন্ত জীবন্ত করে তুলবে। হুঁ—শুষ্ক মস্তিষ্কই বটে! তবে, এতদিন এই মস্তিষ্ককে চালনা করি নি, এই আশ্চর্য্য! বাদশাহ জাহাঙ্গীর জানতে চেয়েছিলেন—আমার বুকখানা কি দিয়ে তৈরী! এত বড় ইঙ্গিতও—আমি—উঃ—আমি—আমি কি তখন—হাঁ, আজ সেই ইঙ্গিত কাযে লাগিয়েছি—এতে আমার কসুর কি? বেদৌলৎ পুত্রের লাঞ্ছনা শুনে, সেই লাঞ্ছনার মূল সবলে উৎপাটন করতে বাদশাহ যদি উন্মত্ত হতে পারেন—আমারও অভাগিনী কন্যা সেই লাঞ্ছনার মধ্যে—এ শুনে, আমিও—আমিও যদি—বাদশাহের মতই উন্মত্ত হয়ে কিছু করি—দোষ কি! একই স্নেহের ঘাতপ্রতিঘাত—উদ্দাম নর্ত্তন—দুই বক্ষ তোলপাড় করছে না? বাদশাহের বুকের মত এ বুকও—যদিও দাসত্বের পাষাণে গড়া—তবুও—

হুসিয়ারের প্রবেশ।

হুসিয়ার। জনাব! সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে আবার এক দূত এসেছেন—

আসফ। ফিরিয়ে দাও হুসিয়ার, ফিরিয়ে দাও; বল তাকে—মুলাকাৎ হবে না, উজীর সাহেব বড় ব্যস্ত—

হুসিয়ার। সেই ভাল জনাব— [প্রস্থান।

আসফ। বারবার পাঁচবার! হুঁ—চমৎকার! সম্রাজ্ঞী নুরজাঁহান দুবার কাউকে কখনো অনুরোধ করে না। আজ পাঁচ পাঁচবার দূত পাঠালে—উজীরকে ফেরাতে,—যাকে সে কীটের মত হীন মনে করত;—এতদিন যে ভুলেও ভাবে নি, আমি তার ভাই, একই রক্তে আমাদের সৃষ্টি; ঘোর দুর্দ্দিনে এই ভারতে আসতে পিতামাতার সঙ্গে এই ভাইভগিনী পাশাপাশি ভীষণ মরুভূমি অতিক্রম করেছিল!—মরুনন্দিনী মেহেরউন্নিসা নুরজাঁহান হয়ে, সেই ভয়াবহ মরুভূমির কথা ভুলেছিল, কিন্তু তার ভাই তা ভোলে নি—

হুসিয়ারের পুনঃ প্রবেশ।

ফিরিয়ে দিয়েছ—চলে গেছে?

হুসিয়ার। হাঁ, জনাব!

আসফ। হুসিয়ার, এখনো তুমি বিমর্ষ! প্রভুভক্ত হাবসি, তোমার ভুলের ত প্রায়শ্চিত্ত করেছ—

হুসিয়ার। জনাব! আমারই ভুলে আমার হুজুর আর হুজুরাইন নর্ম্মদার যুদ্ধে মাত্ হয়েছিলেন, সে আফশোষ যে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না—

আসফ। হুসিয়ার, তোমার সেই ভুলই তোমাকে আজ যশস্বী করছে—তোমার প্রভুর কাছে। তুমি যা করেছ, আমি শুনে স্তম্ভিত হয়েছি। যেবারে সাজাহানের আশ্রয়লাভের হেতু তুমি, মর্ম্মর পাহাড়ের ভয়াবহ যুদ্ধে মাড়বারের উপস্থিতির মূলেও তুমি, আর আমি যে আজ সাহস করে এতদূরে এগিয়ে এসেছি—এরও কারণ তুমি! হুসিয়ার, জয়ঢাক না বাজিয়ে নিরবে সবার অগচোরে তুমি যা করেছ, তার তুলনা নেই—

হুসিয়ার। জনাব, জনাব, আমাকে অত উচুঁতে তুলবেন না; আমি বান্দা, চিরদিনই আমার হুজুর হুজুরাইনের নিমকের বান্দা—

আসফ। তাই না তুমি আজ এতদূরে এগিয়ে আসতে পেরেছ হুসিয়ার! যদি স্বার্থের বান্দা হতে, পারতে না। মোগলসাম্রাজ্যের মসনদের সম্মুখে তুমিই তোমার ভাগ্যবান প্রভুর অগ্রদূতরূপে উপস্থিত হয়েছ, তা জান?

হুসিয়ার। জনাব, জনাব, তাত জানি না; আমার কায যেটুকু, তাই কোরে চলেছি; কি হচ্ছে—তা ত জানি না; তবে মেহেরবান খোদাকে দিনরাত জানাচ্ছি—আমার প্রভু জয়ী হোন—

আসফ। সৌভাগ্য আজ বিজয়রূপে তোমার প্রভুর প্রতীক্ষা করছে। শুনেছ বোধ হয়—আগরার দুর্গশীর্ষে কত সহজে বিজয়পতাকা উড়িয়ে তোমার প্রভু লাহোরের দিকে ছুটে আসছেন—

হুসিয়ার। কিন্তু জনাব! সাজাদা শারিয়ার সম্রাজ্ঞীর আদেশে সমস্ত শক্তি নিয়ে ত লাহোরের মুখে—

আসফ। সত্য। কিন্তু এখানেও সম্রাজ্ঞীর সেই ভুল! নিজে না এসে, সম্রাটকেও সঙ্গে না এনে, মূর্খ—শারিয়ারকে বাধা দিতে পাঠিয়েছেন। আর এই মস্তিষ্ক এই সুযোগটুকু স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছে। এখানেও যুদ্ধের অভিনয় হবে ভয়ঙ্কর, কিন্তু আকাশভেদী গর্জ্জনের পর পর্ব্বত প্রসব করবে একটি ক্ষুদ্র মুষিক! তুমি ব্যস্ত হয়ো না হুসিয়ার, চাকা ঘুরে গেছে, সম্রাজ্ঞীর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে, শেষ হতেও আর বেশী বিলম্ব নাই।

[প্রস্থান।

হুসিয়ার লোকে যা বলে—মিথ্যা নয়!—‘কভি লা পর গাড়ী, আওর গাড়ী পর লা!’ কিন্তু আমি কার তারিফ করব? আমার

নিজের? না—উজীর সাহেবের? কিম্বা, আমার প্রভুর নসীবের? না—না—না—সব ভুয়ো, ওসব কিছু নয়!—তুমি, তুমি,—হে মহিমাময় মেহেরবান খোদা! তুমি—তুমি—এ তারিফ তোমার! তোমায় সেলাম—সেলাম, বারবার—সেলাম।

গীত।

আমি চাই—শাস্তি, চাই না ক্ষমা, চাই না তোমার দয়া গো!
ভারি বোঝা আমার শিরে
কাঁপছি সদা তারই ভারে
বোঝার ওপর বোঝায় মোরে ক'রনা আর বিকল গো॥
দিয়েছিলে যাহা করিয়া বিশ্বাস
আমি করেছি তার সকলি নাশ
গচ্ছিত সকলি করিয়া আয়ত্ত, তোমায় বঞ্চিত করেছি গো।
আমার কিছু নাই, আর কিছু নাই
আমি রিক্ত আজি ব্যর্থ করে তাই
দিয়ে এ মাথায় অপরাধে ঠাঁই, শাস্তি শুধু মাগি গো॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শিবির।

শারিয়ার, কাফী খাঁ, আওরঙ্গজেব ও নর্ত্তকীগণ।

[নৃত্যগীতের সময় পারিষদ কাফি খাঁর শারিয়ারকে ঘন ঘন মদ্য প্রদান,—দূরে একপার্শ্বে আওরঙ্গজেবের কোরাণ পাঠের অভিনয়]

(শারিয়ারের মদ্যপান মধ্যে বাহোবা প্রদান এবং মধ্যে মধ্যে সতৃষ্ণনয়নে একখানি আলেখ্য দর্শন)

(গীত)

প্রাণভয়ে আজ হাস সবাই, ভুলে সকল ভাবনা বালাই,
দিল খুলে সই ঢাল সরাব।
চুলোয় ঢুকুক যুদ্ধ লড়াই, জাহান্নমে দাও হত্যা কসাই,
নেশায় ঢাকুক সব অভাব॥
ভর্ পিয়ালা পরোয়া কি আর, তোয়াক্কা আমরা রাখি বা কার
ঢালাও হুকুম সাজাদার,—ঢাল সিরাজী—খাও কাবাব।
মুখের উপর রাখলো মুখ, বুকেক উপর বুক
ঢাল সরাব ঢুক্ ঢুক্ ঢুক্—পায়ে পায়ে সোণার নুপুর ঘুমুর ঘুমুর বাজুক,
জেগে উঠুক প্রেম-দেওয়ানা শুনে সে আরাব।
দিল ছেপে আজ ভাসে আরাম, নাই ছুটি তার নাই বিরাম
ফুর্ত্তি যেন হয় না হারাম,—চালাও পান্সি ;
য়্যাও মুন্সী!—হঠাও দপ্তর, তোল কেতাব॥

শারিয়ার। কাফি খাঁ!

কাফি। হুজুর!

শারিয়ার। এরা বেশ!—নাচেও বেশ,—গান করেও বেশ,—আর দেখতেও বেশ!—কোথা থেকে জোগাড় করলে এদের?

কাফি। এরা সব এই মুলুকেরই বাছাই মাল হুজুর! সিপাই কর্ত্তা সাহেব যেমন লড়ায়ের জন্য বাছা বাছা জোয়ান মরদ খুঁজতে বেরুলেন,—আমিও অমনি হুজুরের মনের মতন সেরা মাল বাছাই করতে লেগে গেলুম!

শারিয়ার। বটে! আচ্ছা—তুমি এর জন্যে এনাম পাবে। তোমার কথা আমার মনে থাকবে। এদের গান শুনে মনে হচ্ছে, এদের প্রাণগুলোও কবিত্বে ভরা। তা তোমরা অত তফাতে গিয়ে দাঁড়ালে কেন? এসো—এগিয়ে এসো—কাছে এসো,—আমার খুরসীর নীচে কবিতার মত সুন্দর হয়ে ব'সো—শোননি বুঝি—আমি একজন মস্ত বড় কবি! লাহোরে এসে দিন কতক খুব স্ফূর্ত্তি করা গিয়েছিল। তারপর যেমন এলেন আমার কাঠখোট্টা বিবি, অমনি অমন খোলা স্ফূর্ত্তি ফ্যাকাসে হয়ে গেল! তারপর—যেই এলেন—বাদশা—বেগম,—অমনি সব ফুর্ত্তি এক দম কোতল! প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেছিল!

কাফি। তা আর জানিনা জাঁহাপনা? বান্দাই ত লুকিয়ে লুকিয়ে খুব নিরেলায় হুজুরকে ফুর্ত্তির মসলা যোগান দিত—

শারিয়ার। হাঁ হাঁ মনে আছে—ভুলিনি কাফি খাঁ—লড়াইটার আগে নিষ্পত্তি হোক্—তখন তোমাকে স্মরণ করব। বেগম বাদশা বলেছেন, এ যুদ্ধ জয় করতে পারলেই-সিংহাসন আমার। আমিই বা কে,—আর তোমাকেই বা পায় কে? তুমি আমায় খুব কায়দা করে সে সব চীজ যুগিয়েছ কাফি খাঁ,—তাদের মধ্যে সেরা চীজ হচ্ছে—এই তসবীর!

কাফি। আমি যখন সাজাদা সাজাহানের খাস বান্দা ছিলেম, তখন

তাঁর বেগমের ঐ তসবীরখানা চুরী করেছিলেম। হুজুর আওরতদের তসবীর দেখতে ভালবাসেন বলে, হুজুরের সামনে হাজির করেছি।

(আওরঙ্গজেবের চাঞ্চল্য ও ভীষণ ভ্রুকুটি)

শারিয়ার। বেশ করেছ—আমিত এই চাই! রূপসীর ছবি চোখের সামনে হাজির হলে রূপসীকেও শেষে সুড় সুড় করে, কবি সাজাদার পাশে—কি বল কাফি খাঁ?

কাফি। তা আর আমি জানি না, হুজুর! এক এক রূপসীর জন্য, জলের মত হুজুর ঘড়া ঘড়া মোহর ঢেলেছেন!—কিন্তু এ রূপসী ত সুড় সুড় করে মোহরের লালসে আসবার—

আওরঙ্গজেব। (সহসা উত্তেজিত ভাবে) শয়তান! শয়তান!—

কাফি। ও বাবা—ওকি!—

শারিয়ার। কিরে বেটা—কোরাণওয়ালা! অমন করে চেঁচিয়ে উঠলি যে!

আওরঙ্গজেব। শয়তান শয়তান—চাচা সাহেব!—মাতৃহত্যা করছে, ধর্ম্মহত্যা করছে, হজরত রসুলে করিমের হাতে গড়া মদিনার মসজিদ ভেঙ্গে ফেলছে! উঃ—শয়তান—শয়তান!—প'ড়ব চাচা সাহেব,—শুনবেন?

শারিয়ার। থাম্ বেটা থাম্—চাচা সাহেবের এখন—হজরতি আমলের ইতিহাস শোনবার ফুরসুদ নেই!—যাঃ—যাঃ—তুই নিজে পড়ে মসগুল হ,—কিন্তু খবরদার—চেঁচিয়ে যেন আমাকে মাত করিস নি! জানিস্—আমি উঁচুকথা শুনতে ভালবাসি না,—মিহি সুরে কথা কই,—আস্তে আস্তে হাত পা চালাই,—আমার সবই কাব্যের মত মিষ্টি!—বেগম-বাদশার সবই বিদঘুটে ব্যাপার!—আমি চলেছি লড়াই করতে, আমার সঙ্গে দিয়েছেন এই কোরণ-পড়া পাগলাটাকে! বললেন——ও তোমার মস্ত হাতিয়ার!

কাফি। হাতিয়ার—নয় কেন হুজুর! তাঁর হুকুম মনে নেই—লড়ায়ের সময় এই হাতিয়ারখানাকে সাজাহানের চোখের ওপর একবার খাড়া করতে পারলে—লড়াই ফতে! ছেলের গায়ে আঁচ লাগবার ভয়ে—ওপক্ষ থেকে একটি গুলিও ছুটবে না যে!

শারিয়ার। দেখ কাফি খাঁ,—আমিও বাবার মত কীর্ত্তি রাখব।—সের আফকানকে মেরে বাবা যেমন তার বিবিকে বেগম করে বিখ্যাত হয়েছেন,—আমিও তেমনি সাজাহানকে জয় করে—তার এই তাজকে সাদী করে ঢুণো বাহোবা নেব—

আওরঙ্গজেব। বুকের ভেতর—বুকের ভেতর—ঘুমিয়ে থাক শয়তান!—তোমায় জাগাব—আমিই জানাবো—হুঁ—আমার মায়ের ছবি শয়তানের হাতে!—(পাঠে রত)

শারিয়ার। এই সুন্দর ছবি—কবিরই উপযোগী! আহা—কি মুখ—যেন বসরাই গোলাপ! চোখ দুটির কি সুন্দর চাহনি—কি সুন্দর, কি সুন্দর—

আওরঙ্গজেব। ওই চোখ দুটো—যা দিয়ে—চুপ্ চুপ্—জেগোনা শয়তান—জেগোনা—এখন না—ঘুমোও!—কোরাণের আয়তে জাগছে শুধু ঐ দুটো চোখ্—

কাফি। হুজুর, এরা সব ঢুলছে! রাত অনেক হয়েছে কিনা!—হুকুম হয় ত—

শারিয়ার। না—না,—ঘুমুলে চলবে না! আজ সারা রাত আমি এদের নিয়ে স্ফূর্ত্তি করব! এরা গান গাইবে—নাচবে—হাসবে,—আর আমি দেখবো—স্ফূর্ত্তি ওড়াব—আর আমার এই কল্পনার বেগমকে—(সহসা কামানের আওয়াজ হইল)

নর্ত্তকীগণ। (সলম্ফে)—মাগো—মা—

শারিয়ার। ওকি!—এত রাত্রে! কি এ ব্যাপার!—(পুনরায় আওয়াজ)

ওই আবার—আবার—আবার!—কি বিপদ! এরা কি এতই নীরস!

(শিবির প্রাঙ্গণে তূর্য্যনাদ—কোলাহল—আওয়াজ)

কাফি। হুজুর! হুজুর! লড়াই—লড়াই!

নর্ত্তকীগণ। (আর্ত্তস্বরে)—ও মাগো—কোথা যাই—কি করি—লড়াই—লড়াই—

শারিয়ার। ভয় কি—ভয় কি—আমরা পেছনে আছি,—ফৌজ মোতায়েম আছে—তারা লড়াই করবে—

জনৈক বার্ত্তাবহের প্রবেশ

বার্ত্তাবহ। সাজাদা! সাজাহানের ফৌজ উল্কার মত এসে পড়েছে,—তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে,—মীর মবারক, নবাব সরিফ খাঁ—ফৌজ চালাচ্ছেন,—সাজাদা শীগগীর তৈরী হোন—

[প্রস্থান।

শারিয়ার। কাফি খাঁ,—আমি যে উঠতে পারছি না, মাথা ঘুরছে; লড়াই যদি হবে—তাহলে অত করে সরাব দিলে কেন!—কবিতা বাঁধবার এই ঠিক সময়,—কিন্তু লড়াই করবার ত নয়! উপায় কি?—হাঁ—উপায় হচ্ছে এখন এই হাতিয়ার!—

আওরঙ্গজেব। সত্যি চাচা সাহেব,—সত্যিই আমি এখন আপনার হাতিয়ার!—আপনি আমাকে সঙ্গে নিন,—আমি নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাব।—আমার কোরাণ দেখছেন ত! ঢালের মত আমি এই দিয়ে আপনাকে আগলে নিয়ে যাব,—কোরাণের উপর কেউ হাতিয়ার তুলবে না—

শারিয়ার। ঠিক—ঠিক—সাবাস বাচ্ছা! লড়াই কত্তে হলে, আমি তোকে

সোণার কোরাণ তৈরী করিয়ে দেব।—এস, তোমরা এস, ভয় নেই—এস, দেখছ না, বেগম-বাদশা কেমন জ্যান্ত হাতিয়ার সঙ্গে দিয়েছেন—চলো—

আওরঙ্গজেব। আমি আপনাকে কিছুতেই ছাড়ব না চাচা সাহেব,—লড়াই ফতে না হওয়া পর্য্যন্ত এমনই করে আপনাকে আগলে থাকবো!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শিবির-প্রাঙ্গন।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে।—জয়—সাজাদা সাজাহান—আল্লাহো আকবর!

আসফ খাঁর প্রবেশ

আসফ। লাহোর-দ্বারে সুসজ্জিত শিবিরে বসে এই জয়ধ্বনি শোন নুরজাঁহান! তবু বিজয়ী সাজাহান—সাজাদা! বিজয়-গর্ব্বে তবু সে মহিমাময় সম্রাটের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেনি। আর স্নেহান্ধ সম্রাট! এই চিরপরিচিত স্বর—স্নেহের ঘাত-প্রতিঘাতে তোমার জীর্ণ হৃদয়-দুর্গ ভেদ করে—যখন অন্তরের অন্তস্থল স্পর্শ করবে—তখন তোমার মুমূর্ষু মুখখানির উপর ভাবের যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠবে—তা এবার সম্রাজ্ঞী একাই উপভোগ করে চমৎকৃত হবেন সন্দেহ নাই!—ঐ—ঐ আমার কন্যা আরজ,—ঐ সাজাহান—এস এস মোগল-সাম্রাজ্যের গৌরব—

মমতাজ, জাহানারা, সতীউন্নিসা প্রভৃতির প্রবেশ

মমতাজ। বাবা—বাবা—কত দিন পরে দেখা হল,—দেখা যে হবে সে আশা আর ছিল না—

আসফ। মা,—ঈশ্বর করুণাময়,—সত্যের বিচারপতি!

জাহানারা। দাদু—দাদু,—আমার বাদশা দাদু কোথায়? কতদূরে?

আসফ। আর বেশী দূরে নয় দিদি!

সাজাহানের প্রবেশ

সাজাহান। সম্রাটের সংবাদ?—কেমন আছেন?

আসফ। দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ বৎস,—বুঝি তোমাদের দেখবার আশাতেই—

সাজাহান। জয়ের চেয়েও আমার শ্রেষ্ঠ কাম্য—তাঁকে দর্শন—

(উৎপাটিত চক্ষু শারিয়ারের হস্ত ধরিয়া লয়লীর প্রবেশ)

লয়লী। তার আগে—ভাইকে দর্শন কর সাজাদা!

সকলে। এ—কি!

সাজাহান। কে এ কাজ করেছে?

(আওরঙ্গজেবের প্রবেশ)

আওরঙ্গ। আমি করেছি।

মমতাজ। য়ঁ্যা—তুমি,—আওরঙ্গজেব!

(সুজার প্রবেশ)

সুজা। আমি বারণ করেছিলেম—বাধা দিয়েছিলেম—ও তা শুনলে না,—উঃ—কসায়ের মত—

শারিয়ার। উঃ—বড় যন্ত্রণা, বড় যন্ত্রণা,—তার চেয়ে আরো যন্ত্রণা—দুনিয়ার কিছু দেখতে পাচ্ছি না—সব অন্ধকার!

সাজাহান। আওরঙ্গজেব!—

আওরঙ্গ। আমার কৈফিয়ৎ আছে! বাপ মার কাছ থেকে বুড়ো বাদশা একদিন দুটো ছেলে ছিনিয়ে এনেছিল; একটা ছেলে বাদশার কোলে বসল,—আর একটা কোরাণ নিয়েছিল। সেই কোরাণ পড়তে পড়তে সে দেখতে পেলে—এই চাচা সাহেব আসমানে বাদশাহী ফেঁদে আমার মাকে—আমার—আমার—ঐ মহীয়সী মাকে—বেগম করতে চায়! নাচনাওয়ালীদের সামনে

তাঁর ছবি নিয়ে—আর বলতে পারব না—তাই দেখে—সেই পাপ চোখ দুটো তুলে নিয়েছি। এর যা শাস্তি, তা নিতে আমি প্রস্তুত পিতা!

সাজাহান। সত্য শারিয়ার?

শারিয়ার। ওঃ—চোখ গেলো,—চোখ গেলো! লয়লী—লয়লী—কিছু যে দেখতে পাচ্ছি না!—ওঃ—আরও ত অনেক শাস্তি ছিল,—বড় যন্ত্রণা,—ওঃ—লয়লী!—চোখ থাকতে তোমাকে চিনতে পারিনি,—আজ চোখ হারিয়ে—তোমাকে—ওঃ—বড় যন্ত্রণা যে লয়লী—

লয়লী। সাজাদা!—না—না—এখন হয় ত সম্রাট তুমি!—আমার স্বামী তোমারই ভাই—তাঁর এই মূর্ত্তি দেখ! দেখে শিউরে ওঠ, আর ভাব—একদিন ইনি তোমারই মত ভাগ্যবান—তোমারই মত প্রিয়দর্শন ছিলেন! আর এঁর চোখ দুটোর দিকে চেয়ে দেখো—এই চোখ যেন তোমার চোখে——আর ঐ শিশু জহ্লাদ—

মমতাজ। ঈশ্বর—ঈশ্বর!—দয়া কর—ক্ষমা কর—রক্ষা কর—

লয়লী। না—না—আমি অভিশাপ দোব না,—আমি সহ্য করব,—আমায় ক্ষমা কর মমতাজ—আমার হতভাগ্য স্বামীকে ক্ষমা কর,—চল প্রভু—মোগল-সাম্রাজ্যের ইজারাদারী ফুরিয়ে গেছে—বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেছে—এস—এস—আমার হাত ধরো—এস দুজনে মোগল-সাম্রাজ্যকে সেলাম করে—দিগন্তের কোলে মিশে যাই—

শারিয়ার। চলো—তাই চলো—বড় যন্ত্রণা—

[উভয়ের প্রস্থান।

মমতাজ। বাবা—বাবা—আমার বলবার মুখ নেই আর,—আপনি দেখুন—ওদের উপায় করুন—

আসফ। বেশ, তাই হবে মা, ওরা দুজনে আমার আখিরির অবলম্বন হোক—

সাজাহান। পারভেজ—হত! শারিয়ার—অন্ধ!—সম্রাট—সম্রাট! পিতা—পিতা! কোন্ মুখে তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াব!—

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

লাহোর-সীমান্ত,—সুসজ্জিত শিবির।

জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীর। আসবে, আসবে, সে আসবে! তাই না তার আসবার পথে—বাদশাহী-শিবির আজ দরবারের সাজে সজ্জিত হয়েছে! সে আসবে, আসবে;—উদ্ধত বেয়াদপ পুত্র—উন্মত্ত কঠোর পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে আজ—(সহসা শোফার উপর অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায় আবেগ ভরে)

নুরজাঁহানের প্রবেশ

এসো—এসো সম্রাজ্ঞী—দেখবে এসো,—সাজাহান আসছে! ঐ শোনো তার রণবাদ্য;—ঐ দেখ রক্ত পতাকা উড়িয়ে বিজয়ী পুত্র আমার বিজয়-গর্ব্বে ছুটে আসছে—

নুরজাঁহান। সম্রাট কি সত্য সত্যই উন্মত্ত হলেন? শরীরের অবস্থা বুঝেও ত চুপ করে থাকা উচিত। হকীম আপনাকে কথা কইতে একবারে বারণ করেছেন।

জাহাঙ্গীর। তাহলে সাজাহান আসছে না? আমার এত ডাকেও তার প্রাণে সাড়া দিলে না!

নুরজাঁহান। কাল সারা রাত,—সাজাহান—সাজাহান—করে অস্থির হয়েছেন। দিনেও নিবৃত্তি নেই। চুপ করুন।

জাহাঙ্গীর। চুপ করে থাকতে পারব না, যাই বল তুমি! সব—সব চিন্তা—অসম্পূর্ণ কল্পনা—সব—সব—এইখানে এসে হুটপাট করছে? কাল সারারাত ধরে কত লোকের সঙ্গে কথা কহিছি—জান?

কিন্তু মজা এই—তাদের অনেকেই অনেক দিন আগে দুনিয়া থেকে পালিয়েছে !—পিতামহ হুমায়ুন শাকে দেখলেম, পিতা আকবর শাকে দেখলেম,—খসরুকেও দেখলেম সম্রাজ্ঞী ! সবাই একসঙ্গে দিব্যি বসে আছে, খানা খাচ্ছে,—আমাকেও ডাকলে,—দেখলেম, তাঁদের পাশে একখানি খুরসী খালি পড়ে রয়েছে—সেই খুরসী দেখিয়ে দিলে !—তারপর, এক আশ্চর্য্যের কথা শোনো বলি—দেখতে দেখতে হঠাৎ পারভেজ তাদের পেছনে এসে দাঁড়াল !—উঃ—কি তার চেহারা ! কপাল দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ছে, মুখের দুই কস বেয়ে রক্তের ধারা !—আমি চীৎকার করে উঠলেম—পারভেজ বলে ! ঘুম ভেঙ্গে গেল ।

নুরজাঁহান। সম্রাট স্বপ্নে যা দেখেছেন সত্য ;—দুর্ভাগ্য পারভেজ ঐ ভাবেই মৃত্যুকে বরণ করেছে, এইমাত্র সংবাদ পেয়েছি ।

জাহাঙ্গীর। য়ঁ্যা—য়ঁ্যা—য়ঁ্যা !—পারভেজ ! পারভেজ !—সত্য ?

নুরজাঁহান। আপনাকে এ সংবাদ জানাতেম না ; কিন্তু সাজাহানের জন্য সম্রাট যে রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, তাতে এ সংবাদ না দিয়ে থাকতে পারলেম না ।—শুনুন সম্রাট, পারভেজ সত্যই হত হয়েছে, আর তার হত্যাকারী—সাজাহান ! আপনার এই প্রিয় পুত্র দুর্ভাগ্য পারভেজকে গুপ্তহত্যা করেছে ।

জাহাঙ্গীর। গুপ্ত হত্যা করেছে !—সাজাহান ?—ঝুট—ঝুট—ঝুট ! নাঃ—এ হতে পারে না ! এ হতে পারে না !—সে ভালবাসে—সে ভালবাসতে জানে ; ভালবাসা তার বুকে—প্রাণে—মনে ! সে হত্যা করতে পারে না ।—

(শোফা হইতে উঠিয়া কক্ষমধ্যে উন্মত্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে)

পারভেজ—পারভেজ—পারভেজ!—নেই! নেই! নেই?—
ঐ—ঐ—ঐ খসরু,—ঐ তার পাশে—পারভেজ! খসরুর
কাছে আমি অপরাধী, তাই সে পালিয়েছে!—আমি ত
তোমাকে কখনও কিছু বলিনি বৎস!—তবে কেন—তবে কেন
তবে—তবে—তুমি কেন—চলে গেলে?—

(পুনরায় শোফায় বসিয়া পড়িলেন)

বল—বল—বল তুমি সম্রাজ্ঞী! আর কি বলবার আছে?
বল—সব বল,—মন খুলে বলে ফেল—কিছু লুকিও না,—আর
শোনা হবে না—এই শেষ!—বল—আমার শপথ—সত্য বল—

নুরজাঁহান। সেই ভাল সম্রাট! এবার আপনিই শ্রোতা হোন্;
আমি তাহলে বাঁচি। বলুন—কি বলব? কি শুনতে চান?

জাহাঙ্গীর। তোমার চাকা এখন কোন্ পথে চলেছে? কাকে পিষে
চূর্ণ করতে ছুটেছে? কি তোমার উদ্দেশ্য? কি তোমার
লক্ষ্য? বল—বল—আমার শপথ—সত্য বল—

নুরজাঁহান। সত্যই বলছি শুনুন!—আমার একটা চাকা লাহোর থেকে
দিল্লীর পথে ছুটেছে—সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি নিয়ে সাজাদা
শারিয়ার—সাজাহানকে চূর্ণ করতে সেই চাকা চালাচ্ছে!
আর এক চাকা—আগরার মুখে ঘুরছে—আমার অনুগত
রাজপ্রতিনিধি ইরাদৎ খাঁর হাতে! সেখানেও বিজয়ীর আসন
পাতা! আমার উদ্দেশ্য—আগে যাই থাক্—এখন—বিজয়ী
শক্তিমানের হাতে মোগল সাম্রাজ্যের ভার সমর্পণ করা।
আর, সাজাহানকে এবার আমার চরম পরীক্ষা; এই পরীক্ষায়
জয়ী হয়ে, জয়পতাকা উড়িয়ে যদি সে সম্রাট-সকাশে উপস্থিত
হতে পারে—তার পথ সসম্ভ্রমে ছেড়ে দেওয়া।—শুনলেন?
আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?

জাহাঙ্গীর। আছে—আছে।—কিন্তু যা শুনলেম,—তাতে—তাতে—স্তম্ভিত হতে হচ্ছে আমাকে! সত্য?—সত্য ত?—হাঁ—তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি—প্রাণের কথা আজ টেনে বলেছ!—আচ্ছা,—যদি সাজাহান আমার এই অবস্থার কথা শুনে পিতৃস্নেহে বিগলিত হয়ে—পাগলের মত ক্ষমাভিক্ষার অঞ্জলি পেতে ছুটে আসে—তাহলে—তাহলে—

নুরজাঁহান। তাহলে ঐ ভিক্ষাই তার ভবিষ্যৎ জীবনের অবলম্বন হবে—এটা কি প্রকাশ করে বলতে হবে সম্রাট!

জাহাঙ্গীর। আর যদি—আর যদি—হাঁ—হাঁ—যদি সে—(উল্লাসভরে) জয়বাদ্য বাজিয়ে—অস্ত্রের ঝঙ্কারে দশদিক মুখর করে—শিবিরে আসে তার বিজিত পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে?—

নুরজাঁহান। তখন সেই বিজয়ী পুত্র পিতার স্নেহের সঙ্গে সাম্রাজ্যের হৃদয় অধিকার করবে।

জাহাঙ্গীর। আর—আর—তুমি?

নুরজাঁহান। সম্রাটের শক্তিতে শক্তিময়ী আমি—সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাজ্ঞীর সমস্ত শক্তি পুত্রস্নেহের অমৃতধারায় সিঞ্চিত করে—তাকে আশীর্ব্বাদ করব।

জাহাঙ্গীর। য়্যাঁ! কি বলছ গো!—আমার যে দেখতে ইচ্ছা করছে!—কিন্তু বুঝি তা হবে না, তা হবে না!—সে আসবে—সত্যই আসবে,—কিন্তু—কিন্তু—আমি তাকে,—হাঁ—হাঁ—মনে হয়েছে—যদি আমার সঙ্গে দেখা হয়,—আমি আগেই জানতে চাইব—পারভেজের মৃত্যুর কথা!—হাঁ—পারভেজ—পারভেজ—পারভেজের কথা!—সে মিথ্যা বলে না জানি। যদি বলে—আমি পারভেজকে মেরেছি,—আমি তাহলে তার—তার—তার—গলা চেপে ধরবো,—বলবো—ভালবাসা তুমি হারিয়ে

এসেছ,—যে ভাইকে মারতে পারে,—সে বাপকেও মারতে পারে!—সে মানুষ নয়—মানুষ নয়—সয়তান! সয়তান!—না—না—না—এ হতে পারে না, সাজাহান—আমি যাকে খেতাব দিয়েছি—সাজাহান; সে সত্যই সাজাহান! সে—সয়তান নয়!—সয়তান নয়!—দারা! দারা!—আমার দাদু ভাই—

দারার প্রবেশ

দারা। (দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া) দাদু—দাদু!—ডাকছ আমাকে দাদু?

নুরজাঁহান। এস, দাদুর কাছে এস,—আমি বলছি—এসো—

জাহাঙ্গীর। এস, দাদুভাই এস—(দারা ছুটিয়া বক্ষে আসিয়া পড়িল) সম্রাজ্ঞী আসতে বারণ করে,—না?

দারা। তোমার অসুখ কিনা, কথা কইতে হকীম সাহেব মানা করেছেন। তাই আসি না।

জাহাঙ্গীর। দাদুভাই, চোখের কোনে জল দেখছি যে! কাঁদছিলে বুঝি? বাপ-মার জন্যে,—নয়? আমার জন্যে—চোখে জল আসে না—নয় রে?

দারা। তোমাকে আমি কম ভালবাসি দাদু?

জাহাঙ্গীর। তোর বাপের চেয়েও?

দারা। বাদশা হবার আগে তুমি কাকে বেশী ভালবাসতে দাদু,—তোমার বাবাকে, না আমার বাবাকে?

জাহাঙ্গীর। তোমার বাবাকে এ কথা জিজ্ঞাসা কোর দাদু—সেই বলবেরে!—(সহসা চমকিতভাবে)—সম্রাজ্ঞী—সম্রাজ্ঞী—একটা—একটা—আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ? বড় মধুর, কিন্তু

বড় গম্ভীর! শুনছ? শুনছ?—আমি শুনতে পাচ্ছি! ঐ—ঐ—ঐ—বাজছে! বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ—

নুরজাঁহান। একি, একি, সম্রাট! এ রকম করছেন কেন? চক্ষের একি ভাব? বাঁদী! বাঁদী!—.

রঙ্গিলা বাঁদীর প্রবেশ

শীগগীর হকীম সাহেবকে ডেকে নিয়ে আয়—

দায়া। দাদু! দাদু!

জাহাঙ্গীর। গুলজার—গুলজার! আকাশ বাতাস—সব গুলজার! রণবাদ্য—রণবাদ্য! বিজয়ীর বিজয় ·উল্লাস! বাজা—বাজা—বাজা!—খসরু! খসরু! হাসছ? হাসছ?—কাঁদবে না? রাগ নেই?—ভুলে গেছ?—পারভেজ?—কি বলছ? মেরেছে?—মেরেছে?—কে?—সাজাহান? সাজাহান মেরেছে? না?—সে মারে নি!—হোঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ—সাজাহান মারে নি—সাজাহান হত্যা করে নি—খালাস—খালাস! সাজাহান—বেকসুর খালাস!—ঐ আবার আওয়াজ উঠছে—বাজনা বাজছে—ঐ আমার বিজয়ী সাজাহান—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

(শিবির দ্বারে রণবাদ্য ও তূর্য্যধ্বনি)

জাহাঙ্গীর। ওরে—ওরে—ওই—ওই—তার—তার বিজয় বাদ্য—ওই সেই চিরপরিচিত তূর্য্যনাদ—সেই—সেই—সে এসেছেরে এসেছে—(করতালি দিয়া)—সাজাহান—বিজয়ীপুত্র আমার—ঐ—ঐ—ঐ—আয়—আয়—আয়—ওরে—ওরে—ওঃ—ওঃ—ওঃ—আ—আ—আ—য়——সা—জা——

(সাজাহান, মমতাজ, জাহানারা, আসফ খাঁ
স্নুজা, আওরঙ্গজেব প্রভৃতির প্রবেশ)

সাজাহান। বিদ্রোহী পুত্র ফিরে এসেছে বাবা !—ক্ষমা—ক্ষমা—ক্ষমা—
য়্যাঁ—একি !

জাহাঙ্গীর। (দুই হাত প্রসারিত করিয়া উঠিবার প্রয়াস এবং সঙ্গে সঙ্গে
শোফার উপর পড়িয়া গেলেন ; বাক্য রুদ্ধ হইল,—কিন্তু
চক্ষু দুইটি সাজাহানের মুখের উপর নিস্পলকভাবে
নিবদ্ধ হইয়া—অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল)

মমতাজ। বাবা—বাবা—ক্ষমা চাইবার অবসরটুকু দাও—

জাহানারা। দাদু—দাদু ! আমি এসেছি,—তুমি ডেকেছিলে, আনতে
পাঠিয়েছিলে—আসিনি,—আজ যেচে এসেছি দাদু—তুমি
ওঠ—কথা কও—

নুরজাঁহান। সব শেষ হয়ে গেলো—ভারতের সূর্য্য—নুরজাঁহানের
জ্যোতিঃ—(সম্রাটের বক্ষে মুখ রাখিলেন)

সাজাহান। বাবা—বাবা—বাবা—শাহান শা—হজরৎ ! ক্ষমা—ক্ষমা—
ক্ষমা—

যবনিকা